উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

টুর্নামেন্টের সেরা
দীপ্তি শর্মা

কন্যাদের মুঠোয় বিশ্ব
» ৮

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	২৯°	৩০°	২৯°	২৭°
সর্বনিম্ন	২০°	২১°	২১°	১৭°

ম্যাচের সেরা
শেফালি ভার্মা

শিলিগুড়ি ১৬ কার্তিক ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 3 November 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 164

জগৎধাত্রী

"এতদিন ধরে এই মুহূর্তটার অপেক্ষায় ছিলাম। দলের সবাই বিশ্বাস করেছিল আমি ম্যাচটা শেষ করতে পারব। আর সেই বিশ্বাসই আমাকে সাহায্য করেছে সবটা উজাড় করে দিতে।"
-রিচা ঘোষ

সময়ের কথা

শিল্প রসদে ভরপুর উত্তরবঙ্গ, অভাব পরিকল্পনার

প্রবীর শীল

ভোট আসছে। চারিদিকে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। এসআইআর, ধর্ম, অনুপ্রবেশ ইত্যাদি নানা কথা হচ্ছে। তবে উত্তরবঙ্গের নিরিখে যেকথা বলা অত্যন্ত জরুরি তা নিয়ে কোথাও কোনও আলোচনা নেই। সেটা হল উত্তরের শিল্প। পিছিয়ে পড়া উত্তরবঙ্গের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান তৈরির প্রশ্নে শিল্প নিয়ে কথা বলার এটাই মোক্ষম সময়।

উত্তরবঙ্গের শিল্পস্বাস্থ্য ভালো নয় একথা স্বীকারে বাধা নেই। রোগ নিরাময়ের আশু প্রয়োজন। রাজ্যের উত্তরাংশ শিল্প সম্ভাবনায় ভরপুর। বিভিন্ন শিল্প সংগঠনের বার্ষিক সভায় প্রায়শই সে প্রসঙ্গ ওঠে। সময় এসেছে কেন্দ্র-রাজ্য উভয়কেই সদর্থক ভূমিকা পালন করার। হাতেগোনা কয়েকটি সিমেন্ট, ঠান্ডা পানীয়, বিস্কুট কারখানা ছাড়া আজও উত্তরবঙ্গে তেমন কিছুই গড়ে উঠল না। ছোট, মাঝারি, অনুসারী সহজাত শিল্প হয়তো কিছু হয়েছে

এরপর দশের পাতায়

ইতিহাস রিচাদের

ভারত-২৯৮/৭
দক্ষিণ আফ্রিকা-২৪৬
(৪৫.৩ ওভারে)
(ভারত ৫২ রানে জয়ী)

নভি মুম্বই, ২ নভেম্বর : ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম থেকে ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামের দূরত্ব কত? গুগল বলছে, ৩৪ কিলোমিটার। ২০১১ সালের ২ এপ্রিল ওয়াংখেড়েতে স্বপ্নের রাত নেমেছিল। সেই 'মাহেন্দ্রক্ষণ' ভারতের ক্রিকেট সংস্কৃতিতে চিরস্থায়ী হয়ে গিয়েছে। রবিবার আরও এক দোসরায় ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের ইতিহাসে নতুন রূপকথার জন্ম হল। এদিন নভি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে প্রথমবার ওডিআই বিশ্বকাপ জিতল ভারতের মেয়েরা।

২০১১ সালের ২ এপ্রিলের রাতে বিশ্বজয়ের পর বিরাট কোহলি, যুবরাজ সিংদের কাঁধে চেপে ওয়াংখেড়েতে ভিকট্রি ল্যাপ দিয়েছিলেন 'গড অফ ক্রিকেট' শচীন তেন্ডুলকার। এদিন ভিভিআইপি বক্সে শচীন, রোহিত শর্মা, মিতালি রাজ সহ একঝাঁক তারকার উপস্থিতি ছিল। সুনিধি চৌহান সুরের জাদুতে ডিওয়াই পাতিলের ৪৫৩০০-এর গ্যালারির নীল সমুদ্রে তরঙ্গ তুলেছিলেন। 'এত আনন্দ, আয়োজন' হরমনপ্রীত কাউর ব্রিগেড বাইশ গজে বৃথা হতে দেননি। শেফালি ভার্মা, রিচা ঘোষ, দীপ্তি শর্মারা ২৯৮/৭ স্কোরে দলকে পৌঁছে

মারমুখী মেজাজে শেফালি ভার্মা। দলের জয়ের মূল কারিগর।

দেওয়ার পর ভারতের স্পিন জালে বন্দি হয়ে প্রোটিয়ারা অলআউট হল ২৪৬ রানে।

বৃষ্টির জন্য ম্যাচ শুরু হল নির্ধারিত সময়ের ২ ঘণ্টা পরে। মেঘলা আবহাওয়ায় টসে জিতে ফিল্ডিং নিতে দুইবার ভাবেননি দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক লরা উলভারডট। কিন্তু দর্শকদের অপেক্ষায় ইতি টেনে শুরুটা ভালো করেন স্মৃতি মান্ধানা (৪৫) ও এবারের বিশ্বকাপে 'ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি' পাওয়া শেফালি ভার্মা (৭৮ বলে ৮৭)। *এরপর দশের পাতায়*

জার্সিতে অর্ধেক আকাশের স্বপ্ন

দীপ সাহা

-বাই দ্য ওয়ে, ইউ লুক গুড ইন শাড়ি।

ঠিক এইক'টা শব্দ। আর তাতেই ক'দিন ধরে তোলপাড় ফেসবুক। যত স্ক্রল করি, ততই নতুন নতুন স্ক্রিনশট ভেসে ওঠে। এই মেসেজের স্রষ্টা আর কেউ নন, একসময়ের বাংলা ধারাবাহিকের পরিচিত মুখ রিজু বিশ্বাস। মোটামুটি সব বঙ্গতনয়াকেই নাকি তিনি এমন মেসেজ করে ফেলেছেন। আজ থেকে নয়, বছর আষ্টেক আগে থেকে। কেন করেছেন সেই বিতর্কে আর যাচ্ছি না। শাড়িতে হয়তো তাঁর সব মেয়েকে ভালো লাগে। সে লাগতেই পারে।

শাড়ি আসলে নারীর ভূষণ। মহাভারত অনুযায়ী শাড়ি ঈশ্বরীয় রক্ষাকবচ। নারীর লজ্জার প্রতীক। সুতরাং শাড়িতে কাউকে ভালো লাগাটা মন্দ কিছু নয়।

ভাবছেন, কেন এসব বলছি?

আসলে রিজুর মেসেজ-বিতর্কটা যখন হচ্ছে, ঠিক সেসময়ই বাইশ গজের বিশ্বমঞ্চে লড়ে যাচ্ছে ভারতের মেয়েরা। নীল জার্সিতে সমুদ্রপাড়ের শহরে তাঁরা 'ব্লিড ব্লু'-এর অপেক্ষায়। বাংলার রিচা ঘোষ থেকে শুরু করে মুম্বইয়ের

এরপর দশের পাতায়

এসআইআর ঘোষণার পর ওপারে পালানোর হিড়িক

তিনদিনে সীমান্তে পাকড়াও ৯৪ জন

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ২ নভেম্বর : যে জমিতে বাজার আর পঞ্চায়েত ভবন হওয়ার কথা ছিল, সেখানে বিজেপির পার্টি অফিস বানাবার তোড়জোড়। আবার সেই তোড়জোড়ে বাধা দিল পুলিশ। অভিযোগ, সরকারি জমি দখল করে পার্টি অফিস বানাচ্ছে বিজেপি। গোটা ব্যাপারটাকে কেন্দ্র করে রবিবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের শালবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তল্লিগুড়ি এলাকা। বিজেপির নেতারা অবশ্য বলছেন, সরকারি জমি দখল তাঁরা করেননি। একটি পরিত্যক্ত জমিতে পার্টি অফিস বানাতে চেয়েছেন। এদিনের ঘটনার পিছনে তৃণমূলের ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে অভিযোগ তাঁদের।

ছবি : এআই

কয়েক দশক আগে স্থানীয় বাসিন্দা বাণীকান্ত রায় ৯ বিঘা জমি গ্রাম পঞ্চায়েতকে দান করেছিলেন বাজার ও সরকারি পঞ্চায়েত ভবন নির্মাণের উদ্দেশ্যে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে পদ্ম শিবির শালবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের দখল নেয়। তারপর এই পার্টি অফিস বানাবার প্রয়াস। সরকারি জমিতে কীভাবে রাজনৈতিক দল কার্যালয় তৈরি করতে পারে, সেই প্রশ্ন তুলে জমিদাতার পরিবার ও তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আগেই প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছিল। সেসব তোয়াক্কা না করে রবিবার সকালে বিজেপি দলবল নিয়ে সেখানে কার্যালয় তৈরির কাজ শুরু করে। খবর পেয়ে বক্সিরহাট থানার পুলিশ নির্মাণে বাধা দিলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পুলিশের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন বিজেপি নেতা ও কর্মীরা। জমিদাতা বাণীকান্ত রায়ের ছেলে যোগেশচন্দ্র রায়ের কথায়, 'আমার বাবা সরকারি কাজে জমি দান করেছিল। রাজনৈতিক দলীয় কার্যালয় গড়ার জন্য নয়। এঁরাই তৃণমূলের ভোটব্যাংক।' যদিও পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'অনুপ্রবেশ হলে সেই দায় বিএসএফের। *এরপর দশের পাতায়*

বাবা-মেয়ের খুনসুটি। আলিপুরদুয়ারে কলেজ হল্ট এলাকায়। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

এসএসকেএমে বেনজির অপারেশন

সাফল্যে জড়াল হরিশ্চন্দ্রপুরের তরুণের নাম

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২ নভেম্বর : সম্প্রতি ফুসফুসের চিকিৎসায় ইতিহাস সৃষ্টি করেছে কলকাতার নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। বাংলার প্রথম কোনও সরকারি হাসপাতালে 'হোল লাং ল্যাভেজ' চিকিৎসা পদ্ধতিতে প্রাণ ফিরে পেয়েছেন এক রোগী। এই জটিল চিকিৎসায় ১২ জন চিকিৎসকের দলে ছিলেন মালদা হরিশ্চন্দ্রপুরের ভূমিপুত্র স্বপ্নেন্দু মিশ্র। তিনি বর্তমানে এনআরএস হাসপাতালের রেসপিরেটরি মেডিসিন বিভাগে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসাবে কর্মরত। নজিরবিহীন চিকিৎসায় স্বপ্নেন্দুর নাম জড়িয়ে যাওয়ায় খুশি হরিশ্চন্দ্রপুরবাসী।

স্বপ্নেন্দুর বাড়ি হরিশচন্দ্রপুর সদরে। তিনি হরিশ্চন্দ্রপুর হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশ করেন। এরপর বালুরঘাটের একটি স্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে চিকিৎসাবিজ্ঞান পড়ার জন্য কলকাতার ন্যাশানাল মেডিকেল কলেজে সুযোগ পান। স্বপ্নেন্দুর সাফল্যে খুশি তাঁর বাল্যবন্ধু চন্দ্রশেখর সাহা। তিনি বলেন, 'হরিশ্চন্দ্রপুরবাসী হিসেবে আমরা ভীষণ গর্বিত। ওর চিকিৎসায় গ্রামের মানুষ বিভিন্ন সময় উপকৃত হয়েছে।' হরিশ্চন্দ্রপুর হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সৌমিত্র রায় বলেন, 'চিকিৎসক হিসেবে স্বপ্নেন্দু দারুণ। বিরল চিকিৎসায় ও অংশীদার হয়েছে জেনে ভালো লাগছে।'

মুর্শিদাবাদের এক ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে ফুসফুসের সমস্যায় ভুগছিলেন। একাধিক চিকিৎসকের ওষুধ খেয়েও তিনি কোনওভাবে সুস্থ হচ্ছিলেন না। শেষমেশ তিনি চিকিৎসার জন্য নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজে যান। সেখানে ব্রঙ্কোস্কোপি ও বায়োপসির পর রোগ ধরা পড়ে। জানা যায়, ওই ব্যক্তি এক জটিল রোগে আক্রান্ত, যার নাম 'পালমোনারি অ্যালভিওলাস প্রোটিনসিস'। ১০ লক্ষ মানুষের মধ্যে একজনের রোগটি হয়। রোগটি সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতে গেলে, ফুসফুসের অ্যালভিওলাইয়ে সাদা প্রোটিনযুক্ত পদার্থ জমে যায়। অ্যালভিওলাই কাজ করা বন্ধ করে দেয়।

যে কোনও বেসরকারি হাসপাতালে ওই রোগের চিকিৎসায় খরচ প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা। সেখানে এনআরএস-এ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা পেলেন আক্রান্ত ব্যক্তি। স্বপ্নেন্দু জানিয়েছেন, 'হোল লাং ল্যাভেজ' পদ্ধতি অত্যন্ত দুর্বোধ্য। মুখ দিয়ে পাইপ ঢুকিয়ে দুটো ফুসফুসকে আলাদা আলাদা করে

> বর্তমানে রোগী সুস্থ রয়েছেন। বিনামূল্যেই পুরো চিকিৎসা হয়েছে।
>
> **স্বপ্নেন্দু মিশ্র** *চিকিৎসক*

পরিষ্কার করতে হয়। এক্ষেত্রে প্রায় ১৫-২০ লিটার স্যালাইন দিয়ে ওই রোগীর ফুসফুস শোধন করা হয়। সময় লাগে প্রায় ৮ ঘণ্টা।

এনআরএস-এর পালমোনারি মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান জয়দীপ দেবের নেতৃত্বে স্বপ্নেন্দু ছাড়াও চিকিৎসকদের ওই দলে ছিলেন পিকে জানা, সৌরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকান্ত কোদালি, অনুপম পাত্র, সুমন্ত ঝা, প্রিয়াংকা রায়, অদিতি দাস ঘরা প্রমুখ। স্বপ্নেন্দু বলেন, 'বর্তমানে রোগী সুস্থ রয়েছেন। বিনামূল্যেই পুরো চিকিৎসা হয়েছে।'

পালটা ভাইরাল ভিডিওয় জল্পনা

বিডিও'র চেয়ারে তৃণমূল বিধায়ক

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন ও নীহাররঞ্জন ঘোষ

বীরপাড়া ও মাদারিহাট, ২ নভেম্বর : কয়েকদিন আগে চেম্বারে ঢুকে মাদারিহাটের বিডিও অমিতকুমার চৌরাসিয়াকে শাসানোর অভিযোগ ওঠে আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গার বিরুদ্ধে। এবার স্যোশাল মিডিয়ায় মাদারিহাটের তৃণমূল বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পোর একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, মাদারিহাটের বিডিও অফিসের একটি কক্ষে চেয়ারে বসে জয়প্রকাশ। সেখানে তৃণমূলের মাদারিহাটের ব্লক সভাপতি বিশাল গুরুংকে সংবর্ধনা দিচ্ছেন তৃণমূল নেতা-কর্মীরা। ওই ভিডিও'র সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। এনিয়ে বিডিওকে ফোন করা হলেও সাড়া মেলেনি।

রবিবার দুপুরবেলা থেকেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে তৃণমূলকে তোপ দাগতে শুরু করেছেন বিজেপি নেতা-কর্মীরা। ফেসবুকে সেই ভিডিও পোস্ট করেছেন বিজেপি সাংসদ মনোজও। রবিবার সাংসদ বলেন, 'দলদাস বিডিও তৃণমূল নেতা-কর্মীদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। তাই নিজের চেয়ার তৃণমূল বিধায়ককে ছেড়ে দিয়েছেন।'

মাদারিহাটে বিডিওর চেয়ারে জয়প্রকাশের যে ছবিতে বিতর্ক।

> দলদাস বিডিও তৃণমূল নেতা-কর্মীদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। তাই নিজের চেয়ার তৃণমূল বিধায়ককে ছেড়ে দিয়েছেন।
>
> **মনোজ টিগ্গা** *সাংসদ, আলিপুরদুয়ার*

এদিকে পালটা ভিডিও পোস্ট করে জয়প্রকাশ বলেন, 'সেটি আদৌ বিডিওর চেম্বার নয়। পঞ্চায়েত সমিতির কনফারেন্স হল। গোলটেবিলের পাশে একটি চেয়ারে বসেছিলাম। সেটি বিডিওর চেয়ার নয়। বিডিওর চেয়ারটি সরিয়ে রাখা হয়েছিল।' তবে পঞ্চায়েত সমিতির কনফারেন্স হলে দলীয় নেতার সংবর্ধনা সভা করা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। মনোজের বক্তব্য, বিডিও অফিসে দলীয় সংবর্ধনা হওয়ার কথাই নয়। তৃণমূল ব্লক সভাপতি বিশাল গুরুং ফোন রিসিভ না করায় তাঁর বক্তব্য জানা যায়নি। বিজেপি সূত্রের খবর, ওই ভিডিওটি সিসি ক্যামেরার ফুটেজ। বিডিও অফিসের ভেতরের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ কী করে বিজেপি নেতা-কর্মীদের কাছে গেল, তা নিয়ে অন্ধকারে তৃণমূল নেতা-কর্মীরাও।

বেড়েছে বলির পাঁঠার চাহিদা

পতিরাম, ২ নভেম্বর : আর পাঁচদিন পরেই বোল্লা রক্ষাকালীর পুজো। তার আগে রবিবার থেকেই মানতের পাঁঠা কেনার হিড়িক পড়েছে পতিরাম হাটে। প্রতিবছরই প্রচুর ক্রেতা পতিরাম বাজার থেকে মানতের পাঁঠা কেনেন, তবে এবার পাঁঠা কেনার চাহিদা বেশি বলেই জানাচ্ছেন ক্রেতা, বিক্রেতা দু'পক্ষই।

হাটের এক বিক্রেতা বলেন, 'আজই ২০টা পাঁঠা বিক্রি করেছি। প্রতিটার দাম সাড়ে পাঁচ হাজার থেকে দশ হাজার টাকার মধ্যে।' হাটে আসা ক্রেতা রবি সরকার

> বোল্লা রক্ষাকালীর কাছে মানত পূরণ করার জন্য আজ সাড়ে সাত হাজার টাকা দিয়ে একটা কালো পাঁঠা কিনেছি। এরপর পাঁঠা কেনার ভিড়ে বাজারে পা রাখার জায়গা থাকবে কি না, সেই ভয়ে, দাম একটু বেশি পড়লেও আজই কিনে নিলাম।
>
> **রবি সরকার** *ক্রেতা*

বলেন, 'বোল্লা রক্ষাকালী মায়ের কাছে মানত পূরণ করার জন্য আজ সাড়ে সাত হাজার টাকা দিয়ে একটা কালো পাঁঠা কিনেছি। এরপর পাঁঠা কেনার ভিড়ে বাজারে পা রাখার জায়গা থাকবে কি না, সেই ভয়ে, দাম একটু বেশি পড়লেও আজই কিনে নিলাম।' আরেক ক্রেতা সুনীল মণ্ডল জানান, তিনি ১৮ হাজার টাকায় দুটি পাঁঠা কিনেছেন। এবার চাহিদা বেশি থাকলেও দাম কিছুটা বেড়েছে বলেই মনে করছেন তিনি।

সাধারণ দিনে যেখানে ৭০০-৮০০ টাকা কেজি দরে পাঁঠা বিক্রি হয়, সেখানে রবিবার তা বেড়ে ৯০০-১০০০ টাকা দরে পৌঁছেছে। ব্যবসায়ী মহলের আশঙ্কা, পুজোর আগের হাটবারে পাঁঠার দাম আরও বাড়বে। পাল্লা দিয়ে বাড়বে চাহিদাও। বোল্লা কালীপুজো ঘিরে মানতের পাঁঠা কেনাবেচাকে কেন্দ্র করে এখন গোটা পতিরাম ও আশপাশের এলাকায় রীতিমতো উৎসবমুখর পরিবেশ।

হাতির হানা

নাগরাকাটা, ২ নভেম্বর : কয়েকদিন যাবৎ ৬০টি হাতির একটি পাল ডায়নার জঙ্গলে ঘাঁটি গেড়েছে। শনিবার রাতে হাতির পাল ভগৎপুর চা বাগানের কাছে একটি ধান খেতে হানা দেয়। হাতির পাল তাদের চেনা পথ গ্রাসমোড় চা বাগানের ৪ নম্বর গেট দিয়ে লুকসান ও গাঠিয়া বাগান হয়ে ভগৎপুরে ঢোকে। বন দপ্তরের ডায়না রেঞ্জের অফিসার অশেষ পাল বলেন, 'হাতির পালটির গতিবিধির ওপর সতর্ক নজর রাখা হচ্ছে।'

তবে এত বড় হাতির পালের হানা এখন বিরল। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, বর্তমানে ডুয়ার্সের জঙ্গলে বড় হাতির পালের আনাগোনা কার্যত থমকে গিয়েছে। যেহেতু এখানকার বনাঞ্চলগুলি খণ্ডিত সেই কারণেই বড় হাতির পাল নিজেদের সুবিধার জন্য ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে চলাচল করে।

ঘুম ভেঙে স্নান ছোট মদনমোহনের

ছোট মদনমোহনকে স্নান। রবিবার। ছবি : জয়দেব দাস

কোচবিহার, ২ নভেম্বর : চার মাস শয়নে থাকার পরে রাস উৎসবের আগে উত্থান একাদশীতে, রবিবার সকাল ৭টা ৪০ মিনিটে ঘুম থেকে উঠলেন ছোট মদনমোহন। তাঁকে ঘুম থেকে তোলেন মদনমোহন ঠাকুরবাড়ির বিশেষ পুরোহিত শিবকুমার চক্রবর্তী। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর ছোট মদনমোহনকে মন্দিরের বারান্দায় নিয়ে এসে আমলকী ও আম গাছের ডাল দিয়ে দাঁত মাজানো হয়। দাঁতন পর্বের পর মদনমোহনের গায়ে তিলবাটা মাখান তিনি। এরপর রাজ আমলের পরম্পরা মেনে দুধ, দই, ঘি, মধু, চন্দন, ডাবের জল সহযোগে ১০৮ কলস জল দিয়ে ছোট মদনমোহনকে স্নান করানো হয়। পরে আবার সহস্রধারা দিয়ে স্নান করান পুরোহিত। স্নান দেখতে মদনমোহন ঠাকুরবাড়িতে ভিড় জমিয়েছিলেন উৎসুক ভক্তরা। বিশেষ এই স্নান এবং পুজোর অনুষ্ঠানে ভক্তদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সচিব পবিত্রা লামা।

অ্যাফিডেভিট

আমি ধনবালা রায় বর্মন, আমার মেয়ে রিয়া রায়ের জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম রয়েছে ধনবালা রায়। গত 30/10/2025 ইং তারিখে জলপাইগুড়ি ফার্স্ট ক্লাস এলডি. জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে ধনবালা রায় বর্মন ও ধনবালা রায় একই ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হয়েছি। গ্রামঃ পূর্ব ডাঙ্গাপাড়া, থানাঃ ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি।

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে ফ্যাক্টরির জন্য ওয়েল্ডিং কাটিং কাজ জানা লোক চাই। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। M : 98320 12224.

•

গার্ড, সুপারভাইজার চাই ফ্যাক্টরির জন্য। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি সহ 13,500/- স্যালারি। M : 86536 09553, 85098 27671.

তারিখ পরিবর্তন

প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বিবেকানন্দ ক্লাব, শিলিগুড়ি, লটারি খেলা (সদস্যদের মধ্যে) ২/১১/২০২৫-এর পরিবর্তে ১৬/১১/২০২৫ (রবিবার ঃ সন্ধ্যা ৭:৩০টা) অনুষ্ঠিত হবে। তারিখ পরিবর্তনের জন্য ক্লাব কর্তৃপক্ষ দুঃখিত। লটারি কনভেনার, সরীৎ ঘোষ ও সুভাষ বসাক, বিবেকানন্দ ক্লাব, শিলিগুড়ি।

অ্যাফিডেভিট

আমি Alo Dey Dam স্বামী Sadhan Dam, Vill- Tenganmari, P.O.- Rajarhat, P.S.- Pundibari, Dist- Cooch Behar. বিবাহের পূর্বে আমার নাম ছিল Alo Dey. 14.10.2025 তারিখে E.M কোচবিহার কোর্টের affidavit দ্বারা আমি Alo Dey Dam এবং Alo Dam এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। (C/118897)

•

আমি ধনবালা রায় বর্মন, আমার মেয়ে সুপ্রিয়া রায়ের জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম রয়েছে ধনবালা রায়। গত 30/10/2025 ইং তারিখে জলপাইগুড়ি ফার্স্ট ক্লাস এলডি. জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে ধনবালা রায় বর্মন ও ধনবালা রায় একই ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হয়েছি। গ্রামঃ পূর্ব ডাঙ্গাপাড়া, থানাঃ ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি।

•

আমি বিলাস রায়, পিতা মৃত জটু রায়, বুড়িরজোত, মানিকগঞ্জ, থানা- কোতোয়ালি, জলপাইগুড়ি। আমার নাম ভুলবশত ভোটার কার্ডে অমর রায় থাকায় 29.10.25 তারিখ, জলপাইগুড়ি E.M. কোর্ট, অ্যাফিডেভিট নং 20958, বিলাস রায় নামে পরিচিত হলাম। বিলাস রায় ও অমর রায় একই ব্যক্তি।

•

আমি Chanda Mandal আমার জন্ম শংসাপত্র ও অন্যান্য নথিতে পিতার নাম ভুল থাকায় গত 31.10.2025 তারিখে J.M. 1st কোর্ট, জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে সঠিক নাম Surendra Mandal করা হইল। Surendra Mandal এবং Surender Mandal এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল। (C/118561)

কর্মখালি

সুবর্ণ সুযোগ... বাড়ি থেকে 2/3 ঘণ্টা কাজে (জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, শিলিগুড়ি) উচ্চ আয়ের সুযোগ। 9830364767. (K)

•

Aquaguard-এ M/F Sales Advisor চাই। বেতন+কমিশন। ধূপগুড়ি M- 9832304991. (A/B)

•

স্টার হোটেলে অনূর্ধ্ব 30 ছেলেরা নিশ্চিত কেরিয়ার তৈরি করুন। আয় 10-18000/- থাকা-খাওয়া ফ্রি। 9434495134. (C/118378)

•

শিলিগুড়ির বৃহত্তম Company-তে আকর্ষণীয় বেতনে Shop Boy, Shop Girl ও Marketing Staff চাই। (M) 91261 45259.

•

প্রিন্টিং হাউসে কাজের জন্য স্টাফ চাই। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। Flex-O- Print, শিলিগুড়ি, M : 98320 12024. (C/118391)

অ্যাফিডেভিট

আধার কার্ড নং 4614 1715 7884 আমার নাম ভুল থাকায় গত 31-10-25, J.M. 2nd Court (Newly Created), Dinhata অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Sundarabala Sen এবং Sunbdari Sen এক এবং একই ব্যক্তি। Sundarabala Sen W/o. Bachhu Sen নিশ্চিত হতে এই হলফনামা পেশ করলাম। গ্রাম ঃ দক্ষিণ বড়শাকদল, পোঃ বড়শাকদল, থাকা ঃ সাহেবগঞ্জ, জেলা ঃ কোচবিহার। (C/118173)

•

আমি Kanan Karmakar Mandal আমার ছেলের জন্ম শংসাপত্রে যার Reg No. 6885 Date- 24/06/2010 আমার নাম ও আমার ছেলের নাম ভুল থাকায় গত 30/10/2025 প্রথম শ্রেণি J.M. কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে আমার নাম Kanan Mandal থেকে Kanan Karmakar Mandal ও আমার ছেলের নাম Deb Kumar Mandal থেকে Deb Mandal করা হল। (C/118898)

•

আমি ধনবালা রায় বর্মন, আমার মেয়ে প্রিয়া রায়ের জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম রয়েছে ধনবালা রায়। গত 30/10/2025 ইং তারিখে জলপাইগুড়ি ফার্স্ট ক্লাস এলডি. জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে ধনবালা রায় বর্মন ও ধনবালা রায় একই ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হয়েছি। গ্রামঃ পূর্ব ডাঙ্গাপাড়া, থানাঃ ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি।

আজ টিভিতে

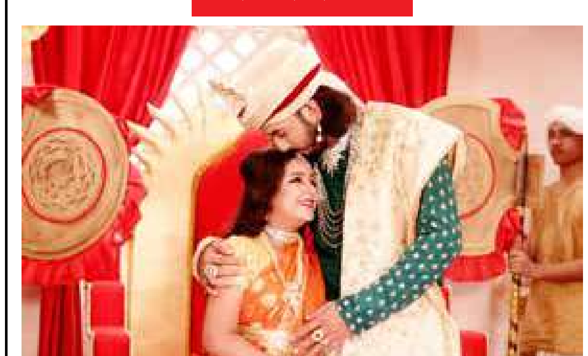

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ নাচ নাগিনী নাচ রে, দুপুর ১.০০ জীবন নিয়ে খেলা, বিকেল ৩.৩০ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে, সন্ধে ৭.০০ ওয়ান্টেড, রাত ১০.৩০ আপন হল পর

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ রাজার মেয়ে পারুল, দুপুর ১২.০০ আক্রোশ, ২.৩০ পবিত্র পাপী, বিকেল ৫.০০ সংঘর্ষ, রাত ১০.৩০ পরিণীতা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বিষবৃক্ষ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রতারক

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ বিষ্ণু নারায়ণ

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.০০ নাচ লাকি নাচ, ২.১৮ হিরো নাম্বার ওয়ান, বিকেল ৪.৫০ বিজনেসম্যান নাম্বার টু, সন্ধে ৭.৩০ কোই মিল গ্যয়া, রাত ১০.৩৭ বিগ ধমাকা

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : বেলা ১১.১৮ খুদা গাওয়াহ, সন্ধে ৬.৫০ হঙ্গামা, রাত ১০.০০ সুহাগ

জি সিনেমা : সকাল ১০.৩৫ এক রিস্তা, দুপুর ২.০৯ রিয়েল টেভর, বিকেল ৪.৩৭ গদর-এক প্রেম কথা, রাত ৮.২৯ জয় হো, ১১.০৩ গঙ্গাজল

স্টার গোল্ড : সকাল ৯.১২ হাউসফুল-থ্রি, দুপুর ১২.০৬ রাউডি রাঠোর, ২.২৬ তকদির, বিকেল ৪.৫০ রা ওয়ান, সন্ধে ৭.৫০ চুপ চুপ কে, রাত ১১.০৫ তকদিরওয়ালা

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.৩০ ফরেন্সিক, দুপুর ২.৩০ সিং সাব দ্য গ্রেট, বিকেল ৪.৫৩ ম্যায় হুঁ যোদ্ধা, সন্ধে ৭.২৮ বিম্বিসার, রাত ১০.১৮ দরার

ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে বিকেল ৩.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

জয় হো রাত ৮.২৯ জি সিনেমা

ওয়াইল্ড ইন্ডিয়া রাত ১০.০০ ন্যাট জিও ওয়াইল্ড

এক হোয়াটসঅ্যাপেই
বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কোনও গোপন পরামর্শে লাভবান হবেন। সন্তানের পরীক্ষার সাফল্যে গর্বিত হবেন। বৃষ : কর্মপ্রার্থীরা সুসংবাদ পাবেন। ব্যবসার কারণে জমা পুঁজি ভাঙতে হতে পারে। মিথুন : বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নতুন কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। কর্কট : কর্মক্ষেত্রে আপনার উত্থানে অনেকে ঈর্ষান্বিত হবে। স্বাভাবিক ব্যবহার বজায় রাখুন। সিংহ : পথেঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। প্রেমের সংকট কাটবে। কন্যা : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে গিয়ে আনন্দলাভ। তুলা : নতুন জমি কেনার জন্যে ঋণ নিতে হতে পারে। বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। বৃশ্চিক : সামান্য কারণে মেজাজ হারিয়ে হওয়া কাজ পণ্ড হবে। বিদ্যার্থীদের শুভ। ধনু : ভ্রমণে বের হয়ে সমস্যা। সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। দাম্পত্যের ঝামেলা কেটে যাবে। মকর : অন্যায্যকারীকে চিহ্নিত করতে পেরে স্বস্তি। বাড়ি সংস্কারে নেমে পড়শির সঙ্গে বিবাদ। কুম্ভ : হারানো দ্রব্য ফেরত পেয়ে খুশি হবেন। ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগে সুফল পাবেন। মীন : পরিবারের সঙ্গে সারাদিন কাটিয়ে আনন্দ। পাওনা আদায়ে জোর করতে গিয়ে বিপত্তি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৬ কার্ত্তিক, ১৪৩২, ভাঃ ১২ কার্ত্তিক, ৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৬ কাতি, সংবৎ ১৩ কার্ত্তিক সুদি, ১১ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৪৭, অঃ ৪।৫৬। সোমবার, ত্রয়োদশী রাত্রি ১১।২৮। উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র দিবা ১২। ৫৯। হর্ষণযোগ রাত্রি ৬।৪৬। কৌলবকরণ দিবা ১২।২৩ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ১১।২৮ গতে গরকরণ। জন্মে- মীনরাশি বিপ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, দিবা ১২।৫৯ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী-দক্ষিণে, রাত্রি ১১।২৮ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ৭।১০ গতে ৮।৩৪ মধ্যে ও ২।১৮ গতে ৩।৩২ মধ্যে। কালরাত্রি-৯।৪৫ গতে ১০।২১ মধ্যে। যাত্রা-শুভ পূর্বে নিষেধ, রাত্রি ৬।৪৬ গতে যাত্রা নাই, রাত্রি ১০।২২ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ পূর্বে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ১১।২৮ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম-(অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢ়ান্ন) নামকরণ নিষ্ক্রমণ মুখ্যান্নপ্রাশন নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান ধান্যনিষ্ক্রমণ কারখানারম্ভ, দিবা ১২।৫৯ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য, দিবা ১২।৫৯ গতে সাধভক্ষণ ক্রয়বাণিজ্য বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। (অতিরিক্ত বিবাহ- সন্ধ্যা ৪।৫৬ গতে রাত্রি ৫।৪১ মধ্যে মেষলগ্নে পুনঃ রাত্রি ১০।২২ গতে ১১।২৮ মধ্যে কর্কটলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ)। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ১১।২৮ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। পূর্বাহ্ন ৯।৩০ মধ্যে নিম্বার্কমতে উত্থানৈকাদশীর পারণ। বেতারখ্যাত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের তিরোধান দিবস (৩ নভেম্বর)। ব্রজবিদেহী মোহান্ত শ্রীশ্রী (১০৮) সন্তদাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব তিথি। অমৃতযোগ-দিবা ৭।২৯ মধ্যে ও ৮।৫৪ গতে ১১।৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৩ গতে ১০।৫৮ মধ্যে ও ২।৩০ গতে ৩।২৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নাম যাতে বাদ না যায়, বিএলএ-দের দেখতে বলল দল

নথির ব্যবস্থা করবে তৃণমূল

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২ নভেম্বর : ভোটারদের প্রয়োজনীয় নথিপত্রের ব্যবস্থা করা হবে, কিন্তু কোনও ভোটারের নাম যাতে তালিকা থেকে বাদ না যায়, তা নিশ্চিত করতে হবে। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) নিয়ে রবিবার শিলিগুড়িতে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রশিক্ষণ শিবিরে এমনই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোনও মানুষই যাতে আধার কার্ডের নম্বর এসআইআর ফর্মে না লেখেন, তাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে বৈঠকে উপস্থিত দলের বুথ লেভেল এজেন্টদের (বিএলএ)। দলের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থার তত্ত্বাবধানে চলছে প্রশিক্ষণ। তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা কোর কমিটির সদস্য তথা জেলায় দলীয় স্তরে এসআইআরের দায়িত্বপ্রাপ্ত (বিএলএ-১) নেত্রী পাপিয়া ঘোষ বলেছেন, 'আইপ্যাকের পক্ষ থেকে বিএলএ-২'দের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। কীভাবে তাঁদের কাজ করতে হবে, কী কী নির্দেশ মেনে চলতে হবে, সমস্তটাই বলা হয়েছে।' শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ বলেছেন, 'আইপ্যাক বা তৃণমূলের কথা শুনে কেউ যেন ম্যানুফ্যাকচার করা নথিপত্র জমা না দেন। তাতে ভবিষ্যতে তদন্ত হলে তিনিও বিপদে পড়বেন।'

এসআইআর নিয়ে তৃণমূলে ব্যস্ততা তুঙ্গে। সমস্ত প্রক্রিয়াই অ্যাপের মাধ্যমে করা হবে। পুরো প্রক্রিয়াটাই আইপ্যাকের তথ্যপ্রযুক্তি (আইটি) বিভাগ রাজ্য থেকে জেলা এবং ব্লক থেকে বুথ স্তর পর্যন্ত নজরদারি করছে। সেজন্য রাজ্যজুড়ে বিএলএ-দের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে আইপ্যাক। রবিবার শিলিগুড়ি বিধানসভা এলাকার ২৪৫ জন বিএলএ-কে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সেখানে বিধানসভা এলাকার কাউন্সিলার, বিভিন্ন ওয়ার্ড সভাপতি সহ সমস্ত স্তরের নেতা-নেত্রী উপস্থিত ছিলেন। দলীয় সূত্রের খবর, বিএলএ-কে 'দিদির দূত' অ্যাপের মাধ্যমে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বুথ লেভেল অফিসারদের ছায়াসঙ্গী হয়ে থেকে বিএলএ-রাও পরিবারের সমস্ত তথ্য নিয়ে দলের অ্যাপে আপলোড করবেন। সেই পরিবারের কতজন সদস্য, তাঁদের বয়স, কার কী নথিপত্র রয়েছে, আদৌ রয়েছে কি না, সমস্ত তথ্য বিএলএ-কে অ্যাপে আপলোড করতে হবে। ওই তথ্য জেলার ওয়ার রুম, রাজ্য স্তরের কন্ট্রোল রুম দেখতে পারবে। পাশাপশি ওয়াররুমে দলের যে ১৫ জন করে প্রতিনিধি থাকবেন, তাঁদের ১২ জনই বিএলএ-দের সঙ্গে সর্বক্ষণ যোগাযোগ রাখবেন। তাঁদের কাছ থেকে মৌখিক নেওয়া তথ্য ওয়ার রুমের বাকি তিনজন অনলাইনে এন্ট্রি করবেন। ফলে অ্যাপের পাশাপাশি ওয়ার রুম থেকেও সমান্তরালভাবে তথ্যগুলি সংগ্রহ করা হবে।

এদিনের বৈঠকে বলা হয়েছে, কোনও ভোটারের নথিপত্র না থাকলে তার ব্যবস্থা করা হবে। তবে, একজন ভোটারের নামও যাতে তালিকা থেকে বাদ না যায়, তা বিএলএ-দের নিশ্চিত করতে হবে। এদিন দলের বৈঠক শেষে একাধিক বিএলএ বলেছেন, এসআইআরে গণনার ফর্মে আধার নম্বর লেখার জন্য নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। তবে, এই ঘরে যাতে কেউ নিজের আধার নম্বর না লেখেন সেটা মানুষকে বোঝাতে হবে। কেননা, আধার নম্বরের সঙ্গে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সহ অন্যান্য নথিপত্রের লিংক রয়েছে। আধার নম্বর দিলে পরবর্তীতে মানুষের অনেক সমস্যা হতে পারে।

> আইপ্যাকের পক্ষ থেকে বিএলএ-২'দের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। কীভাবে তাঁদের কাজ করতে হবে, কী কী নির্দেশ মেনে চলতে হবে, সমস্তটাই বলা হয়েছে।
>
> **পাপিয়া ঘোষ**
> তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা কোর কমিটির সদস্য

নির্দেশ

- তালিকা থেকে কারও নাম বাদ যেন না যায়, তা নিশ্চিত করতে হবে বিএলএ-দের
- এসআইআরের আবেদনপত্রে কেউ যাতে আধার নম্বর না লেখেন, নজর রাখার নির্দেশ
- বিএলও-দের সঙ্গে থেকে যাবতীয় তথ্য দলীয় অ্যাপে নথিভুক্ত করতে হবে, নজর রাখবে দল

এটিএম কার্ড জালিয়াতি

বাগডোগরা, ২ নভেম্বর : সাতসকালে এটিএমে টাকা তুলতে গিয়ে জালিয়াতির শিকার হন এক ব্যক্তি। তিনি খোয়ালেন ৫২ হাজার ৫০০ টাকা। রবিবার বিষয়টি নিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বাগডোগরার বাসিন্দা ধন বাহাদুর ভট্টরাই স্টেশন মোড়ে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে টাকা তুলতে গিয়েছিলেন। সেখানের এটিএম মেশিনে তাঁর কার্ড আটকে যায়। দেওয়ালে সাঁটানো হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করে তিনি সাহায্য চাইলে, ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাঁকে ব্যাংডুবির একটি এটিএমে যেতে বলে কারণ ওই এটিএমে গার্ড ছিলেন না। নির্দেশমতো দ্বিতীয় এটিএমে পৌঁছে তিনি দেখেন, সেখানেও গার্ড নেই। এরপর তাঁর ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ফোন করে আবার স্টেশন মোড়ের এটিএমে ফিরতে বলে। সঙ্গে জানায়, কার্ডটি মেশিন থেকে বের করে এটিএম কাউন্টারে রাখা রয়েছে।

স্টেশন মোড়ের এটিএমে ফিরে তিনি দেখেন, তাঁর কার্ডটি রাখা রয়েছে। কিন্তু ব্যালেন্স দেখতে গিয়ে বাহাদুরের মাথায় বাজ ভেঙে পড়ে। তিনি দেখেন, ৫২ হাজার ৫০০ টাকা তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে। প্রথমে এয়ারপোর্ট মোড়ের এটিএম থেকে ৫০০ টাকা ও পরে তিনবার পরপর এনজেপির একটি এটিএম থেকে ১০ হাজার টাকা করে মোট ৩০ হাজার তোলা হয়। শুধু তাই নয়, ২২ হাজার টাকা বৈশালী দেবী নামে এক মহিলার অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করা হয়।

বাহাদুর বলেন, 'আমি ও আমার বৌদি এটিএমে টাকা তুলতে গিয়েছিলাম। তখন কার্ড আটকে যায়। ভেতরে দুজন লোক ছিল। জানি না কারা। আমি ভেবেছিলাম ওরা টাকা তুলতে এসেছে। গার্ড ছিল না। আমি কার্ড আটকে যাওয়ায় এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করতে গিয়ে এসে দেখি কার্ড রয়েছে। কিন্তু টাকা তুলে নেওয়াহয়েছে।'

দেওয়ালে ধাক্কা গাড়ির

শিলিগুড়ি, ২ নভেম্বর : পুরোনো গাড়ি কিনে কালীবাড়িতে পুজো দেওয়ার পর ঘটল বিপত্তি। মন্দির থেকে বের হওয়ার সময় চালকের ভুলে গাড়িটি ধাক্কা মারল সংলগ্ন একটি দোকানের দেওয়ালে। ব্রেকের পরিবর্তে চালক অ্যাক্সেলারেটরে চাপ দিয়েছিলেন বলে মনে করা হচ্ছে। তার জেরেই ঘটে দুর্ঘটনাটি। ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও হুলুস্থুল পড়ে যায় পানিট্যাঙ্কি মোড় সংলগ্ন এলাকায়। যথারীতি গাড়ি ফেলে চম্পট দেন চালক। পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দেয়। প্রত্যক্ষদর্শী দধি বর্মন বলেন, 'স্টার্ট দেওয়ার সময়ই এক ধরনের আওয়াজ হচ্ছিল গাড়িটি থেকে। হঠাৎই দ্রুতগতিতে গাড়িটি বেরিয়ে পড়ে এবং সোজা গিয়ে ধাক্কা মারে সংলগ্ন দোকানের দেওয়ালে।'

অপহরণে ধৃত তরুণ

চোপড়া, ২ নভেম্বর : এক কিশোরীকে অপহরণের অভিযোগ উঠেছিল এলাকারই এক তরুণের বিরুদ্ধে। অবশেষে আটদিন পর রবিবার কিশোরীকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে নিয়ে গিয়ে পুলিশের জালে অভিযুক্ত তরুণ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে চোপড়া থানার পুলিশ। ধৃতকে সোমবার ইসলামপুর আদালতে তোলা হবে।

পুলিশ সূত্রের দাবি, ওই কিশোরী এদিন আত্মহত্যার চেষ্টা করে। তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে অপহরণের অভিযোগে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতের বাড়ি চোপড়ার দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। জানা গিয়েছে, ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা ওই কিশোরী ২৭ অক্টোবর থেকে নিখোঁজ ছিল।

নিখোঁজের পরদিনই স্থানীয় দাসপাড়া পুলিশ ফাঁড়িতে নিখোঁজ ডায়েরি করতে গেলে পুলিশ তথ্যের অভাব রয়েছে বলে রিসিপ্ট কপি দেয়নি। অবশেষে রবিবার ফের চোপড়া থানায় লিখিত অভিযোগ জানায় কিশোরীর পরিবার। এর পরই হাসপাতাল থেকে অভিযুক্তকে পাকড়াও করে পুলিশ।

কিশোরীকে অভিযুক্ত ওই তরুণ চোপড়া থানা এলাকাতেই তার কোনও এক আত্মীয়ের বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছিল বলে সন্দেহ করছে পুলিশ ও কিশোরীর পরিবার। মেয়েটির দাদা বলেন, 'শনিবার বিকেলে বোন কোনওভাবে মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করে। তবে তাকে কোথায় রাখা হয়েছে, তা স্পষ্ট বলতে পারেনি। এরই মধ্যে সম্ভবত বোনকে প্রাণে মারার চেষ্টা করেছে ছেলেটি। পরে হাসপাতালে ভর্তি করাতে নিয়ে যায়।'

একদিকে যখন ওই কিশোরীর পরিবারের তরফে অপহরণের অভিযোগ তোলা হচ্ছে। তখন অভিযুক্ত ওই তরুণের আত্মীয়দের বক্তব্য, সম্ভবত সোশ্যাল মিডিয়ায় দুজনের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীতে মেয়েটি যখন জানতে পারে সে বিবাহিত এবং তার তিন সন্তান রয়েছে, তখন আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে বলে মনে করছেন তাঁরা।

শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। অল সোলস ডে-তে দমনপুরে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

বিতর্কে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের নেতা

পুলিশকে জুতো মারার নিদান

আলিপুরদুয়ার, ২ নভেম্বর : পুলিশকে 'শিক্ষা' দিতে জুতো মারার নিদান দিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি করলেন হিন্দু জাগরণ মঞ্চের উত্তরবঙ্গ সম্পাদক সঞ্জয়কুমার মণ্ডল। রবিবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বীরপাড়া এলাকায় সিএএ আবেদন সহায়তাকেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসে বাংলাদেশ থেকে আসা শরণার্থীদের উপর পুলিশের অত্যাচারের অভিযোগ তুলে মন্তব্যটি করেন ওই নেতা।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে সঞ্জয় বলেন, 'খবর পেলাম, বাংলাদেশ থেকে আসা শরণার্থীদের উপর পুলিশ অত্যাচার করছে। তাঁদের বিভিন্নভাবে হেনস্তা করা হচ্ছে। এইরকম পুলিশকে জুতো মারুন। আমরা সরকারের এই মনোভাবের নিন্দা জানাই।'

অনুষ্ঠানের পর সঞ্জয়ের কাছে এমন মন্তব্যের ব্যাখ্যা চাওয়া হলে তাঁর উত্তর, 'বিভিন্ন জায়গায় অনুপ্রবেশকারীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের ঠিকানা দিলেও পুলিশ কিছু করছে না। উলটে শরণার্থীদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। এটা আমাকে দুঃখ দিয়েছে। তাই আবেগে ওই কথা বলেছি।'

এদিকে বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্য তৃণমূলের সম্পাদক সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, 'বিজেপির সাংসদ বিডিওকে মারতে যাচ্ছেন। এই নেতা আবার পুলিশকে জুতো মারার কথা বলছেন। এগুলো আমাদের সংস্কৃতি না। সাধারণ মানুষ এগুলো ভালোভাবে নেয় না। মানুষের সহ্যের বাঁধ ভেঙে গেলে মুশকিল হবে এই নেতাদের।'

বীরপাড়ায় এদিন এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফে সিএএ আবেদন সহায়তাকেন্দ্রের উদ্বোধন হয়। সেখানে বিভিন্ন সংগঠনের নেতা উপস্থিত ছিলেন। শুধু বীরপাড়ায় নয়, এদিন কামাখ্যাগুড়ি, ঘরঘরিয়া ও সাহেবপোঁতাতেও ওইরকম সহযোগিতাকেন্দ্রের উদ্বোধন হয়েছে। প্রতিদিনই কেন্দ্রগুলি খোলা থাকবে।

বিজেপি আগেই জানিয়েছিল শরণার্থীদের সিএএতে আবেদন করার জন্য তারা বিশেষ ক্যাম্প করবে। তবে বিজেপির ব্যানারে কোনও ক্যাম্প শুরু না হলেও বিভিন্ন জায়গায় সচেতনতা শিবির করা হচ্ছে পদ্ম শিবিরের তরফে। আর বিভিন্ন সংগঠন সহযোগিতাকেন্দ্র খুলছে। রবিবারও বীরপাড়ায় সিএএ সহায়তাকেন্দ্রের অনুষ্ঠানের জেলা বিজেপির বেশ কয়েকজন নেতাকে দেখা যায়। বিজেপির নেতারা বলছেন, এসআইআর নিয়ে যাঁরা উদ্বেগে রয়েছেন, তাঁরা সিএএতে আবেদন করে নিশ্চিন্তে থাকতে পারবেন।

শিশুকন্যাকে পাচারের ছকে সাবিকে খুন

শিলিগুড়ি, ২ নভেম্বর : এনজেপি স্টেশন সংলগ্ন হোটেলে মহিলা খুনে নয়া মোড়। ওই মহিলার তিন বছরের শিশুকন্যাই ছিল অভিযুক্তের মূল লক্ষ্য। শিশুটিকে ভিনরাজ্যের যৌনপল্লিতে বিক্রি করার লক্ষ্যেই শিশুটির মাকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে। তদন্তে এমনই কিছু তথ্য পেয়েছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। মহিলাদের প্রেমের ফাঁদে ফেলার অতীত রেকর্ড পেয়েই অভিযুক্তের অভিসন্ধি সম্পর্কে কিছুটা নিশ্চিত পুলিশ। যদিও এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার বা শিশুটিকে উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। পুলিশি সূত্রে খবর, সম্ভাব্য প্রত্যেকটি জায়গায় নজর রাখা হয়েছে। মোবাইল ফোন ট্র্যাক করা হচ্ছে। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং বলছেন, 'তদন্ত অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে। শীঘ্রই অভিযুক্তকে ধরা সম্ভব হবে।' ২৪ অক্টোবর এনজেপি স্টেশন সংলগ্ন রামনগরের একটি হোটেলের ঘর থেকে অর্ধনগ্ন অবস্থায় এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। হোটেলের রেজিস্টারে ওই মহিলার নাম ছিল পূজা দাস। কিন্তু তদন্তে পুলিশ ডিজিটাল এভিডেন্সের মাধ্যমে জানতে পারে, মৃতদেহটি মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের গৃহবধূ সাবি কুমারীর (২৮)।

সাবির স্বামী বিশ্বনাথ সিং পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে রাজস্থানে কর্মরত। এই সুযোগটাকেই কাজে লাগিয়েছে অভিযুক্ত। হরিশ্চন্দ্রপুরের মহরাপাড়া গ্রামের বধূ সাবিকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে দীর্ঘদিন ধরে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক চালায় কাটিহারের বাসিন্দা ওই তরুণ। তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, তিন বছরের মেয়েটিকে যৌনপল্লিতে বিক্রি করার জন্যই সাবিকে খুন করার পরিকল্পনা করেছিল ওই তরুণ। যে কারণে মা ও মেয়েকে এনজেপি সংলগ্ন রামনগর কলোনির একটি হোটেলে নিয়ে আসে। পরিকল্পনা অনুযায়ী সাবিকে শ্বাসরোধ করে খুন করার পর হোটেলের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে মেয়েটিকে নিয়ে পালিয়ে যায়।

পালিয়ে যাওয়ার সময় সে সাবির মোবাইলও নিয়ে যায়। পুলিশি সূত্রে খবর, অভিযুক্তের কাটিহারের বাড়িতে কয়েক দফায় হানা দেওয়া হয়েছে। অভিযুক্তকে ধরতে না পারলেও, স্থানীয় বিভিন্ন সূত্র মারফত তার সম্পর্কে যাবতীয় খবর সংগ্রহ করেছে। পুলিশ জানতে পেরেছে প্রাথমিকভাবে খুনের উদ্দেশ্য। অভিযুক্ত দিল্লিতে শ্রমিকের কাজ করলেও, আসলে সে ভিনরাজ্যের যৌনপল্লির একটি চক্রের সঙ্গে যুক্ত। এর আগেও একাধিক মহিলাকে প্রেমের ফাঁদে ফেলেছিল। ওইভাবেই সাবিকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। অভিযুক্তের পরিবারে স্ত্রী, সন্তানের পাশাপাশি বাবা ও মা রয়েছে। তাঁদের সঙ্গেও কথা বলেছেন তদন্তকারীরা। ইতিমধ্যে সাবির পরিবারের লোকজন তাঁর মৃতদেহ শনাক্ত করার পাশাপাশি দেহটি নিয়ে গিয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুরে। কবে ধরা পড়ে অভিযুক্ত এবং উদ্ধার হয় তিন বছরের শিশুটি, তার জন্য অপেক্ষা করছে পরিবারটি।

যৌনপল্লি-যোগ

- সাবি খুনে অভিযুক্তের বাড়িতে হানা দিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়েছে পুলিশ
- অতীতেও একাধিক মহিলাকে প্রেমের ফাঁদে ফেলেছিল কাটিহারের ওই তরুণ
- দিল্লিতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করলেও যৌনপল্লির একটি চক্রের সঙ্গে যুক্ত অভিযুক্ত

প্রয়াত জ্যোতির্ময়

ইসলামপুর, ২ নভেম্বর : প্রয়াত হলেন ইসলামপুর শহরের বিজেপি নেতা জ্যোতির্ময় শেঠ। রবিবার ভোররাতে তিনি শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। তিনি দীর্ঘদিন ধরে লিভারের সমস্যায় ভুগছিলেন। শহরের বিজেপি কার্যালয়ে তাঁকে শেষশ্রদ্ধা জানান দলের নেতা ও কর্মীরা। উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জের সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পাল।

AN APPEAL
FOR A MINIMUM SUSTAINABLE PRICE FOR TEA

TO
HON'BLE PRIME MINISTER
SHRI NARENDRA MODI JI

Sir,

Your vision is to ensure that farmers across India receive a minimum 50% profit over the cost of production. We appeal for this principle to be implemented for tea as it has been for other agricultural products. **We humbly urge you to extend this inspired and forward-thinking vision to the South and the North East India.**

The need of the hour for our industry is the notification of a Minimum Sustainable Price based on a transparent Cost of Production (COP). The minimum green leaf price has to be 35-40 Rs per Kg for small growers. **Moreover, this Minimum Sustainable Price is zero cost to the Government of India.**

Why Minimum Sustainable Price?

In the past decade, the cost of producing tea has risen by ~95-100%, while prices have increased by only ~45%. In this situation, producers are unable to even meet their costs. Our neighbouring country has already introduced and revised a minimum fair price to support its tea sector, setting a precedent India must consider.

The **Hon'ble Chief Minister of Assam** has repeatedly sought a solution. On 30th November, 2024, at a meeting in Guwahati, in the presence of the Hon'ble Commerce Minister, he made the case in no uncertain terms:

"इंडस्ट्री लास्ट बीस सालों से इतना खराब दौर से जा रही है कि प्राइस हमेशा स्टैटिक रहता है... प्राइस का इन्क्रीज़ नहीं है, लेकिन कॉस्ट बढ़ते जाते हैं। प्रोविडेंट फंड का कॉस्ट... हर साल कुछ न कुछ सैलरी बढ़ाना होता है... उनका कॉस्ट, बोनस का कॉस्ट... ये काफी प्रॉब्लम होते है।

टी इंडस्ट्री हमारा लाइफलाइन है। 40 लाख लोग सीधे इसका ऊपर निर्भरशील है और Assam का ये मान सकता है कि 20% population is directly linked with the Tea Industry. ये इंडस्ट्री अच्छा होने से Assam हँसता रहता है और ये इंडस्ट्री खराब होते हैं तो Assam ही क्राइसिस में चला जाता है।"

For these 40 lakh people, and for the economic future of not only the North-East but India as a whole, we earnestly appeal to the Government to implement a Minimum Sustainable Price for tea, on humanitarian grounds, which is **zero cost to the Government of India.** Also, it is high time that tea should be shifted from the Ministry of Commerce to the Ministry of Agriculture. This is not only an economic necessity- it is a moral imperative to safeguard livelihoods and secure the future of one of India's most iconic industries.

70% subsidised mini factories for small growers could also be considered by the Tea Board.

Bijoy Gopal Chakraborty, President, Confederation of Indian Small Tea Growers' Associations | **Hemant Bangur**, Chairman, India Tea Association | **Sandeep Singhania**, President, Tea Association of India | **C.K. Dhanuka**, Author of "Minimum Sustainable Price for Tea" | **Rajen Bora**, President, All Assam Small Tea Growers Association

Samudra Prasad Baruva, Chairman, Assam Tea Planters' Association | **Rabi Ram Boro**, President, All Boroland Small Tea Growers Association | **Rajat K Ray Karjee**, Chairman, West Bengal United Forum of Small Tea Growers' Association | **Sreejith AK**, Chairman, Wayanad Green Tea Producer Co. Ltd. | **Thumboor I. Bhojan**, President, Malai Mavatta Siru Vivasaigal Nala Sangam

স্বাস্থ্যকেন্দ্র না ডাম্পিং গ্রাউন্ড

চাকুলিয়া, ২ নভেম্বর : স্বাস্থ্যকেন্দ্র নাকি ডাম্পিং গ্রাউন্ড, দেখে বোঝার উপায় নেই। রাতের অন্ধকারে চাকুলিয়া গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রই হয়ে ওঠে স্থানীয় হোটেল, চায়ের দোকানের ডাস্টবিন। সারাদিনের বর্জ্য তাঁরা স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরে ফেলে যান বলে অভিযোগ। যার ফলে দিনের পর দিন ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠছে। স্বভাবতই এতে অস্বস্তিতে পড়ছেন হাসপাতালে আসা রোগী ও তাঁদের পরিজনেরা।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, আগে একাধিকবার চাকুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসনের তরফে ওই ব্যবসায়ীদের আবর্জনা ফেলতে বারণ করা হলেও, তাঁরা সেকথা কানে তোলেননি। আবার ব্যবসায়ীদের একাংশের দাবি, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের আওতায়, পঞ্চায়েতের তরফে আবর্জনা সংগ্রহ করার কথা ছিল। যেহেতু পঞ্চায়েত সেই কাজ করেনি, তাই তাঁরা নাকি বাধ্য হয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরেই আবর্জনা ফেলছেন। যদিও উভয়পক্ষের ভূমিকা নিয়েই ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা।

স্থানীয় বাসিন্দা মণিরুল ইসলাম জানান, হোটেল ব্যবসায়ীদের ফেলা আবর্জনার পাশাপাশি তাঁদের তিন-চারদিনের বাসি নোংরা জলই দুর্গন্ধের মূল কারণ। আরেক বাসিন্দা নরেশচন্দ্র সিংহের অভিযোগ, পঞ্চায়েত সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প শুরু করেছিল। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা কাজ করার কথা ছিল। কিন্তু তারপর আর সেই কাজ হতে দেখেননি তাঁরা।

চাকুলিয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আবর্জনার স্তূপ। -সংবাদচিত্র

এদিন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসে স্থানীয় বাসিন্দা সুনিতা মুর্মু বলেন, 'স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এই চেহারা হলে তো রোগীরা সুস্থ হওয়ার বদলে আরও রোগগ্রস্ত হবেন।' এনিয়ে চাকুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিবি তাজকেরা খাতুনের বক্তব্য, 'স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে একাধিক ডস্টবিন দেওয়া আছে। আবর্জনা সেখানে ফেললেই অর্ধেক সমস্যা মিটে যায়। আবর্জনা সংগ্রহের জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত সমস্যায় তাঁরা কেউ কাজে যোগ দেননি।'

চাকুলিয়ার বিএমওএইচ আব্দুর রশিদ জানান, দ্রুত বিডিওকে জানিয়ে আবর্জনা সাফাইয়েরও ব্যবস্থা করা হবে।

নাবালিকাকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ

বাগডোগরা, ২ নভেম্বর : মাটিগাড়া থানা এলাকার এক দশ বছরের নাবালিকাকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ উঠল এক মুদির দোকানদারের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে রবিবার রাতে মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত পলাতক। পুলিশ তার খোঁজ চালাচ্ছে। নাবালিকার পরিবার সূত্রে খবর, শুক্রবার বিকেলের দিকে নাবালিকাটি পাশের মুদি দোকানে মুড়ি কিনতে যায়। অভিযোগ, দোকানদার সেসময় নাবালিকাকে কিছু উপহারের লোভ দেখিয়ে দোকানের ভিতরে নিয়ে যৌন নির্যাতন করে। অভিযুক্ত নাবালিকাকে ভয় দেখিয়ে বলে, সে যেন বাড়িতে কাউকে কিছু না জানায়। আতঙ্কের জেরে ওই নাবালিকা বাড়িতে প্রথমে ঘটনাটি চেপে যায়। তবে রবিবার সে তার মাকে পুরো ঘটনা খুলে বললে তার পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা রবিবার রাতে অভিযুক্তর বিরুদ্ধে মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। মাটিগাড়া থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানান, অভিযুক্তকে ধরার চেষ্টা চলছে।

কমিশনে চিঠি

শিলিগুড়ি, ২ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পাশাপাশি শিলিগুড়ির আশপাশের বিভিন্ন হোমে অনেক ভবঘুরে রয়েছেন। সঠিক নাম, ঠিকানা জানা না থাকায় তাঁদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয় না। ওই ভবঘুরেদের নাম, ঠিকানা খুঁজে পেতে এবার নির্বাচন কমিশনের সহযোগিতা চেয়ে চিঠি দিল দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল এইড ফোরাম। শনিবার দার্জিলিংয়ের জেলা শাসকের মাধ্যমে সেই চিঠি দেওয়া হয়েছে।

ফোরামের সভাপতি অমিত সরকার বলেন, 'মেডিকেল ও বিভিন্ন হোম মিলিয়ে ৪০ জন ভবঘুরে রয়েছেন। যাঁদের অনেককে পরিবারের সদস্যরা ফেলে চলে গিয়েছেন। নির্বাচন কমিশন প্রত্যেক ভোটারের তথ্যের ভিত্তিতে কাজ করছে। পরিচয় জানার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের তথ্যকে কাজে লাগানো গেলে অনেক ভবঘুরেকে বাড়ি ফেরানো সম্ভব হবে।'

ঝুলন্ত দেহ

চোপড়া, ২ নভেম্বর : চোপড়া থানার সুফলগছ এলাকায় রবিবার এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। মৃতের নাম বলরাম সিংহ (১৮)। জানা গিয়েছে, এদিন সন্ধ্যায় পরিবারের লোকজন তাঁকে শোওয়ার ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে তরুণকে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আনা হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মাছের খোঁজে। কোচবিহারে তোর্ষা নদীতে ভাস্কর সেহানবিশের ক্যামেরায়। রবিবার।

অনুপ্রবেশকারীর কাছে জাল আধার কার্ড

পানিট্যাঙ্কিতে ধৃত বাংলাদেশি

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ২ নভেম্বর : ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে গ্রেপ্তার বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। ধৃতের নাম হেমালচন্দ্র রায় (২৬)। তিনি ওপার বাংলার দিনাজপুর জেলার নাধাবুড়ি এলাকার বাসিন্দা। তাঁর থেকে বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয়পত্র, জাল আধার কার্ড উদ্ধার করা হয়েছে। রবিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাত ১১টা নাগাদ ওই তরুণ পানিট্যাঙ্কি ট্রাফিক মোড় সংলগ্ন এলাকায় উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করছিলেন। সেটা চোখে পড়ে সীমান্তে প্রহরারত এসএসবির ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানদের।

এসএসবির স্পেশাল পেট্রলিং টিম তাঁকে আটক করে পানিট্যাঙ্কি বিওপিতে নিয়ে যায়। তল্লাশি চালিয়ে তরুণের কাছ থেকে বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয়পত্র ও জাল আধার কার্ড উদ্ধার করেন এসএসবি জওয়ানরা।

এসএসবি সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই তরুণ আড়াই মাস আগে ভারতীয় এক দালালের মাধ্যমে চোরাপথে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করেন। বহালতবিয়তে তিনি শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা এলাকায় ওয়েল্ডিংয়ের কাজ করছিলেন। দালালকে মোটা টাকা দিয়ে তিনি বানিয়ে ফেলেছিলেন জাল আধার কার্ড। পরিচয় গোপন করতে অভিযুক্ত তরুণ এই আড়াই মাসে একাধিকবার বাসস্থান বদল করেছেন। শনিবার রাতভর জিজ্ঞাসাবাদের পর রবিবার সকাল ৭টা নাগাদ তরুণকে খড়িবাড়ি থানার হাতে তুলে দেয় এসএসবি। পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস জানান, এদিন ধৃতকে আদালতে তোলা হলে বিচারক তদন্তের স্বার্থে তাঁকে পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। ধৃতকে জেরা করা হচ্ছে।

সম্প্রতি ১৪ জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে পানিট্যাঙ্কি থেকে আটক করে এসএসবি। পরে তাঁদের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। অধিকাংশের কাছেই জাল আধার কার্ড মিলেছে। হেমালচন্দ্রের থেকেও উদ্ধার হয়েছে জাল নথি।

সীমান্ত এলাকায় যে জাল নথি তৈরির চক্র সক্রিয়, তা এই ঘটনায় ফের প্রকাশ্যে চলে এসেছে। অভিযোগ, মোটা টাকার বিনিময়ে জাল জন্ম শংসাপত্র থেকে শুরু করে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড সবই বানিয়ে দিচ্ছে চক্রটি। এর জাল যে বহুদূর বিস্তৃত, তা গোয়েন্দারাও স্বীকার করছেন। ধৃত কোথা থেকে কীভাবে জাল আধার কার্ড তৈরি করেছেন, তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। চক্রের মাথাদের খোঁজও চলছে।

খড়িবাড়ি থানায় ধৃত বাংলাদেশি।

যা ঘটেছে

- ওই তরুণ আড়াই মাস আগে ভারতীয় এক দালালের মাধ্যমে চোরাপথে ভারতে প্রবেশ করেন
- বহালতবিয়তে তিনি শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা এলাকায় ওয়েল্ডিংয়ের কাজ করছিলেন
- দালালকে মোটা টাকা দিয়ে বানিয়ে ফেলেছিলেন জাল আধার কার্ড
- শনিবার রাত ১১টা নাগাদ অভিযুক্ত পানিট্যাঙ্কি ট্রাফিক মোড় সংলগ্ন এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিলেন

দখল করা জমিতে পার্টি অফিস

বক্সিরহাট, ২ নভেম্বর : যে জমিতে বাজার আর পঞ্চায়েত ভবন হওয়ার কথা ছিল, সেখানে বিজেপির পার্টি অফিস বানাবার তোড়জোড়। আবার সেই তোড়জোড়ে বাধা দিল পুলিশ। অভিযোগ, সরকারি জমি দখল করে পার্টি অফিস বানাচ্ছে বিজেপি। গোটা ব্যাপারটাকে কেন্দ্র করে রবিবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের শালবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তল্লিগুড়ি এলাকা। বিজেপির নেতারা অবশ্য বলছেন, সরকারি জমি দখল তাঁরা করেননি। একটি পরিত্যক্ত জমিতে পার্টি অফিস বানাতে চেয়েছেন। এদিনের ঘটনার পিছনে তৃণমূলের ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে অভিযোগ তাঁদের।

কয়েক দশক আগে স্থানীয় বাসিন্দা বাণীকান্ত রায় ৯ বিঘা জমি গ্রাম পঞ্চায়েতকে দান করেছিলেন বাজার ও সরকারি পঞ্চায়েত ভবন নির্মাণের উদ্দেশ্যে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে পদ্ম শিবির শালবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের দখল নেয়। তারপর এই পার্টি অফিস বানাবার প্রয়াস। সরকারি জমিতে কীভাবে রাজনৈতিক দল কার্যালয় তৈরি করতে পারে, সেই প্রশ্ন তুলে জমিদাতার পরিবার ও তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আগেই প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছিল। সেসব তোয়াক্কা না করে রবিবার সকালে বিজেপি দলবল নিয়ে সেখানে কার্যালয় তৈরির কাজ শুরু করে। খবর পেয়ে বক্সিরহাট থানার পুলিশ নির্মাণে বাধা দিলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পুলিশের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন বিজেপি নেতা ও কর্মীরা। জমিদাতা বাণীকান্ত রায়ের ছেলে যোগেশচন্দ্র রায়ের কথায়, 'আমার বাবা সরকারি কাজে জমি দান করেছিল। রাজনৈতিক দলীয় কার্যালয় গড়ার জন্য নয়। তাই বিডিও অফিস ও থানায় লিখিতভাবে অভিযোগ জানিয়েছি।' বিজেপি নেতা প্রভাত বর্মনের দাবি, 'সরকারি জমি দখলের প্রশ্নই ওঠে না। একটি পরিত্যক্ত, নোংরা জায়গা পরিষ্কার করে দলীয় কার্যালয় নির্মাণ করছি।'

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ২ নভেম্বর : ফুলবাড়ির ক্যানাল রোডে ট্রাকের ধাক্কায় এক মহিলার মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল রবিবার। এদিন রাত ১০টা নাগাদ ওই মহিলা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় পেছন থেকে একটি ট্রাক তাঁকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় মহিলার। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে এনজেপি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়।

তবে মহিলার পরিচয় জানা যায়নি। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, মহিলার পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। ট্রাকচালক পলাতক। তার খোঁজে তল্লাশি চলছে।

খরচ ১০০ কোটি, নির্মাণ প্রশ্নের মুখে

ডিসেম্বরে ক্যানসার ব্লক চালু অনিশ্চিত

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ক্যানসার ব্লকের নির্মাণ প্রশ্নের মুখে। অভিযোগ, যে গতিতে কাজ হওয়ার কথা ছিল, তা হচ্ছে না। ফলে ডিসেম্বর মাস থেকে রোগী পরিষেবা চালু হওয়া কার্যত অসম্ভব। অথচ রাজ্যের মুখ্যসচিব ও স্বাস্থ্যসচিব মেডিকেল পরিদর্শনে এসে ডিসেম্বরের মধ্যে কাজ শেষের নির্দেশ দিয়েছিলেন। রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠকেও একাধিকবার ডিসেম্বর থেকে ক্যানসার ব্লকে বহির্বিভাগের পরিষেবা চালু হবে বলে জানানো হয়েছিল।

বাস্তবে যে সেটা সম্ভব নয়, তা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিকের কথায়, 'ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে ক্যানসার ব্লকে বহির্বিভাগ চালু হওয়ার কথা। কিন্তু সেটা আদৌ সম্ভব হবে কি না জানি না। পূর্ত দপ্তরই ভালো বলতে পারবে।' সমস্যা কোথায়? ডেপুটি সুপার সুদীপ্ত মণ্ডলের দাবি, 'রং করা, ঘরের দরজা-জানলা, বিদ্যুৎ সংযোগ সহ প্রচুর কাজ বাকি এখনও। কীভাবে ডিসেম্বর থেকে এই ব্লক চালু হবে, জানা নেই।' পূর্ত দপ্তরের এক আধিকারিকও বললেন, 'কাজ দ্রুত শেষ করার চেষ্টা চলছে।'

১০০ কোটি টাকা খরচ করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে ২০২২ সালে ক্যানসার ব্লক তৈরি শুরু হয়। মেডিকেলের মর্গ সংলগ্ন জমিতে ১০০ শয্যার ব্লকটির নির্মাণ চলতি বছরের মার্চে শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রথম থেকেই নির্মাণকাজ খুব ঢিমেতালে চলছে বলে অভিযোগ ওঠে। এরপরই স্বাস্থ্য ভবন থেকে হস্তক্ষেপ করা হয়। স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম একাধিকবার মেডিকেলে এসে কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখে দ্রুত কাজ করার নির্দেশ দেন। ২০ মে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থও মেডিকেলে আসেন। ক্যানসার ব্লক নিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ, পূর্ত দপ্তর ও নির্মাণকারী সংস্থার সঙ্গে বৈঠক করেন। সেদিনই তিনি জানিয়েছিলেন, ডিসেম্বরের মধ্যে ব্লকটি চালু হয়ে যাবে।

রবিবার গিয়ে দেখা গেল, কাজ চলছে। একদিকে পলেস্তারার কাজ হচ্ছে। সেখানে রং, দরজা-জানলা বা বিদ্যুৎ সংযোগ, কোনও কাজই হয়নি। কর্মরত শ্রমিকদের একাংশের ব্যাখ্যায়, 'অর্ধেক কাজ হয়েছে মাত্র, বাকিটা করতে আরও কয়েকমাস সময় লাগবে।' মেডিকেলের এক কর্তার কথায়, 'শুধু ভবন তৈরি হলেই তো হবে না। এখানে চিকিৎসক, নার্স থেকে স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগের প্রয়োজন। মেডিকেলে একটি অঙ্কোলজি বিভাগ চলছে। চিকিৎসকরা বিভাগ বন্ধ করে তো আর ক্যানসার ব্লকে রোগী দেখতে আসবেন না। আলাদাভাবে সমস্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া করতে হবে। তারপরেই রোগীরা পরিষেবা পাবেন।'

নির্মীয়মাণ ক্যানসার ব্লক। উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে।

কী পরিস্থিতি

- ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে ক্যানসার ব্লক নির্মাণ শুরু হয়
- কাজ চলতি বছরের মার্চেই শেষ হওয়ার কথা ছিল
- প্রথম থেকে নির্মাণকাজ ঢিমেতালে চলছে বলে অভিযোগ ওঠে
- পরিদর্শনে এসে দ্রুত কাজ শেষের নির্দেশ দেন স্বাস্থ্যসচিব, মুখ্যসচিব
- কাজ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন খোদ সুপার, ডেপুটি সুপার

জমি নিয়ে দুই ভাইয়ের বিবাদ

শিলিগুড়ি, ২ নভেম্বর : অনেকদিন ধরেই জমি নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে বিবাদ চলছিল। শনিবার বিকেলে সেই বিবাদ চরমে পৌঁছায়। থানায় জানানোর পরেও পুলিশ আসতে দেরি করায় সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইভ করে সাহায্য চান এক ভাইয়ের স্ত্রী।

পুলিশ এসে দুই ভাইকেই গ্রেপ্তার করে। রবিবার ধৃতদের জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়। ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের জলেশ্বরী সারদা মোড় এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে।

মানিক সাহা ও রতন সাহা, দুই ভাই। মানিক সাহা জলেশ্বরী এলাকায় তাঁর একটি বাড়িতে রতন সাহাকে স্ত্রী ও কন্যা সহ থাকতে দেন। কয়েক বছর পর মানিক সাহা তাঁর ভাইকে পরিবার সহ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেন। তবে রতন সাহা ও তাঁর স্ত্রী বাড়ি ছাড়তে না চাওয়ায় তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকবার অশান্তি হয়। দু'পক্ষের তরফে আশিঘর থানায় এনিয়ে বিভিন্ন সময়ে অভিযোগও দায়ের করা হয়েছিল।

শনিবার দুই ভাইয়ের মধ্যে ঝামেলা চরমে পৌঁছায়। রতন সাহার স্ত্রী পায়েল সাহা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'আমার স্বামী অসুস্থ। এই অবস্থায় আমরা কোথায় যাব? শ্বশুর-শাশুড়ি সমস্ত জমি ভাশুরের নামে করে দিচ্ছেন। আমি আর আমার স্বামী দুই মেয়েকে নিয়ে কোথায় যাব?'

পায়েলের অভিযোগ, শনিবার বিকেলে ভাশুর মানিক সাহা বেশকিছু লোক নিয়ে এসে তাঁর বাড়িতে চড়াও হন। তালা ভেঙে বাড়ির ভেতরে ঢোকেন তাঁরা। তিনি ঘাবড়ে গিয়ে পুলিশকে ফোন করেন। কিন্তু পুলিশ আসতে দেরি করায় তিনি বাধ্য হয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইভ করে সাহায্য চান। এরপর তিনি পুলিশ কমিশনারেটে ফোন করেন। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক বাদে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে।

ডাবগ্রাম-২

অন্যদিকে মানিক সাহা বলেন, 'আমি ওদের কিছুদিনের জন্য থাকতে দিয়েছিলাম। তবে এখন ওরা আমাকে আমার বাড়িতেই ঢুকতে দিচ্ছে না। জবরদখল করে রয়েছে।'

পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মানিক সাহা ও রতন সাহা দুজনকেই গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের রবিবার জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ হয়।

ধৃত দুই ভাইয়ের মা সুচিত্রা সাহা জানিয়েছেন, বাড়িটি তাঁর এবং মানিকের নামে। রতনকে সেখানে থাকতে দেওয়া হলে তিনি জবরদখলের চেষ্টা শুরু করেন।

রক্তদান শিবিরে নেতাদের হাট

বাগডোগরা, ২ নভেম্বর : রবিবার বাগডোগরার লাইফলাইন মোড়ে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সহায়তায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছিল ওয়াকার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাগডোগরা। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ শিবিরের উদ্বোধন করেন। মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ নলিনীরঞ্জন রায়ও উপস্থিত ছিলেন। পরে শিবিরে গিয়েছিলেন, বিধায়ক আনন্দময় ঘোষ, মেয়র গৌতম দেব ও শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। সকলেই রক্তদানের গুরুত্ব নিয়ে বক্তব্য রাখেন। শিবিরে মোট ১৭৬ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত রক্ত উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং টেরাই লায়ন্স ব্লাড ব্যাংকে দেওয়া হয়েছে। অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক রতনকুমার ঘোষ বলেন, 'শিবিরে রক্ত সংগ্রহে আমাদের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩০০ ইউনিট। তবে আবহাওয়ার কারণে সংগ্রহ কম হয়েছে।'

ম্যানেজারকে হুমকি

নাগরাকাটা, ২ নভেম্বর : বামনডাঙ্গা চা বাগানের ম্যানেজারকে খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল। অভিযোগ, বাগান খোলার দাবিতে দুজন নন-ওয়ার্কার ম্যানেজার সুরজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে শনিবার রাতে হুমকি দেন। পরে তিনি ঘটনার বিবরণ দিয়ে রবিবার পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। ওই ম্যানেজার বলেন, 'আমাকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্কে রয়েছি। বাগান খোলার দাবি কখনও এভাবে হতে পারে না।' পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বৈঠক

চোপড়া, ২ নভেম্বর : রবিবার দাসপাড়া প্রাইমারি স্কুল মাঠে ব্লক কংগ্রেসের বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। এদিন পূর্ণাঙ্গ ব্লক কমিটি গঠন করা হয়। দলীয় ব্লক সভাপতি মহম্মদ মসিরউদ্দিন বলেন, 'জেলা কমিটির নির্দেশে এদিন চোপড়া ব্লকে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়েছে। এলাকার আটটি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে মোট ১৩২ জন কমিটিতে রয়েছেন।'

অভিযান

চোপড়া, ২ নভেম্বর : বালি খাদানে অভিযান চালিয়ে রবিবার চোপড়া থানার পুলিশ একটি ট্র্যাক্টর ও লরি আটক করেছে। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, চালক পলাতক। এলাকার অবৈধ বালি খাদানে নিয়মিত অভিযান জারি রয়েছে বলেও জানায় পুলিশ।

লিজের গাড়ি বন্ধক দিয়ে ধৃত

অভিযুক্তের পুলিশ হেপাজত

শিলিগুড়ি, ২ নভেম্বর : শহর শিলিগুড়িতে গাড়ি কিনে ভাড়া কিংবা লিজে দিয়ে অর্থ উপার্জনের রমরমা ব্যবসা রয়েছে। অনেকের গাড়ি কেনার প্রবণতার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে এই ধরনের ব্যবসায় অর্থ উপার্জনের লক্ষ্য। যদিও শহর শিলিগুড়িতে গত কয়েকমাসে এই ব্যবসা করতে গিয়ে প্রতারণার মুখে পড়ার একাধিক ঘটনা সামনে আসতে শুরু করেছে। কখনও গাড়ি ভাড়া কিংবা লিজে নিয়ে অন্যকে বিক্রি করে দেওয়ার ঘটনা ঘটছে। আবার কখনও শহরের বাইরে কোথাও বন্ধক দিয়ে মোটা টাকা নিয়ে পগারপার হয়ে গিয়েছে দুষ্কৃতী।

রবিবার প্রধাননগর থানায় এমনই আরেকটি ঘটনা সামনে এসেছে। ১১ মাসের লিজ নেওয়ার পর চুক্তি হিসেবে ৩ মাস টাকা দিয়ে বেপাত্তা হয়ে যান লিজে গাড়ি নেওয়া ব্যক্তি। শেষমেশ পুলিশের হাতে পাকড়াও হওয়ার পর ধৃত দেবালোক রায় দাবি করেন, তিনি গাড়িটি নেপালে বন্ধক দিয়েছেন। কিন্তু গাড়ি আদতে কোথায়? সেই রহস্য ভেদ করতে ধৃতকে রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে তিনদিনের হেপাজতে নিয়েছে প্রধাননগর থানার পুলিশ। মাসকয়েক আগে গোটা উত্তরবঙ্গজুড়ে চলা 'সোমনাথ চক্র' ফাঁস হয়েছিল। কীভাবে ওই চক্র ভাড়ার নাম করে একের পর এক গাড়ি নিয়ে অন্যত্র বিক্রি করত, সেই কাহিনী অবাক করেছিল আপামর শহরবাসীকে। সম্প্রতি আরও একটি চক্র ফাঁস হয়। সেখানেও দেখা যায়, চুক্তি হিসেবে গাড়ি ভাড়া নিয়ে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করে প্রধাননগর থানার পুলিশ। এরপর মেটেলি এলাকা থেকে বিক্রি হয়ে যাওয়া গাড়িটিও উদ্ধার করা হয়। এবার সেই ঘটনায় নবতম সংযোজন।

অভিযোগকারী রাহুল রায় বলেন, 'প্রমোদনগরের বাসিন্দা দেবালোককে গত মে-তে এগারো মাসের লিজ চুক্তি করে গাড়ি দিয়েছিলাম। সেই অনুযায়ী মাসে ২৪,০০০ টাকা দেওয়ার কথা ছিল। পনেরো দিন অন্তর ১২,০০০ টাকা পেতাম। তিন মাস ওই হিসেবে টাকাও দেন দেবালোক। এরপর টাকা দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়।'

রাহুল বলেন, 'গত তিন মাস গাড়ির কোনও খোঁজ পাচ্ছিলাম না। এদিকে ঋণের কিস্তি দিতে হচ্ছিল। চলতি মাসের শুরুতে অবশ্য দেবালোকের সন্ধান পাই। তিনি জানান, টাকার কারণে গাড়ি নেপালে বন্ধক দিয়েছেন। আমার কাছ থেকে দশদিনের সময় চান। তবে তারপরও গাড়ি পাইনি।' শনিবার পুলিশের দ্বারস্থ হন রাহুল। ঘটনার তদন্তে নেমে শনিবার রাতে দেবালোককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গাড়ির ব্যবসাকে কেন্দ্র করে যেভাবে প্রতারণার ফাঁদে পড়তে হচ্ছে, তাতে রীতিমতো আতঙ্ক বাড়তে শুরু করেছে শহরে। প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার বলেন, 'সাধারণ মানুষকে সচেতন হতে হবে। ঘরে বসে উপার্জন করব ভাবলে অসৎ মানুষের পাল্লায় পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই, গাড়ির প্রকৃত মালিকদের এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।'

> গত তিন মাস গাড়ির কোনও খোঁজ পাচ্ছিলাম না। এদিকে ঋণের কিস্তি দিতে হচ্ছিল। চলতি মাসের শুরুতে অবশ্য দেবালোকের সন্ধান পাই।
>
> **রাহুল রায়** *অভিযোগকারী*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

মেঘের চাদর। কালিম্পংয়ের কোলাখামে ছবিটি তুলেছেন শ্রেয়সী ওলি।

রেলিংহীন সেতুতে বিপদের শঙ্কা

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২ নভেম্বর : রেলিংহীন সেতু। একাধিকবার মেরামতের দাবি জানিয়েও সমস্যার সমাধান হয়নি। তাই বেহাল সেতু দিয়ে যাতায়াতে আতঙ্কে থাকেন পথচারীরা। নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কালুয়াজোতের ঘটনা। বাসিন্দারা প্রশাসনের কাছে পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন। প্রধান জয়ন্তী কিরো আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, 'কালুয়াজোতের সেতু মেরামতের বিষয়ে কেউ আমাদের জানায়নি। আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবিরে বাসিন্দারা অভিযোগ জানিয়ে থাকলে অবশ্যই মেরামত করা হবে।'

বড়পুল এলাকায় বাতারিয়া নদীর ওপর রয়েছে সেতুটি। প্রায় দশ বছর সেটির বেহাল দশা। দুই পাশে রেলিং নেই। পাশে রয়েছে একাধিক দোকানপাট, ধর্মীয় স্থান, বাড়িঘর। প্রতিদিন কয়েকশো মানুষ যাতায়াত করে। চলে অসংখ্য টোটো, যাত্রীবাহী গাড়ি। সেতুর যা অবস্থা, তাতে যে কোনও সময় বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন স্থানীয়দের অনেকে। তাঁরা দ্রুত সেতু মেরামতের দাবি তুলেছেন।

পাশেই বাড়ি মহম্মদ সালামের। তিনি বললেন, 'সেতু লাগোয়া রয়েছে একটি মাদ্রাসা এবং মসজিদ। শিশু, বয়স্ক লোকজন আসেন সেখানে। এর আগে সেতু থেকে পড়ে দুর্ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু তারপরও মেরামতের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান থেকে শুরু করে দুয়ারে সরকার, সমস্ত জায়গায় লিখিতভাবে আবেদন জানিয়েছি। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদেরও একাধিকবার জানানো হয়েছে। কিন্তু লাভ হয়নি।'

সেতুর একটু দূরে রয়েছে সুলেমান মহম্মদের পান দোকান। তাঁর কথায়, 'সেতু দিয়ে প্রতিদিন শয়ে-শয়ে যানবাহন চলাচল করে। প্রায় দশ বছর হতে চলল ট্র্যাক্টরের ধাক্কায় সেতুর রেলিং ভেঙে গিয়েছে। তারপর থেকে ওই অবস্থায় রয়েছে। মাদ্রাসা, মসজিদে প্রচুর মানুষের জমায়েত হয়। সেতুর জরাজীর্ণ দশা নিয়ে লোকজনকে সতর্ক করে দিই।'

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য জগবন্ধু বর্মন বলেছেন, 'সেতুটি আটের দশকে তৈরি হয়েছিল। লাগোয়া রাস্তাটি শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের তহবিল থেকে বিভিন্ন সময় মেরামত হয়েছে। অথচ সেতু মেরামতের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বছর দুয়েক আগেও প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনায় সেতু বাদ দিয়ে গোটা রাস্তা মেরামত করা হয়েছিল। আমরা বিষয়টি সভাধিপতিকে জানিয়েছি।'

উদ্বেগজনক ছবি

- বড়পুল এলাকায় বাতারিয়া নদীর ওপর রয়েছে সেতুটি
- প্রায় দশ বছর সেটির বেহাল দশা, দুই পাশে রেলিং নেই
- প্রতিদিন কয়েকশো মানুষ যাতায়াত করে, চলে অসংখ্য টোটো, গাড়ি
- সেতুর যা অবস্থা, তাতে যে কোনও সময় বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা
- দ্রুত সেতু মেরামতের দাবি তুলেছেন বাসিন্দারা

ভেঙেছে সেতুর রেলিং। নকশালবাড়ির কালুয়াজোতে।

রক্ত বদল

এক রোগিণীর জন্য নিয়ে যাওয়া রক্ত দেওয়া হল সম নামের আর এক রোগিণীকে। বর্ধমান মেডিকেল কলেজের এই ঘটনায় চাঞ্চল্য। অভিযোগ পেলে খতিয়ে দেখবেন বলে জানালেন সুপার।

ট্রেনের ধাক্কা

রেললাইন পার হতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় ছিন্নভিন্ন হল তিনটি শিশু। একজনের খোঁজ পাওয়া যায়নি। মুর্শিদাবাদের শামসেরগঞ্জের নিমতিতার নতুন শিবনগর এলাকার ঘটনায় চাঞ্চল্য।

স্ত্রীকে খুন

ঝাড়গ্রামে ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্ত্রীকে খুন করার অভিযোগ উঠল প্রৌঢ়ের বিরুদ্ধে। দুজনেই মত্ত ছিলেন। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাকে দু'দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মুখে বিষ

ঝাড়গ্রামের বেলিয়াবেড়া থানা এলাকায় শনিবার আটদিন বয়সি নাতনির মুখে বিষ ঢেলে দিলেন ঠাকুমা। নাতি না হওয়ায় রাগের বশে এই কাণ্ড ঘটান প্রৌঢ়া। রবিবার বিচারক চারদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

হৃদয়ে রয়েছ গোপনে..

রবিবার 'অল সোলস ডে' উপলক্ষ্যে উত্তর কলকাতার একটি কবরস্থানে প্রার্থনা। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

তালিকা নিয়ে প্রশ্ন বহু

এসআইআরের বিরুদ্ধে বই প্রকাশ কলকাতায়

কলকাতা, ২ নভেম্বর : এসআইআর নিয়ে জট যেন কাটার নাম নেই। প্রথমে ওয়েবসাইটে বিভ্রাট, এখন আবার ভোটার তালিকায় গরমিল। ২০০২-এর ভোটার তালিকার সঙ্গে মিল নেই নতুনভাবে আপলোড করা তালিকার। এই অভিযোগে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছে তৃণমূল। এবার বিরাটির বাসিন্দা পিয়ালি দেবের নামের খোঁজ মিলল ৪ জায়গার ভোটার তালিকায়। একজন ভোটারের নাম একাধিক জায়গায় থাকার অভিযোগ ইতিমধ্যেই জানানো হয়েছে নির্বাচন কমিশনকে।

একই সঙ্গে বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভার সংগ্রামপুরের দুটি বুথে ৩৪ জন ভোটারের নাম তালিকায় না থাকার অভিযোগ উঠেছে। বসিরহাট মহকুমা শাসকের কাছে ইতিমধ্যেই জমা পড়েছে অভিযোগ। এই প্রসঙ্গে সরব হয়ে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এসআইআর-এর নামে সাইলেন্ট রিগিং করছে কমিশন।'

রবিবার দেশ বাঁচাও গণমঞ্চের সাংবাদিক সম্মেলন। ছবি : রাজীব মণ্ডল

পিয়ালি জানিয়েছেন, ২০০২-এর ভোটার তালিকায় তাঁর নাম রয়েছে বাপের বাড়ির ঠিকানায়। পরে দু'বার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ায় দু'জায়গাতেই তাঁর নাম রয়ে গিয়েছে। তাঁর অভিযোগ, নাম বাদ দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট ৭ নম্বর ফর্ম পূরণ করার পরও সুরাহা মেলেনি। এসআইআর আবহে রীতিমতো আতঙ্কে রয়েছে পরিবার।

এদিকে রবিবার ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর-এর বিরুদ্ধে নতুন বই প্রকাশ হল কলকাতায়। নাগরিকত্ব সংক্রান্ত গবেষণার সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে যুক্ত মানিক ফকির রচিত 'নাগরিকত্বের সার কথা' গ্রন্থে দেখানো হয়েছে, কীভাবে নাগরিকত্ব বিষয়টি সম্পর্কে অজ্ঞানতা থাকার কারণে বাঙালি জাতি ধ্বংসের পথে পিছিয়ে যাচ্ছে।

এদিন এসআইআর-এর বিরুদ্ধে সরব হয়ে বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী ও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু একযোগে বলেন, 'মৃত্যু রাজনীতি করছে বিজেপি। এসআইআর আতঙ্কে যাঁরা মারা গিয়েছেন তাঁরা সকলেই হিন্দু। তাহলে বুঝুন, কাদের টার্গেট করা হচ্ছে? মতুয়ারা সতর্ক থাকুন। ৭০ লক্ষ থেকে ১ কোটি ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলছে।'

এদিনই দেশ বাঁচাও গণমঞ্চের তরফে কয়েক দফা দাবি তুলে ধরা হয়। নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশে তাদের প্রশ্ন, 'মাত্র দেড় বছর আগে লোকসভা নির্বাচনের যে ভোটার তালিকা চূড়ান্ত হয়েছিল, তা এসআইআর-এর ভিত্তি হবে না কেন?' দলিত, মুসলিম, মতুয়া ও নমশূদ্রদের নিশানা করতেই এসআইআর চালু করছে কেন্দ্র বলেই

মইনুল হক আর নেই, শোক ফরাক্কায়

অর্ণব চক্রবর্তী

ফরাক্কা, ২ নভেম্বর : চলে গেলেন ফরাক্কার প্রিয় 'মানুদা'। ফরাক্কা এবং পার্শ্ববর্তী মালদা, মুর্শিদাবাদ সহ পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম রাজনৈতিক আইকন ছিলেন মইনুল হক। কংগ্রেসে থাকাকালীন দীর্ঘ ২৫ বছর ফরাক্কার বিধায়ক ছিলেন তিনি। বিধায়ক থাকাকালীন এনটিপিসি তৃতীয় পর্যায়ের ১০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ, অঙ্গনওয়াড়ি চালু হওয়া এবং ফরাক্কার সমস্ত গ্রামে বিদ্যুতায়নের মতো উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিলেন তিনি। মহেশপুর এবং কোদালকাটি নদীর ওপরে ব্রিজ তৈরি, ফরাক্কায় গ্রামীণ সড়কপথ উন্নয়নেও তাঁর ভূমিকা ছিল। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে ফরাক্কায়।

তিন মাস আগে হঠাৎই স্ট্রোক হয় তাঁর। প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন বেশ কিছুদিন। কিন্তু রবিবার ভোর ৩টে ১৪ মিনিটে থেমে যায় লড়াই, শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। রেখে গেলেন স্ত্রী সাথি, পুত্র রাহুল, কন্যা রেশমি সহ অগণিত অনুগামীকে।

১৯৬৩ সালে তিলডাঙ্গা গ্রামে জন্ম মইনুলের। রাজনীতিতে আবির্ভাব ৮০-এর দশকে। '৯৬-তে প্রথমবার ফরাক্কার বিধায়ক নির্বাচিত হন তিনি। প্রণব মুখোপাধ্যায়কে জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচিত করার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা ছিল তাঁর। গত বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার কিছু সময় পরেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। তাঁর দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এবং পারদর্শিতার কথা মাথায় রেখে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্য তৃণমূলের সহ সভাপতি পদে আসীন করে তাঁকে। আমৃত্যু তিনি সেই পদেই ছিলেন।

তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'আমার রাজনৈতিক সহকর্মী মইনুল হকের প্রয়াণে গভীর শোকজ্ঞাপন করছি। তিনি ফরাক্কার প্রাক্তন বিধায়ক ছিলেন এবং গত কয়েক বছর ধরে দলের উচ্চ পর্যায়ে আমাদের সঙ্গে কাজ করেছিলেন।' তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। মালদা দক্ষিণের কংগ্রেস সাংসদ ইশা খান চৌধুরী এক শোকবার্তায় বলেছেন, 'মইনুল হক সাহেবের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্কের ঊর্ধ্বে ছিল আমাদের পারিবারিক সম্পর্ক।' প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারও মইনুল হকের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

রবিবার বিকেলে তাঁর মৃতদেহ এনটিপিসি মোড়ের বাসভবনে আনা হয়। উপস্থিত ছিলেন ফরাক্কার বর্তমান বিধায়ক মণিরুল ইসলাম। বাড়িতে নিয়ে আসার আগে রাজীব গান্ধি ফাউন্ডেশনে বেশ কিছুক্ষণ তাঁর মৃতদেহ রাখা হয়। সেখানে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান অজস্র অনুগামী। এছাড়াও পথে বিভিন্ন জায়গায় তাঁকে শ্রদ্ধা জানান বহু মানুষ। এরপর বাড়ি থেকে তাঁর দেহ নিয়ে জন্মস্থান তিলডাঙ্গার উদ্দেশে রওনা দেওয়া হয়। সেখানেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনকে চিঠি

বিএলও'দের হুঁশিয়ারি

কলকাতা, ২ নভেম্বর : যথাযথ নিরাপত্তা না দিলে বিএলও-র দায়িত্ব বয়কট করবেন বলে হুঁশিয়ারি দিলেন শিক্ষকরা। সরকারি কর্মচারী সহ রাজ্যের স্কুলগুলির শিক্ষকদের এই দায়িত্বে নিয়োগ করা হয়েছে। শিক্ষকদের একাংশের অভিযোগ, বিএলও-র দায়িত্বে থাকাকালীন তাঁদের অন-ডিউটি দেওয়া হচ্ছে না। একাধিক দাবি নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্য ও জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে চিঠি দিয়েছে শিক্ষক সংগঠনগুলির একাংশ। হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে, তাঁদের দাবি পূরণ না হলে বিএলও-র দায়িত্ব বয়কটের পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের দপ্তর ঘেরাও করা হবে।

রবিবার শিক্ষানুরাগী ঐক্যমঞ্চের তরফে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দেওয়া হয়। সেখানে ৪ দফা দাবির কথা জানিয়েছে মঞ্চ। প্রথমত, শাসক ও বিরোধী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর হুমকির মধ্যে কাজ করার জন্য বিএলওদের কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, নির্বাচনি দায়িত্বের সময় বিএলও-দের লিখিতভাবে কর্তব্যরত ঘোষণা করতে হবে। তৃতীয়ত, কোনও বিএলও যদি নির্বাচনি দায়িত্ব পালনকালে হেনস্তা, আঘাত বা দুর্ঘটনার শিকার হন, তবে তাঁদের চিকিৎসার সম্পূর্ণ দায় কমিশনকে নিতে হবে।

একইসঙ্গে কর্তব্যরত অবস্থায় যদি কারও মৃত্যু হয়, তাহলে বিএলও-র পরিবারকে ২ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং পরিবারের একজন সদস্যকে সরকারি চাকরি দিতে হবে। চতুর্থত, ভবিষ্যতে শিক্ষার অধিকার ক্ষুণ্ণ করে বিএলও হিসেবে শিক্ষকদের নিয়োগ করা যাবে না। মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক কিংকর অধিকারীর কথায়, 'অবিলম্বে এই দাবি না মিটলে প্রয়োজনে ডিউটি বয়কট করবেন বিএলও-রা। কোনওভাবেই তাঁদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা যাবে না।'

কী কী দাবি

- কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে
- বিএলও'র দায়িত্বের সময় কর্তব্যরত ঘোষণা করতে হবে
- দায়িত্ব পালনের সময় হেনস্তা, আঘাত, দুর্ঘটনার শিকার হলে চিকিৎসার দায় কমিশনকে নিতে হবে
- কর্তব্যরত অবস্থায় মৃত্যু হলে ২ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ ও পরিবারের এক সদস্যের চাকরির সুনিশ্চিতকরণ
- ভবিষ্যতে বিএলও হিসেবে শিক্ষকদের নিয়োগ করা যাবে না

এদিন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু শিক্ষকদের এই দাবিগুলিকে সমর্থন করেছেন। কমিশনের উদ্দেশে তাঁর প্রশ্ন, 'তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কমিশন কেন শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করছে না?' সোমবার অবধি প্রশিক্ষণ চলবে বিএলওদের। মঙ্গলবার থেকে তাঁরা সবাই বিএলও হিসেবে কাজ শুরু করবেন কি না, এখন সেই নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা।

কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দন মাইতির অভিযোগ, 'আমরা বিএলও-র দায়িত্ব থেকে শিক্ষকদের অব্যাহতি দেওয়ার জন্য কমিশনকে আগেই চিঠি দিয়েছিলাম। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কর্তারা আমাদের জানিয়েছিলেন, সরকারী চাকরিজীবী ও শিক্ষকদের অভাবে তাঁরাও বিএলও সংকটে ভুগছেন। তাঁদের কাছে আবেদন, শিক্ষিত বেকারদের প্রশিক্ষণ দিয়ে বিএলও-র দায়িত্ব দেওয়া হোক। পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ বাঁচাতে শিক্ষকদের মুক্তি দেওয়া হোক।'

দ্রুত কাজ শেষের নির্দেশ নবান্নের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২ নভেম্বর : সরকারি দপ্তরগুলির নতুন প্রকল্পের কাজ শুরুর 'টার্গেট' বেঁধে দিল নবান্ন। চলতি নভেম্বর ও ডিসেম্বর বা বড়জোর আগামী বছরের জানুয়ারির মধ্যেই এই কাজ সারতে হবে। নবান্নের নিশ্চিত ধারণা, আগামী বছরের ৭ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পরই নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোট করার তোড়জোড় শুরু করবে। খুব সম্ভবত ওই মাসের শেষে রাজ্যে ভোটের দিন ঘোষণা করবে কমিশন। আর এই কারণেই হাতে সময় আর বিশেষ নেই। দপ্তরগুলির নতুন প্রকল্পগুলির কাজ শুরু করতে হবে তার মধ্যেই। রাজ্যে এসআইআর-এর কাজ শুরুর আবহের মধ্যেই নবান্নের এই নির্দেশিকা পৌঁছে গেল সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কাছে। এই নিয়ে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের সঙ্গে দপ্তর সচিবদের আলাদাভাবে আলোচনাও শুরু হয়েছে বলে নবান্নের প্রশাসনিক মহলের খবর।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ, শুধু এসআইআর নিয়ে হইচই করলেই হবে না। এই কাজের সঙ্গে ভোটের কথা মাথায় রেখে প্রশাসনিক কাজেও গতি আরও বাড়াতে হবে। এ ব্যাপারে দপ্তরগুলিকে আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। ভোট ঘোষণা হয়ে গেলে আর নতুন প্রকল্পের কাজ শুরু করার সুযোগ থাকবে না। মুখ্যসচিবের সঙ্গে আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী এই নির্দেশের কথাই শুনিয়েছেন বলে নবান্নে তাঁর সচিবালয় সূত্র জানাচ্ছে।

১২ বছরের পড়ুয়াকে গণধর্ষণ

কলকাতা, ২ নভেম্বর : দমদমে সপ্তম শ্রেণির ১২ বছর বয়সি এক পড়ুয়া গণধর্ষণের শিকার হল। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাদের আদালতে তোলা হলে পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শনিবার রাতে ওই নাবালিকা টিউশন থেকে বাড়ি ফিরছিল। সেই সময় দমদম পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের হরিজন বস্তিতে তাকে নিয়ে যায় এক অটোচালক। ওই অটোচালক সহ তিনজন যৌন নির্যাতন চালায়। ধৃতদের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করেছে পুলিশ।

গুরু প্রণাম...

রবিবার গুরু নানকের ৫৫৬তম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে কলকাতায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল।

ডায়াবিটিসের চিকিৎসায় 'মডেল' বাংলা

কলকাতা, ২ নভেম্বর : শিশু ও কিশোরদের টাইপ-১ ডায়াবিটিস চিকিৎসায় বাংলা সারা বিশ্বের কাছে 'মডেল'। রবিবার সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে এই কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি 'ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর পেডিয়াট্রিক অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্ট ডায়াবিটিস' রাজ্যকে অত্যাধুনিক মানের স্বাস্থ্য মডেলের জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিয়েছে। সারা বিশ্ব বাংলাকে এই চিকিৎসায় অনুকরণ করবে আশা মুখ্যমন্ত্রীর।

এদিন তিনি লেখেন, 'সম্প্রতি এনসিডির বিশেষজ্ঞ হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের অধ্যাপক জিন বুখম্যান এসএসকেএম হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন। তিনি আমাদের উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন। কারণ, এটি দেশের প্রথম জাতীয়ভাবে পরিচালিত কর্মসূচি।' সম্প্রতি জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধীনে প্রতিটি জেলায় নন কমিউনিকেবল ডিজিজ ক্লিনিকে (এনসিডি) ডায়াবিটিসের চিকিৎসা চালু হয়েছে। বিনামূল্যে ইনসুলিন, ব্লাড গ্লুকোজ মনিটরিং কিট দেওয়া হয় এখানে।

'৫০ শতাংশ এসআইআর হলেও জিতব'

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২ নভেম্বর : রাজ্যে ১০০ শতাংশ এসআইআর যে হবে না, সেই বিষয়ে নিশ্চিত বিজেপি। তবে ৫০ শতাংশ হলেই তৃণমূল হেরে যাবে। রবিবার এমনটাই দাবি করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এসআইআর নিয়ে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী মুসলিম সম্প্রদায়ের ভোটারদের বার্তা দিতে এদিনও ফের এসআইআর শুরুর আগে রাজ্য ছেড়ে পালানোর পরামর্শ দিয়েছেন শুভেন্দু।

রাজ্যের শাসকদল এসআইআর-এর বিরোধী। সেই কারণে ১০০ শতাংশ নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রকাশ করতে হবে বলে দাবি করলেও বাস্তবে যে তা সম্ভব হবে না, সেটা বুঝতে পারছেন শুভেন্দুর মতো পোড়খাওয়া নেতারা। এদিন নন্দীগ্রামে শুভেন্দু বলেন, 'এখানে একশো শতাংশ এসআইআর হবে না সেটা সবাই জানে। তবে পঞ্চাশ শতাংশ এসআইআর হলেই তৃণমূল হেরে যাবে।'

কোন অঙ্কে এই দাবি শুভেন্দু ও বিজেপির? বিজেপির মতে, ২৩ বছরে প্রতি বুথ থেকে গড়ে যদি ২৫ জন করে মৃত, স্থানান্তরিত ও অস্তিত্বহীন ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ যায়, তাহলে রাজ্যের ৮০ হাজার বুথে ৬০ লক্ষ নাম বাদ পড়বে। এর সঙ্গে সীমান্তবর্তী ৯ জেলায় কমবেশি কয়েক হাজার করে অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশির নামও বাদ পড়বে। তালিকা থেকে ৬০ লক্ষের বেশি নাম বাদ পড়লে ৫ থেকে ১০ হাজারের ব্যবধানে হারা বিজেপির আসনে ফল অন্যরকম হতে পারে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু দাবি করেছিলেন, ১০০ ভাগ এসআইআর হলে ১ কোটির বেশি নাম বাদ পড়বে। হিসেব বলছে, তাঁর কথা অনুযায়ী এর ৫০ ভাগ হলে নাম বাদ পড়ার কথা ৫০ থেকে ৬০ লক্ষ। শুভেন্দুর দাবি, সেটা হলেই তৃণমূল হারবে। কারণ, '২৪-এর লোকসভা ভোটে তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির ব্যবধান ছিল ৪২ লক্ষ।

তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির ফারাক সংখ্যালঘু মুসলিম ভোটে। যে ভোট বিজেপি পায় না বললেই চলে। বিজেপি মনে করে, মেরুকরণের অস্ত্রে শান দিয়ে সেই ফারাকে সমতা আনা সম্ভব। কিন্তু শাসক হওয়ার সুবাদে মৃত ও ভুয়ো ভোটকে ছাপ্পা ভোট করে কাজে লাগাচ্ছে তৃণমূল। তার সুবাদেই জিতছে তারা। তাই এসআইআর হলে যাদের নাম বাদ পড়বে তাদের ধরে ধরে বিএসএফ সীমানার ওপারে ছুড়ে ফেলবে বলে হুংকার দিয়ে বিজেপি একঢিলে দুই পাখি মারতে চাইছে। একদিকে, সংখ্যালঘু মুসলিমদের কাছে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে রাজ্য ছেড়ে পালাতে উৎসাহিত করা। অন্যদিকে, হিন্দু ভোটের মেরুকরণে শান দেওয়া।

শুভেন্দুর দাবি

সেই লক্ষ্যেই শুভেন্দু বলে চলেছেন, 'গতকাল বলেছি, আজকেও বলছি পালাও, ৪ তারিখের আগে রাজ্য ছেড়ে পালাও। কারণ বিএলও-র দেওয়া ফর্ম ফিরে না এলে ভোটার তালিকায় তার নামও থাকবে না। নাম না থাকলে তাকে ধরবে বিএসএফ।' যদিও এই নাম না থাকার প্রশ্নে রাজ্যের মতুয়া সম্প্রদায় সহ সীমান্ত এলাকার বহু হিন্দু পরিবারকে নিয়েও এখন মাথাব্যথার কারণ বিজেপির। সেই অস্বস্তি ঢাকতে সিএএ-তে আবেদন করা হিন্দুদের নাম যাতে এখনই বাদ না দেওয়া হয়, তার জন্য সোমবার দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনে ও মঙ্গলবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের কাছে দরবার করবে বিজেপি।

ফের নিয়োগে স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন শিক্ষাকর্মীদের

কলকাতা, ২ নভেম্বর : সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে শিক্ষাকর্মীদের পুনর্নিয়োগের আবেদন প্রক্রিয়া। অথচ রবিবার পর্যন্ত প্রকাশিত হল না 'অযোগ্য' শিক্ষাকর্মীদের তালিকা। ফলে ফের স্বচ্ছতার প্রশ্নে কাঠগড়ায় স্কুল সার্ভিস কমিশন। তারা আগেই জানিয়েছিল, শিক্ষাকর্মীদের নিয়োগের আবেদন প্রক্রিয়া শুরুর আগেই 'দাগি' তালিকা প্রকাশ করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু তালিকা প্রকাশ না হওয়ায় চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের আশঙ্কা, আবেদন প্রক্রিয়ায় ফের 'যোগ্য'-'অযোগ্য' আলাদা করা সম্ভব হবে না। আবেদনকারীদের মধ্যে থেকে যোগ্যতা বাছাই করতে গিয়ে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে কমিশন। ফলে আইনি জটিলতায় পড়বে পরীক্ষা প্রক্রিয়া।

আদালতে দেওয়া শেষ তথ্য অনুযায়ী গ্রুপ সি-তে 'অযোগ্য'র সংখ্যা ১১৬৪ জন। গ্রুপ ডি-তে সেই সংখ্যা ২৩৪৯ জন। অর্থাৎ গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি মিলিয়ে 'যোগ্য' চাকরিহারার সংখ্যা ৩৩৯৪ জন। গ্রুপ সি চাকরিহারা কর্মী অমিত মণ্ডলের কথায়, 'আমরা আশঙ্কা করছি, অযোগ্য তালিকা প্রকাশ না করে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু করলে পরবর্তীকালে তা আইনি জটিলতার মধ্যে পড়তে পারে।' অপর চাকরিহারা শিক্ষাকর্মী অচিন্ত্য মল্লিকের বক্তব্য, 'সরকার একটি ভাতা ঘোষণা করে সেখানেও যোগ্য, অযোগ্য গুলিয়ে দিয়েছিল। সত্যি যোগ্যদের ভাতা দেওয়ার ইচ্ছা থাকলে কিছু সাহায্য পেতাম।'

তালিকা প্রকাশ না হলে 'অযোগ্য' আবেদনকারীদের কীভাবে চিহ্নিত করবে কমিশন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আগামী শুক্রবার একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষকদের পুনর্নিয়োগ পরীক্ষার ফলও প্রকাশ হতে পারে। ইন্টারভিউর আগে নথি যাচাইকরণ করা হবে এসএসসির কার্যালয়ে। এদিন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ফের আশ্বাস দেন, 'সুপ্রিম নির্দেশ মেনে ডিসেম্বরের মধ্যেই নিয়োগ সম্পূর্ণ করা হবে।' মধ্যশিক্ষা পর্ষদ জানিয়েছে, পুরোনো স্কুলে শিক্ষকতায় ফেরানো হচ্ছে ১৬৬ জন 'যোগ্য' চাকরিহারাদের। নিয়োগপত্র দেওয়া হবে ৬ নভেম্বর।

মারধরের অভিযোগ

কলকাতা, ২ নভেম্বর : বাংলাদেশি সন্দেহে নদিয়ার এক কৃষককে চায়ের দোকান থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধরের অভিযোগ উঠল বিএসএফের বিরুদ্ধে। আক্রান্ত কৃষক চাপড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগ, শনিবার সকালে হাটখোলা গ্রামে চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন রফিকুল মোল্লা। তখনই কয়েকজন বিএসএফ জওয়ান হাজির হন। তাঁকে জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। অভিযোগ, তিনি অনুপ্রবেশকারী তা তাঁকে দিয়ে স্বীকার করানোর চেষ্টা করা হয়। হাতে পায়ে শিকল বেঁধে মারধরও করা হয়। ওই কৃষক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার ডিএসপি শিল্পী পাল জানান, বিএসএফের কোম্পানি কমান্ডার ও এক কর্মীর বিরুদ্ধে মারধরের লিখিত অভিযোগ পেয়েছেন। কমান্ডারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তিনি অসমে রয়েছেন।

বৃষ্টিভেজা বইয়ের মেলা এ সপ্তাহে

রিমি শীল

কলকাতা, ২ নভেম্বর : কলকাতার অলিতেগলিতে রয়েছে অজানা কত ইতিহাস। ২৩ সেপ্টেম্বর প্রবল বৃষ্টিতে কলকাতার বইপাড়ার বহু ইতিহাস জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অধিকাংশ বই বিক্রেতা ও প্রকাশনা সংস্থা। জল নামার পরে ফুলে ফেঁপে ওঠা বইগুলি দেখে চোখে জল এসেছিল বইপাড়ার। এই ক্ষতি অপূরণীয়। তাই বইপাড়াকে বাঁচিয়ে রাখতে এই বৃষ্টিভেজা বইগুলি নিয়েই বসতে চলেছে বইমেলা। কলেজ স্ট্রিটের বুকে বিভিন্ন সংস্থার উদ্যোগে চলতি সপ্তাহে বিভিন্ন দিনে বসবে বইয়ের হাট।

একদিকে পলিথিনে মোড়া পুরোনো বুকশেলফ, অন্যদিকে হাতে চা নিয়ে দাঁড়িয়ে পাঠকরা। এ যেন বইপাড়ার এক ঐতিহ্য। মন খারাপের বিকেলে কলেজস্ট্রিটের কফি হাউস ও পুরোনো বইয়ের গন্ধে এখনও আবেগ

সেপ্টেম্বর মাসে ভয়ংকর বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বইপাড়া।

খুঁজে পায় বাঙালি। অথচ আমপান হোক বা ইয়াশ, বার বার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কলেজ স্ট্রিট। তাই ভিজে যাওয়া ওই বইগুলির ইতিহাস যাতে হারিয়ে না যায়, তাই তাদের পুনর্জন্ম দিতে পাঠকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কলকাতা ক্রিয়েটিভ পাবলিশার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এবং স্বনির্ভর ও দিল্লি বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে সোমবার কলেজস্কোয়ার মেন গেটের সামনে বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটে ক্ষতিগ্রস্ত বইগুলি নিয়ে বসবে এই বইমেলা। কমপক্ষে ৩০টি প্রকাশনা সংস্থার স্টল থাকবে। সকাল ১১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ঢুঁ মেরে ৬০ থেকে ৯০ শতাংশ ছাড়ে কিনে নেওয়া যাবে বইগুলি। কলকাতা ক্রিয়েটিভ পাবলিশার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ঘোষ বলেন, '৬৫টি সংস্থাকে সহায়তা হিসাবে চেক প্রদান করা হবে। যেসব নামকরা প্রকাশনা সংস্থার সত্যিই ক্ষতি হয়েছে তারা সবাই অংশ নিচ্ছে। তবে কোনও ফ্রেশ বই এই মেলায় বিক্রি হবে না।' শুক্র ও শনিবার দু'দিন ধরে বইপাড়াকে অক্সিজেন জোগাতে বইপ্রেমীদের উদ্যোগে বইয়ের হাট বসবে। পাঠক অপূর্ব রায় বলেন, '৪০ থেকে ৮০ শতাংশ ছাড়ে বই কিনতে পারবেন পাঠকেরা। এখনও পর্যন্ত ২০টিরও বেশি প্রকাশনা সংস্থা যোগাযোগ করে চলেছে। তারা অংশ নেবে। তাদের আর্থিক সহায়তাও করা হবে।' বই বিক্রেতা দীপঙ্কর দত্ত বলেন, 'কলকাতার মানুষ ভয়ংকর বইপ্রেমী। তাই বইয়ের পাতায় দাগ থেকে যাবে। যা চিরন্তন বইপাড়াকে মনে করাবে।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৬৪ সংখ্যা, সোমবার, ১৬ কার্তিক ১৪৩২

বিহার ভাগ্য

উৎসবের মরশুম শেষ। ভোটপর্ব শুরু। বহুচর্চিত হাইভোল্টেজ বিহার বিধানসভা নির্বাচনে প্রথম ভোটগ্রহণ ৬ নভেম্বর। দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোট ১১ নভেম্বর। ২০২০-এ অবশ্য বিহারে বিধানসভা নির্বাচন হয়েছিল তিন দফায়। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) নিয়ে বিতর্কের কারণে বেশ কিছুদিন ধরে দেশের মানুষের নজর বিহারের ভোটে।

এই রাজ্যে বিরোধী মহাগঠবন্ধনে আসন ভাগাভাগি নিয়ে আরজেডি, কংগ্রেস, সিপিআই (এমএল) লিবারেশনের মধ্যে এবার তুমুল ঝামেলা হয়েছে। শরিকি রেষারেষি চলেছে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষমুহূর্ত তো বটেই, তার পরেও। আসন বণ্টন ছাড়াও আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবকে মহাজোটের মুখ্যমন্ত্রী-মুখ করা নিয়েও 'ইন্ডিয়া' জোটে সমস্যা কম হয়নি।

লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সঙ্গে সতেরো দিন ধরে বিহারে ভোটার অধিকার যাত্রা করলেও তেজস্বীকে 'ইন্ডিয়া' জোটের মুখ্যমন্ত্রী-মুখ হিসেবে মেনে নিতে রাজি ছিল না কংগ্রেস। পরিস্থিতি সামাল দিতে এআইসিসি-র বর্ষীয়ান নেতা অশোক গেহলটকে শেষপর্যন্ত পাটনা গিয়ে লালু-তেজস্বীর সঙ্গে বৈঠক করতে হয়। তারপরেও জট পুরোপুরি কেটে গিয়েছে বলার সময় আসেনি।

'ইন্ডিয়া' জোট নানারকম সমস্যায় জর্জরিত হলেও এনডিএ তুলনামূলকভাবে কিছুটা হলে স্বস্তিতে। মূলত জেডিইউ, বিজেপি, লোক জনশক্তি পার্টিকে (রামবিলাস) নিয়ে গঠিত এনডিএ-র মুখ্যমন্ত্রী-মুখ নিয়ে অবশ্য সমস্যা আছে। এই প্রশ্নের সমাধান হয়নি যে, এনডিএ জিতলে ফের নীতীশ কুমারই মুখ্যমন্ত্রী হবেন নাকি অন্য কাউকে বেছে নেওয়া হবে?

বিহারে ভোটপ্রচারে ব্যস্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে এই প্রশ্ন করেছিলেন সাংবাদিকরা। সরাসরি জবাব না দিয়ে মোদি শুধু বলেন, নীতীশজির নেতৃত্বে এনডিএ লড়বে বিহারে।

দীর্ঘদিন খুব দরিদ্র রাজ্য বলে পরিচিতি ছিল বিহারের। স্বাধীনতার পর প্রথম মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিং ১৪ বছর ওই পদে ছিলেন। পরবর্তী ৩০ বছর বিহার কাটিয়েছে চরম রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে। কোনও সরকারই দু-এক বছরের বেশি টেকেনি। ওই ৩০ বছরে বিহারে মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসেন মোট ২৩ জন। রাষ্ট্রপতির শাসন জারি হয় আটবার।

১৯৯০ সালে লালুপ্রসাদ যাদব মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর রাজনৈতিক সুস্থিতি আসে বিহারে। লালু-রাবড়ি মিলে ১৫ বছর বিহার শাসন করেছেন। তারপর থেকে বিহার কার্যত নীতীশের হাতে। মাঝে এক বছর মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন জিতনরাম মাজি। লালু-রাবড়ির জমানায় সুস্থিতি এলেও রাজ্যে দারিদ্র্য পৌঁছায় চরমে। বলতে গেলে নীতীশের আমলে সমৃদ্ধির মুখ প্রথম দেখেছিল বিহার।

এবারের ভোটে ইস্তাহারে দিলদরিয়া বিহারের শাসক-বিরোধী দু'পক্ষই। এনডিএ-র 'সংকল্পপত্রে' যেমন প্রতিশ্রুতির ছড়াছড়ি, তেমনই মহাজোটের 'তেজস্বী প্রাণপত্রে' ২৫ দফা অঙ্গীকার। এনডিএ জিতলে এবারও নীতীশকে মুখ্যমন্ত্রী করা হবে কি না, সেটা এখন কোটি টাকার প্রশ্ন। কারণ, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রকাশ্যে তাঁর আচরণ অস্বাভাবিক ঠেকছে অনেকের কাছে। এতে নীতীশের মানসিক সুস্থতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

কখনও কোনও সমাবেশ-মঞ্চে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে প্রণাম করতে যাচ্ছেন আবার কোনও মঞ্চে মহিলা বিধায়কের গলায় মালা পরাতে চাইছেন। নীতীশের এইসব কাণ্ড যথেষ্ট হাসির খোরাক হয়ে উঠেছে। তবে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে মানতেই হবে যে, নীতীশ জমানার প্রথম পাঁচ বছর সত্যিই ছিল অসাধারণ। রাস্তাঘাট নির্মাণ, শিল্প-কলকারখানা স্থাপন ইত্যাদি ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিকাঠামো গড়ে তোলা, চুরি-ডাকাতি-অপহরণ সহ নানা অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, নকশাল দমন- এজাতীয় সব কিছুতে নীতীশ সরকারের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়।

তবে জোট হিসেবে প্রথমে বিজেপি, তারপর আরজেডি, শেষে আবার বিজেপির সঙ্গে তিনি। কাজের বিচারে নীতীশ নিঃসন্দেহে বিহারে এযাবৎ কালের সেরা মুখ্যমন্ত্রী। নীতীশই উন্নয়নের ভিত গড়ে দিয়েছেন রাজ্যে। উন্নত রাজ্য বানাতে তাঁর হাতেই আবার বিহারবাসী ব্যাটন তুলে দেন কি না, কিংবা এনডিএ তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী করবে কি না- সেটা এখনও অনিশ্চিত।

অমৃতধারা

আমরা যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ি, তখন স্থান-কাল-পাত্র, নাম-রূপ- কিছুই থাকে না, কিন্তু আমরা থাকি। ঘুমের মধ্যেও কিন্তু আমরা থাকি। সেই অবস্থায় আমরা একাকার হই। একাকার রূপটাই কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ। অহংকার যখন সরে যাবে, তুমি একই দেখবে-শুধু ভগবানকে দেখবে, আর কিছুই দেখবে না। শুধু তিনি, তাঁরই প্রকাশ। সমুদ্র, ঢেউ, ফেনা, বুদ্বুদ-সবকিছুই জল। একটা জলকেই নানারূপে দেখাচ্ছে। কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় জল ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। তেমনি আমাদের স্বপ্নটাও জ্ঞান। সুষুপ্তি-ওটাও জ্ঞান। জাগ্রত-ওটাও জ্ঞান। তার মানে ভগবান। সবই ঈশ্বর। এই তিনটি অবস্থাতেই তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁরই স্বরূপ, তাঁরই আকার। নিরাকারই যেন আকারিত। তিনিই এইরূপে প্রকাশিত।

-ভগবান

উদ্বেগজনক হারে ছড়াচ্ছে সেলফিয়াইটিস!

২০১৪ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে বিশ্বে সেলফি তুলতে গিয়ে দুর্ঘটনায় পড়েন ২৭১ জন।

ইন্দ্রনীল দত্ত

জুলাই, ২০২১ : মুষলধারায় বৃষ্টি, সঙ্গে মুহুর্মুহু বজ্রপাত। ঘোর দুর্যোগ মাথায় নিয়ে রাজস্থানের জয়পুরের আমের ফোর্টের ওয়াচটাওয়ারে উঠেছিলেন ষোলোজন। উদ্দেশ্য ছিল বৃষ্টি ও বজ্রপাতের যুগলবন্দির ব্যাকগ্রাউন্ডে সেলফি তুলে সামাজিক মাধ্যমে নিজেদের দুঃসাহসকে বিজ্ঞাপিত করা। কড়া মূল্য চোকাতে হয়েছিল। বজ্রপাতে ষোলোজনেরই মৃত্যু হয়।

জুলাই, ২০১৮ : এটাও রাজস্থানের ঘটনা। তিন শ্রমিক কাজে যাওয়ার সময় পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হন। তাঁরা যখন রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে কাতরাচ্ছিলেন, তখন তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার বদলে পথচারীরা দুর্ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে সেলফি তুলতে ব্যস্ত ছিলেন। ঠিক সময়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে হয়তো শ্রমিকদের বাঁচানো যেত।

শুধুই কি রাজস্থান? না, ব্যাপারটা মোটেই তেমন নয়। যেমন, ২০১৫ সালে মহারাষ্ট্রের নাগপুরে লেকে নৌকাবিহারের সময় সেলফি তুলতে গিয়ে ডুবে মৃত্যু হয় সাত তরুণের। ২০১৯ সালে তামিলনাড়ুর উথানগারাই এলাকায় নদীতে দাঁড়িয়ে সেলফি তোলার সময় একই পরিবারের চারজন ভেসে যান। পরে তাঁদের দেহ উদ্ধার করা হয়। চলতি বছর মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে নর্মদা নদীর ধারে দাঁড়িয়ে সেলফি তুলতে গিয়ে ১৭ বছরের এক কিশোর তলিয়ে যায়। হায়দরাবাদে পাঁচতলার ছাদে দাঁড়িয়ে সেলফি তুলছিলেন কলেজ ছাত্ররা। তাঁদের একজন টাল সামলাতে না পেরে, বন্ধুদের চোখের সামনেই ছাদ থেকে পড়ে মারা যান। এমন উদাহরণ আরও আছে যা লেখার জন্য পত্রিকার একটা গোটা পাতা অবশ্যই কম পড়বে, কারণ মদীয় ভারতভূমি ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক মহলে 'ওয়ার্ল্ড ক্যাপিটাল অফ সেলফি ডেথ' আখ্যায় ভূষিত হয়েছে। কোভিড পূর্ববর্তী সময়ে আমেরিকার ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ মেডিসিন-এর সমীক্ষা রিপোর্ট জানাচ্ছে, ২০১১ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে বিশ্বে সেলফি তুলতে গিয়ে ২৫৯ জনের মৃত্যু হয়েছিল, আর তার মধ্যে শুধু ভারতেই মারা গিয়েছিলেন ১৫৯ জন! আর যদি কোভিড পরবর্তী তথ্যে চোখ রাখি? সেই তথ্যও কম উদ্বেগজনক নয়। আমেরিকার বারবার ল' ফার্মের সমীক্ষা জানাচ্ছে, ২০১৪ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে বিশ্বে সেলফি তুলতে গিয়ে দুর্ঘটনায় পড়েন ২৭১ জন। তাঁদের মধ্যে ২১৪ জন মারা গিয়েছেন এবং ৫৭ জন আহত হয়েছেন। এই ঘটনাগুলোর প্রায় অর্ধেক অর্থাৎ ৪২.১ শতাংশই ভারতে ঘটেছিল!

কোথাও ঘুরতে গিয়ে জায়গাটা ভালো করে না দেখেই প্রথমে সেখানে দাঁড়িয়ে একটা সেলফি তুলতে ইচ্ছে করে? দুর্গাপুজোয় প্যান্ডেলে ঢুকেই প্রতিমা কেমন হয়েছে তা ভালো করে না দেখেই প্রথমে একটা সেলফি তুলতে ইচ্ছে করে? কোনও কাজ নেই, বসে বসে বোর ফিল করলে সেলফি তুলতে ইচ্ছে করে? কত নিত্যনতুন উপায়ে সেলফি তুলে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করলে আরও বেশি 'লাইক' পাবেন সেই ভাবনা সর্বদা মাথায় ঘুরপাক খায়? প্রতিদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় সেলফি পোস্ট না করলে অবসাদ আসে? সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা সেলফিতে বেশি 'লাইক' না পড়লে নিজের গ্রহণযোগ্যতা কমে যাচ্ছে ভেবে উদ্বেগে থাকেন? উপরের এই সমস্ত উপসর্গের এক বা একাধিক যদি আপনি নিজের মধ্যে খুঁজে পান, তবে আপনি একটি বিশেষ ধরনের মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত, যার নাম সেলফিয়াইটিস।

তথ্য বলছে, ২০০১ সালে অস্ট্রেলিয়ার কয়েকজন বাসিন্দা ডিজিটাল ক্যামেরায় নিজেদের যে ছবি তুলে ইন্টারনেটে পোস্ট করেছিলেন, সেটাই নাকি প্রথম সেলফি। যদিও আমরা বাঙালিরা জানি যে, প্রায় ১০০ বছর আগে, সেই ১৯৩৬ সালে সত্যজিৎ রায় ক্যামেরার শাটারে সুতো বেঁধে নিজের ও মায়ের ছবি তুলেছিলেন। সে যাই হোক, ইন্টারনেটের কল্যাণে ২০০১ সালে অস্ট্রেলিয়ানদের সেই ডিজিটাল সেলফি ভাইরাল হতে বেশি সময় লাগেনি। আর তার কয়েক বছরের মধ্যে মোবাইল ফোনে ক্যামেরার প্রচলন শুরু হওয়ার পর সেলফি রাতারাতি ট্রেন্ডে পরিণত হয়, যা এখন মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইন্টারনেটে প্রতিনিয়ত এমন প্রচুর খবর ভাইরাল হয় যেগুলোর আদৌ কোনও ভিত্তি নেই, অর্থাৎ সেগুলো ভুয়ো খবর বা ফেক নিউজ। ভিত্তিহীন তথ্যে ভরা এমন খবর অবশ্যই ক্ষতিকর। কিন্তু সেলফির প্রতি আসক্তির জেরে আমরা যে ক্রমশ এক বিশেষ মানসিক সমস্যায় জড়িয়ে পড়ছি, সেই বিষয়টির প্রতি বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার কারণ ছিল একটি ভুয়ো খবর। ২০১৪ সালে ইন্টারনেটে কেউ একজন একটি ভুয়ো খবর পোস্ট করেছিল। খবরটিতে দাবি করা হয় যে, আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনের তরফে ঘোষণা করা হয়েছে সেলফির প্রতি আসক্তি আদতে এক ধরনের মানসিক সমস্যা। খবরটিতে সেই মানসিক সমস্যার একটি নামও দেওয়া হয়েছিল- সেলফিয়াইটিস।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই জানা গেল খবরটি ভুয়ো। আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশন জানিয়ে দিল যে, তারা এমন কোনও ঘোষণা করেনি। যদিও বিষয়টি সেখানেই ধামাচাপা পড়ল না। খবরটি ভুয়ো হলেও খবরের বিষয়টি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে গবেষণারত বিশেষজ্ঞদের ভাবিয়ে তুলল। ইউনাইটেড কিংডমের নটিংহ্যাম ট্রেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের আচরণগত আসক্তি (Behavioral Addiction) বিষয়ের নামী অধ্যাপক ডঃ মার্ক গ্রিফিথস এবং ভারতের থিয়াগারাজার স্কুল অফ ম্যানেজমেন্টের অধ্যাপক ডঃ জনার্থনন বালাকৃষ্ণান ঠিক করলেন তাঁরা এই বিষয়ে সমীক্ষা চালিয়ে দেখবেন যাঁদের সেলফির প্রতি আসক্তি রয়েছে তাঁরা আদৌ কোনও মানসিক সমস্যার শিকার কি না। দুই অধ্যাপক ঠিক করলেন তাঁরা প্রায় ৩০০ জন ভলান্টিয়ারের উপর সমীক্ষা চালাবেন। কিন্তু সমীক্ষার জন্য কোন দেশের ভলান্টিয়ারদের বেছে নেওয়া হবে? হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। সমীক্ষার জন্য বেছে নেওয়া হল ভারতের তরুণ-তরুণীদের। কারণ ভারতে ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা এবং সেলফি তুলতে গিয়ে মৃত্যুর ঘটনা- দুটোই বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি।

সেই সমীক্ষার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল 'মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড অ্যাডিকশন' নামে একটি আন্তর্জাতিক জার্নালে। রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল, 'অ্যান এক্সপ্লোরেটরি স্টাডি অফ সেলফিয়াইটিস অ্যান্ড দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য সেলফিয়াইটিস বিহেভিয়ার স্কেল'। এই রিপোর্টটি প্রকাশিত হওয়ার পর দুনিয়াজুড়ে হইচই পড়ে যায়। সমীক্ষায় বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে ভলান্টিয়াররা যা বলেছিলেন তার সারমর্ম অনেকটা এরকম যে, সেলফি তুললে নাকি তাঁদের মানসিক চাপ কমে, তাঁরা মনে করেন সেলফিতে বেশি 'লাইক' পেলে তাঁদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, একটা সুন্দর সেলফি অন্যদের থেকে প্রতিযোগিতায় তাঁদের এগিয়ে থাকতে সাহায্য করে, আর এর ফলে তাঁদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায় এবং সেলফি পোস্ট করে সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেকে প্রাসঙ্গিক রাখা যায়। অনেকে এটাও জানিয়েছেন, বেশি 'লাইক' ও 'কমেন্ট' পেতে তাঁরা নিয়মিত ফোটো এডিটিং টুল ব্যবহার করেন যাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা সেলফিগুলি আরও আকর্ষণীয় হয়।

ভলান্টিয়ারদের কাছ থেকে পাওয়া উত্তরগুলি বিশ্লেষণ করে মার্ক গ্রিফিথস এবং জনার্থনন বালাকৃষ্ণান তাঁদের সমীক্ষার রিপোর্টে জানিয়েছেন, সেলফিয়াইটিস এক বিশেষ ধরনের অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থা। এই মানসিক অবস্থাকে তাঁরা কার্যত অবসেসিভ কমপালসিভ ডিসঅর্ডারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। অবসেসিভ কমপালসিভ ডিসঅর্ডার হল এমন এক মানসিক অবস্থা যেক্ষেত্রে রোগীরা যুক্তিহীনভাবে একই কাজ বারবার করে থাকেন এবং সেই কাজ করা থেকে নিজেদের বিরত করতে পারেন না। গ্রিফিথস ও বালাকৃষ্ণান জানিয়েছেন, যাঁরা সেলফিয়াইটিস নামক এক বিশেষ মানসিক অবস্থার শিকার তাঁরা অবচেতনে কমবেশি আত্মকেন্দ্রিক, সর্বদা আত্মবিশ্বাসের অভাবে এবং নিজের পরিচিত মহলে যে কোনও মূল্যে নিজেকে প্রাসঙ্গিক রাখতে চান। আত্মবিশ্বাসের অভাবে তাঁরা আশঙ্কা করেন যে, বাকিদের তুলনায় তাঁদের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বুঝি কমে যাচ্ছে এবং তাঁদের প্রতি কেউ মনোযোগ দিচ্ছে না। তাঁরা এই উদ্বেগে ভোগেন যে, সোশ্যাল মিডিয়ায় 'লাইক' ও 'কমেন্ট' পাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁরা বুঝি পরিচিতদের তুলনায় পিছিয়ে পড়ছেন। তাই তাঁরা অবচেতনে বিশ্বাস করেন যে, নিত্যনতুন সেলফি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করলে তাঁদের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে, নিজেকে পরিচিত মহলে প্রাসঙ্গিক রাখতে পারবেন এবং এইভাবে তাঁরা আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবেন।

আপনি সেলফিয়াইটিসে কতটা গুরুতরভাবে আক্রান্ত তা বোঝার জন্য বিশেষজ্ঞরা তিনটি পর্যায়ের উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল, 'বর্ডারলাইন', 'অ্যাকিউট' এবং 'ক্রনিক'। বর্ডারলাইনে তাঁরা রয়েছেন যাঁরা দিনে অন্তত তিনটি সেলফি তোলেন কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন না। অ্যাকিউট পর্যায়ে রয়েছেন তাঁরা যাঁরা দিনে অনন্ত তিনটি সেলফি তোলেন এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় সেগুলি পোস্ট করেন। যাঁরা দিনে ছয়টিরও বেশি সেলফি তোলেন এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় সেগুলি পোস্ট করেন তাঁরা সেলফিয়াইটিসের 'ক্রনিক' রোগী।

গ্রিফিথস এবং বালাকৃষ্ণানের দাবি, সেলফিয়াইটিস যে একটি গুরুতর অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থা তা তাঁদের সমীক্ষায় প্রমাণিত। গ্রিফিথস এবং বালাকৃষ্ণানের এই সমীক্ষার পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই বিশেষজ্ঞরা এখন সেলফিয়াইটিস নিয়ে আরও গবেষণা চালাচ্ছেন। মনোবিদদের অনেকেই বলছেন, কেউ সেলফিয়াইটিসে আক্রান্ত হলে অবশ্যই তাঁর উপযুক্ত চিকিৎসা প্রয়োজন। তাঁদের অনেকের মতে কগনিটিভ বিহেভিয়রাল থেরাপির মাধ্যমে সেলফিয়াইটিসের চিকিৎসা সম্ভব।

সেলফিয়াইটিস নিয়ে বিশ্বজুড়ে এই চর্চার প্রেক্ষিতে ২০১৪ সালে শব্দটি অক্সফোর্ড অভিধানে ঠাঁই পেয়েছে। অক্সফোর্ড জানিয়েছে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে এর আগে অন্য কোনও শব্দ নিয়ে এত চর্চা হয়নি, যা সেলফিয়াইটিস নিয়ে হয়েছে। প্রথমে অক্সফোর্ড অভিধানে শব্দটির অর্থ লেখা ছিল 'এক জাতীয় মানসিক সমস্যা'। কিন্তু পরবর্তীতে তা নিয়ে বিশেষজ্ঞরা প্রতিবাদ করেন। তাঁদের মতে, চিকিৎসাশাস্ত্রে 'আইটিস' (itis) শব্দটি সাধারণত প্রদাহ বোঝায়। যেমন, কনজাংটিভাইটিস অর্থাৎ কনজাংটিভায় প্রদাহ। বিশেষজ্ঞদের মত মেনে পরবর্তীতে অভিধানে সেলফিয়াইটিস-এর অর্থ পালটে লেখা হয় ইনফ্ল্যামেশন অফ দি ইগো অর্থাৎ অহং-এর প্রদাহ। অর্থটা সঠিক। কারণ বিশেষজ্ঞরাও তেমনটাই বলেছেন- যাঁরা সেলফিয়াইটিসে ভোগেন তাঁরা নিজেদের অহং নিয়ে অতিমাত্রায় উদ্বেগে থাকেন।

(লেখক অক্ষরকর্মী)

- এআই

আজ

১৯৯১

আজকের দিনে প্রয়াত হন মহিষাসুরমর্দিনী খ্যাত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।

১৯৩৩

নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

দশকের পর দশক ধরে অন্য দেশে সরকার পরিবর্তন বা জাতি গঠনের এক ধরনের ব্যর্থ চক্রে আটকে ছিল আমাদের পররাষ্ট্রনীতি। এবার তার পরিবর্তন করা হচ্ছে। এমন একটা নীতি ছিল যাতে সরকারি উৎখাত, অন্য দেশে আমাদের শাসন কায়েম ইত্যাদিতে মিত্রের চেয়ে শত্রু বেশি তৈরি হচ্ছিল।

- তুলসী গ্যাবার্ড
(মার্কিন গোয়েন্দা প্রধান)

ভাইরাল/১

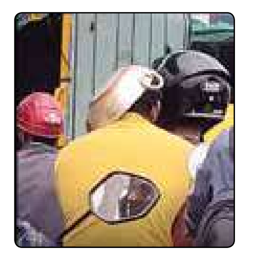

কড়াইয়ে ডিম ভাজা যায়। কিন্তু সেটা দিয়ে কি হেলমেটের কাজ হয়? বেঙ্গালুরুতে এমনই ঘটনা ঘটল। বাইকের পিছনে বসে ছিলেন একজন। পুলিশ দেখেই হাতের কড়াইটিকে মাথায় চাপিয়ে সটান হেলমেট করে নিলেন। হাসির ঝড়।

ভাইরাল/২

বৃন্দাবনের বাঁকে বিহারী মন্দির প্রাঙ্গণ সাফাইয়ে নামলেন এলাহাবাদ হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অশোক কুমা, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট চন্দ্রপ্রকাশ সিং, এসএসপি শ্লোক কুমার। কেউ ঝাড়ু দিলেন, কেউ জঞ্জাল তুললেন, কেউ পাইপে করে জল দিলেন। ভিডিও ভাইরাল।

জনমন
জনমত

প্রকৃতির খামখেয়ালিপনায় হতাশা

পরিবেশের অনিশ্চিত আচরণে প্রকৃতি যেন আজ নিজেই কৃষকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ করে নেমে আসা অকাল বৃষ্টি আর আবহাওয়ার অস্থিরতায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে শীতলকুচি ব্লকের খলিসামারি পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ কৃষিজমি। যেসব মাঠে কিছুদিন আগেও ছিল সবুজ ধানের গাছ, সেসব জমি এখন কাদা আর হতাশার প্রতীক। ধানের গাছ আছে, কিন্তু নেই তাতে কোনও প্রাণ। শীষের বদলে ফাঁকা দণ্ড। বিঘার পর বিঘা একই ছবি। কৃষকের ঘাম যেন মাটিতে মিশে গিয়েছে।

শুধু বৃষ্টির কারণে নয়, ধানের সর্বনাশ ডেকে এনেছে এক অজানা প্রজাতির পোকাও। কৃষকরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই সেই পোকার আক্রমণে ধানের গাছ একেবারে শেষ হয়ে গিয়েছে। চোখের সামনে দিনের পর দিনের পরিশ্রম আর আশার ফসল নষ্ট হয়ে যেতে দেখেও তাঁরা কিছুই করতে পারেননি।

এরই মাঝে ভরসার আরেক দিক তামাক চাষও যেন প্রকৃতির রোষে পড়েছে। তামাকের বীজ বপনের পরপরই ঘূর্ণিঝড় মন্থার প্রভাবে টানা বৃষ্টিতে ডুবে গিয়েছে চাষের জমি। পচে গিয়েছে বীজ, নষ্ট হয়েছে গাছের গোড়া। ফসলের জায়গায় এখন শুধু জল আর কাদা।

দেশের অন্নদাতারা আজ যেন নিজেরাই অন্নহীন। যাঁরা সারাজীবন অন্যের পাতে ভাত তুলে দেন, তাঁদের ঘরে আজ চুলো জ্বলে না। বাজারে ধানের দাম নেই, আবার বিক্রির মতো ফসলও নেই। তার ওপর এসআইআরের কঠোর চাপ, ঋণ আর সুদের বোঝা- সব মিলিয়ে খেটেখাওয়া মানুষজন আজ দিশেহারা। তাই বৃদ্ধ কৃষককে কাঁপা গলায় বলতে শোনা যায়, 'আমার জীবনটা যেন এ বছর বৃষ্টিতে আর পোকার খপ্পরে ভেসে গেল।'

আলমগির মিয়াঁ, শীতলকুচি।

সূর্যনগর মাঠ উন্মুক্ত থাকলেই ভালো

শিলিগুড়ির সূর্যনগর মাঠ বহু বছর ধরে এই এলাকার মানুষের প্রাণের অংশ হয়ে আছে। সকাল-বিকেলে ছোট-বড় সবাই এখানে খেলা করে, ব্যায়াম করে, হাঁটে। এই মাঠ শুধু একটা খেলার জায়গা নয়, এটা শিলিগুড়ির সমাজজীবনের হৃৎস্পন্দন। এখন শোনা যাচ্ছে, এই সুন্দর মাঠটিকে ঘেরাও করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

প্রশ্ন হল, এই মাঠ যদি ঘেরাও করে ফেলা হয়, তাহলে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে বাচ্চা ও তরুণরা খেলবে কোথায়? শিলিগুড়িতে এমন উন্মুক্ত ও বড় খেলার মাঠের সংখ্যা হাতেগোনা। সূর্যনগর মাঠই একমাত্র জায়গা যেখানে মানুষ মুক্তভাবে শ্বাস নিতে পারেন। যদি এই মাঠ ঘেরাও করে দেওয়া হয় বা কোনওভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে শারীরিক অনুশীলন, খেলা, সামাজিক বন্ধন সবেরই ক্ষতি হবে। এলাকার তরুণদের মধ্যে খেলার উৎসাহ কমে যাবে এবং তারা মোবাইল, গেমসের দিকে ঝুঁকবে।

এই অবস্থায় স্থানীয় প্রশাসনের কাছে আবেদন, এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা হোক। সূর্যনগর মাঠ যেন আগের মতোই সবার জন্য উন্মুক্ত থাকে।

রীতম হালদার, সংহতি মোড়, শিলিগুড়ি।

রবীন্দ্রসাহিত্য, সিনেমা ও সত্যজিৎ

রবীন্দ্র গল্প অবলম্বনে সত্যজিৎ নির্মাণ করেছিলেন পাঁচটি চলচ্চিত্র; কয়েকটিতে রবীন্দ্রসংগীতও পেয়েছে বিশেষ গুরুত্ব।

অরবিন্দ ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সত্যজিৎ রায়, বাঙালি তথা ভারতীয় সংস্কৃতির দুই উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। সাহিত্য, শিল্প ও সংগীতে দুজনেই ছিলেন অনবদ্য। সত্যজিৎ যখন জন্মালেন রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ৬০। ১৮৮০ সালে উপেন্দ্রকিশোর ময়মনসিংহ থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র ঘটে ঠাকুরবাড়িতেই। দেবেন্দ্র-পুত্র রবি ছিলেন উপেন্দ্রকিশোরের প্রায় সমবয়সি। একই সূত্র ধরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ উপেন্দ্র-পুত্র সুকুমারের। সুকুমার একবার শিশুপুত্র সত্যজিৎকে (মানিক) নিয়ে শান্তিনিকেতনে কবির সঙ্গে দেখা করতে যান। সুকুমার বলেছিলেন, 'আচ্ছা, আমার ছেলেকে আপনার আশ্রমে রাখবেন?' কবিগুরুর উত্তর, 'তোমার স্ত্রী যদি সম্মত হন।' পরবর্তীতে কবি-সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে সত্যজিৎ লিখছেন, 'রবীন্দ্রনাথকে আমি প্রথম কখন দেখেছিলাম তা আমার মনে নেই। তবে মনে আছে মা-এর সঙ্গে একবার পৌষমেলায় শান্তিনিকেতন গিয়েছিলাম। সঙ্গে নতুন অটোগ্রাফের খাতা।'

সেদিন রবীন্দ্রনাথ ছোট্ট মানিকের অটোগ্রাফের খাতায় লিখে দিয়েছিলেন ছোট্ট একটি কবিতা- 'বহু দিন ধরে... একটি ধানের শিষের উপরে/ একটি শিশির বিন্দু।' তার অনেক পর, সত্যজিৎ রায় ১৯৪০ সালের জুলাই-এ শান্তিনিকেতনে আসেন চারুকলা পড়তে, সত্যজিৎ যখন কলা ভবনের ছাত্র, রবীন্দ্রনাথ তখন বৃদ্ধ।

শান্তিনিকেতনে সত্যজিৎ প্রায় আড়াই বছর কাটান। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর এক বছর পর সত্যজিৎ শান্তিনিকেতন ছাড়েন, তখন তাঁর বয়স মাত্র ২০।

রবীন্দ্র গল্পকে কেন্দ্র করে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন এমন পরিচালকের সংখ্যা নেহাত কম নয়। ১৯২৯ সালে শিশিরকুমার ভাদুড়ির 'বিচারক' দিয়ে শুরু হয় রবীন্দ্রসাহিত্যকেন্দ্রিক সিনেমা। তারপর মৃণাল সেন, তপন সিংহ- অনেকেই। কিন্তু সর্বাগ্রণী তথা সার্থক একমাত্র সত্যজিৎই। সাহিত্য ও চলচ্চিত্র দুটিতেই ভিন্ন স্বাদের শৈল্পিকতা সমভাবে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু চলচ্চিত্রে চরিত্রকেন্দ্রিক অনন্য শিল্প সৃষ্টি দেখা যায় শুধুমাত্র সত্যজিতের ক্ষেত্রে।

রবীন্দ্র গল্পকে কেন্দ্র করে সত্যজিৎ মোট পাঁচটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। ১৯৬১ সালে তিনটি ছোটগল্প 'পোস্টমাস্টার', 'মণিহারা' ও 'সমাপ্তি' নিয়ে নির্মাণ করেন 'তিন কন্যা'। এই ছবিটিতে ভিন্ন পটভূমি এবং সামাজিক পরিবেশের তিন তরুণীর আবেগঘন অভিজ্ঞতা ফুটে উঠেছে। এরপর ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীতে রবীন্দ্রজীবন ও কর্মের উপর নির্মাণ করেন ৫৪ মিনিটের একটি তথ্যচিত্র 'Rabindranath Tagore'। এরপর ১৯৬৪-তে উপন্যাস 'নষ্টনীড়' অবলম্বনে নির্মাণ করেন 'চারুলতা', সবশেষে, ১৯৮৪ সালে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসকে কেন্দ্র করে বাংলার স্বদেশি আন্দোলনের পটভূমিতে নির্মাণ করেন 'ঘরে বাইরে'। সত্যজিৎ কয়েকটি ছবিতে রবীন্দ্রসংগীতও ব্যবহার করেন।

সত্যজিৎ রায় একজন অসামান্য চলচ্চিত্র পরিচালক। রবীন্দ্র পরবর্তী যুগে কেউ যদি স্বশিল্পের মাধ্যমে নারীর অবস্থা ও অগ্রগতিকে প্রস্ফুটিত করে সকলকে অনুপ্রাণিত করে থাকেন তাহলে অবশ্যই তিনি সত্যজিৎ রায়।

তাঁর নির্মিত নারীকেন্দ্রিক চলচ্চিত্রগুলি যে নারীদের আগামীর আশা দেয় তা অস্বীকার করা যায় না। রবীন্দ্র গল্পকেন্দ্রিক যে চলচ্চিত্রগুলি তৈরি করেছেন, সেখানে তিনি তাঁর নিজস্ব চিন্তাভাবনার প্রসার ঘটিয়েছেন। চলচ্চিত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন নারীদের সঠিক সত্যের রূপ। এককথায় সমাজবদ্ধ, সংসারাবদ্ধ, পুরুষশাসিত এবং সর্বোপরি পরাধীন ভারতের স্বাধীনচেতা নারীচরিত্রগুলিকে বাস্তবচিত্র দিয়েছেন রবীন্দ্রপ্রেমী সত্যজিৎই।

(লেখক পেশায় শিক্ষক। মালদার বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৮২

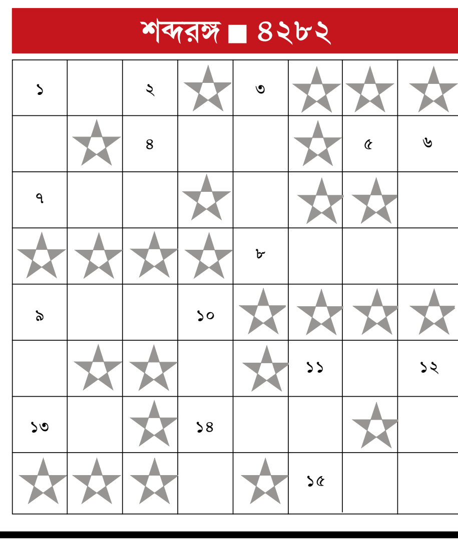

পাশাপাশি : ১। পুঁজিপতি, ধনশালী, ধনী ৪। ছয় মাস ৫। গলার গয়নাবিশেষ, বাঁশের শলা দিয়ে তৈরি পর্দা ৭। নৃত্য বা তবলার বোলবিশেষ ৮। বাংলার অধুনালুপ্ত কিন্তু ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বাণিজ্য-বন্দর, সাতগাঁ ৯। পঞ্চপ্রদীপের অন্যতম ১১। নব্বই সংখ্যা ১৩। অপ্সরাবিশেষ, কলা গাছ ১৪। চিত্রকর, রঞ্জনশিল্পী ১৫। ছাউনি, তাঁবু, সেনানিবাস।

উপর-নীচ : ১। মূল গায়কের সঙ্গে সহযোগিতা ২। এঁটে বাঁধা, কষানো, মাংস ইত্যাদি সাঁতলানো ৩। বাস, স্থায়ী বাস ৬। শপথ, দিব্যি ৯। তীব্র চিৎকার, বজ্র ১০। পরাধীন, অধীন ১১। নকশাযুক্ত ১২। চোখের রোগবিশেষ, অন্ধকার।

সমাধান ■ ৪২৮১

পাশাপাশি : ১। বনাশ্রম ৩। বাতাসা ৫। বনবাদাড় ৭। তুখড় ৯। ধকল ১১। বরকন্দাজ ১৪। সাদর ১৫। কনকন।

উপর-নীচ : ১। বজ্রকেতু ২। মকুব ৩। বাহবা ৪। সাবাড় ৬। দারক ৮। খদির ১০। লঘুজ্ঞান ১১। বচসা ১২। কন্দর ১৩। জম্বুক।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

লন্ডনে ট্রেনে ছুরি-হামলা

লন্ডন, ২ নভেম্বর : লন্ডনে ভিড় ট্রেনে একের পর এক যাত্রীকে ছুরি দিয়ে কোপাল দুষ্কৃতীরা। কমপক্ষে ১০ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। দুই সন্দেহভাজনকে আটক করেছে পুলিশ। তবে ধৃতরাই হামলা চালিয়েছে কি না তা নিশ্চিত নয়। ব্রিটিশ ট্রান্সপোর্ট পুলিশের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, শনিবার সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ কেম্ব্রিজসায়ারের কাছে চলন্ত ট্রেনে হামলা চালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। আততায়ীরা সংখ্যায় অন্তত ২ জন ছিল। ট্রেনটি ডঙ্কাস্টার থেকে কিংস ক্রসের দিকে যাচ্ছিল। এক প্রত্যক্ষদর্শীর দাবি, প্রথমে এক আততায়ী একটি বড় ছুরি হাতে যাত্রীদের ভয় দেখাতে থাকে। আতঙ্কিত যাত্রীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি শুরু হয়। তখনও সামনে থাকা লোকজনকে কোপাতে থাকে ওই ব্যক্তি। তার সঙ্গে আরও একজন ছিল বলে ওই প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন। স্টেশন আসার আগেই ট্রেন থেকে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে যায় হামলাকারীরা। ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মার। অভিযুক্তদের দ্রুত চিহ্নিত করতে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

ধ্বংস জঙ্গি জাহাজ, দাবি

ওয়াশিংটন, ২ নভেম্বর : ক্যারিবীয় সাগরে ক্রমশ সক্রিয়তা বাড়াচ্ছে মার্কিন নৌসেনা। রবিবার সেখানে একটি জাহাজে হামলা চালিয়েছে তারা। জাহাজটি একটি জঙ্গি গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে ছিল বলে নৌবাহিনী জানিয়েছে। তবে সেটি কোন জঙ্গি সংগঠনের এদিন পর্যন্ত তা নিশ্চিত হয়নি। আমেরিকার হামলায় জাহাজে থাকা অন্তত ৩ জন সওয়ারির মৃত্যু হয়েছে বলে খবর।

মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ জানান, জাহাজটি একটি জঙ্গি গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে ছিল। নৌসেনা হামলা চালিয়ে সেটিকে ধ্বংস করেছে। সমাজমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, 'বেআইনি মাদক পাচারের জন্য জঙ্গিরা জাহাজটিকে ব্যবহার করছিল। মাদক পাচারের জন্য চিহ্নিত জলপথ ধরে জাহাজটি এগোচ্ছিল। সেটিতে প্রচুর পরিমাণে মাদক ছিল। গোয়েন্দাদের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়ার পরেই অভিযান চালানো হয়েছে।'

সেপ্টেম্বর থেকে ক্যারিবীয় সাগরে গতিবিধি বাড়িয়েছে মার্কিন সেনা। এই নিয়ে তারা ওই এলাকায় অন্তত ১৫টি হামলা চালিয়েছে। মার্কিন অভিযানে মৃত্যু হয়েছে ৬৪ জনের। তবে নিহতদের সকলেই মাদক পাচারকারী বা জঙ্গি কি না তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে।

বহুতলে আগুন

কুয়ালা লামপুর, ২ নভেম্বর : দিনকয়েক আগেই এই শহরে এসেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মালয়েশিয়ার রাজধানী সেই কুয়ালালামপুরের বিখ্যাত পেট্রোনাস টাওয়ারের একাংশে রবিবার আগুন লেগেছে। অগ্নিকাণ্ডের জেরে বহুতলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলেও কোনও প্রাণহানির খবর নেই। মনে করা হচ্ছে, টাওয়ারের ৯৩ তলের রেস্তোরাঁ থেকেই আগুন ছড়িয়েছে। দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন প্রায় ৫ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয় দমকল আধিকারিক হাসান আসারি ওমর জানান, ১৪৮৩ ফুট উঁচু পেট্রোনাস জোড়া টাওয়ারের ঠিক পিছনে তৃতীয় টাওয়ারটি অবস্থিত। সেখানেই আগুন লেগেছিল।

মহাকাশে ইঁদুর

বেজিং, ২ নভেম্বর : মহাকাশে নিজস্ব মহাকাশকেন্দ্র তিয়ানগংয়ে নভশ্চরদের পাঠাল চিনের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা। ৩ নভশ্চরের সঙ্গেই মহাকাশে পাড়ি জমিয়েছে ৪টি ইঁদুর। শনিবার শেনঝো-২১ মহাকাশযানে সওয়ার হয়ে নভশ্চর ও ইঁদুরের দল তিয়ানগংয়ে পৌঁছে গিয়েছে। চিনের সরকারি সংবাদমাধ্যম জিনহুয়া জানিয়েছে, মহাকাশে ইঁদুরের ওপর গবেষণা চালানো হবে। সেজন্য ৩০০ ইঁদুরকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। তাদের মধ্যে ৪টিকে মহাকাশযাত্রার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। ইঁদুরগুলির মধ্যে ২টি পুরুষ এবং ২টি স্ত্রী। মহাকাশকেন্দ্রে ভরশূন্য অবস্থায় ইঁদুরগুলির মধ্যে কী পরিবর্তন হয় এবং সেগুলির আচরণ কেমন থাকে তা খতিয়ে দেখা হবে।

লালুকে খোঁচা

পাটনা, ২ নভেম্বর : নাতি-নাতনিদের সঙ্গে সম্প্রতি হ্যালোউইন পালন করায় আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবকে কটাক্ষ করল বিজেপি। মহাকুম্ভ মেলাকে ফালতু বলে যে মন্তব্য তিনি করেছিলেন, তাকে সামনে এনে বিজেপির কিষান মোর্চা বলেছে, 'বিহারবাসী ভুলে যাবেন না। লালু আস্থা ও আধ্যাত্মিকতার মহাকুম্ভকে ফালতু বলেছিলেন। আর ব্রিটিশ উৎসব হ্যালোউইন পালন করছেন। যাঁরা আস্থায় আঘাত করেন তাঁদের বিহারের মানুষ ভোট দেন না।'

জনতার দরবারে... পাটনার রাজপথে প্রধানমন্ত্রী মোদি (ওপরে)। বেগুসরাইতে জেলেদের সঙ্গে রাহুল। রবিবার।

রোড শো নমোর, পুকুরে সাঁতার রাগার

পাটনা, ২ নভেম্বর : প্রথম দফার বিধানসভা ভোটের আগে শেষ রবিবাসরীয় প্রচারে বিহারে ঝড় তোলার পাশাপাশি ভিন্ন মেজাজে ধরা দিলেন শাসক ও বিরোধী শিবিরের দুই মহারথী- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। বিহারের তরুণ ও মহিলা ভোটারদের মন পেতে এদিন পাটনার রাস্তায় একটি রোড শো-ও করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তার দু-ধারে মোদিকে দেখার জন্য জমেছিল মানুষের ভিড়। মোদি-মোদি স্লোগানের পাশাপাশি তাঁকে দেখে আরতিও করেন অনেকে।

উলটোদিকে বিহারের জেলে ও মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের কাছের লোক হিসেবে নিজেকে তুলে ধরতে বেগুসরাইয়ে একটি পুকুরে নেমে সাঁতার কাটেন রাহুল। মৎস্যজীবীদের সঙ্গে জাল দিয়ে মাছও ধরেন তিনি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ভিআইপি নেতা মুকেশ সাহনি এবং কংগ্রেস নেতা কানহাইয়া কুমার। রাহুলকে এহেন অবতারে পেয়ে আপ্লুত হন মৎস্যজীবীরা।

আরায় একটি নির্বাচনি প্রচারে মোদি বলেন, 'জঙ্গলরাজ ছিল সেই অন্ধকার যা বিহারকে গিলে খেয়েছিল। আরজেডি-র জঙ্গলরাজ বলতে বোঝায় কাট্টা, কুশাসন, নৃশংসতা এবং দুর্নীতি।' আরজেডি কংগ্রেসের মাথায় কাট্টা রেখে তেজস্বীকে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য করেছে বলে দাবি করেন তিনি। কংগ্রেসকে নিশানা করতে গিয়ে অপারেশন সিঁদুর এবং পাকিস্তান প্রসঙ্গ টেনে আনেন প্রধানমন্ত্রী।

> জঙ্গলরাজ ছিল সেই অন্ধকার যা বিহারকে গিলে খেয়েছিল। আরজেডি-র জঙ্গলরাজ বলতে বোঝায় কাট্টা, কুশাসন, নৃশংসতা এবং দুর্নীতি।
> **নরেন্দ্র মোদি**

> বড় ছাতি থাকলেই আপনি খুব সাহসী হয়ে যাবেন না। মহাত্মা গান্ধির দিকে তাকান। তাঁর ৫৬ ইঞ্চির ছাতি ছিল না। তবুও তিনি তৎকালীন সুপার পাওয়ার ব্রিটিশের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন।
> **রাহুল গান্ধি**

তিনি বলেন, 'ভারত এখন জঙ্গিদের গোপন আস্তানায় ঢুকে আক্রমণ করে। সম্প্রতি আমরা অপারেশন সিঁদুর করেছিলাম। সেনাবাহিনীর ওই সাফল্যের পরও কংগ্রেস, আরজেডি অখুশি। পাকিস্তানে যখন ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয়েছিল তখন কংগ্রেসের রাজপরিবারের চোখের ঘুম উড়ে গিয়েছিল।'

মোদির এই আক্রমণের জবাবে বেগুসরাই এবং খাগাড়িয়ায় রাহুল অভিযোগ করেন প্রধানমন্ত্রী মার্কিন প্রেসিডেন্টকে ভয় পান। তিনি বলেন, 'বড় ছাতি থাকলেই আপনি খুব সাহসী হয়ে যাবেন না। মহাত্মা গান্ধির দিকে তাকান। তাঁর ৫৬ ইঞ্চির ছাতি ছিল না। তবুও তিনি তৎকালীন সুপার পাওয়ার ব্রিটিশের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। অন্যদিকে নরেন্দ্র মোদির ৫৬ ইঞ্চি ছাতি থাকা সত্ত্বেও অপারেশন সিঁদুরের সময় ট্রাম্পের ফোনে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। ওই ফোনের পরই পাকিস্তানের সঙ্গে সামরিক সংঘাত দু-দিনে বন্ধ হয়ে যায়। মোদি শুধু ট্রাম্পকেই ভয় পান না, তিনি আম্বানি ও আদানির রিমোট কন্ট্রোলে পরিচালিতও হন।' কংগ্রেস নেতার তোপ, 'প্রধানমন্ত্রী ভোটের জন্য সবকিছু করতে পারেন। ওঁকে যদি যোগব্যায়াম করতে বলেন, কয়েকটি যোগাসন করে দেখাতে বলেন তাহলে উনি তাই করবেন। কিন্তু ভোটের পর উনি বিহারেও আসবেন না, আপনাদের কথাও শুনবেন না।' এদিকে মোদির জঙ্গলরাজ কটাক্ষের জবাবে এনডিএ জমানায় বিহারে মহা জঙ্গলরাজ চলছে বলে পালটা নিশানা করেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব।

হিমাচলে গাড়ি উলটে আহত ২৯

উলটে পড়া টেম্পোয় চলছে উদ্ধারকাজ। রবিবার সিমলার কুমারসাইনে।

সিমলা, ২ নভেম্বর : ফের দুর্ঘটনা হিমাচলপ্রদেশে। রবিবার ভোরে সিমলার কুমারসাইন এলাকায় ৫ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর উলটে যায় একটি যাত্রীবাহী টেম্পো ট্র্যাভেলার। ২৯ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ২৮ জনই নেপালের নাগরিক। আহতদের সিমলার ইন্দিরা গান্ধি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ১৬ জনের অবস্থা গুরুতর। পুলিশ সূত্রে খবর, ভোররাতে গাড়িটি দ্রুতগতিতে এগোচ্ছিল। একটি বাঁক নেওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন চালক। তার জেরেই দুর্ঘটনা ঘটেছে। প্রাথমিকভাবে স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধারকাজ শুরু করেন।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় পুলিশ। আহতদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ট্র্যাভেলারে চালক বাদে বাকি সবাই নেপালের নাগরিক ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। উত্তরপ্রদেশ সীমান্ত দিয়ে তারা নেপাল থেকে ভারতে বেড়াতে এসেছিলেন।

তালিকায় লখনউ

লখনউ, ২ নভেম্বর : ইউনেস্কোর 'ক্রিয়েটিভ সিটিজ অফ গ্যাস্ট্রোনমি'র তালিকায় ঢুকে পড়ল নবাবের শহর লখনউ। খাস আওধি খানাপিনার জন্য এমনিতেই এই শহরের নামডাক দেশে, বিদেশে রয়েছে। এবার সেই ভোজনবিলাস ও রন্ধনশৈলীকে স্বীকৃতি দিল ইউনেস্কো। রাষ্ট্রসংঘ জানিয়েছে, 'জিভে জল আনা গালৌটি কাবাব থেকে শুরু করে আওধি বিরিয়ানি, সুস্বাদু চাট, গোলগাপ্পে, মাখন মালাইয়ের মতো মিষ্টি ও আরও অনেক কিছু-উত্তরপ্রদেশের লখনউ খাদ্যের স্বর্গরাজ্য। যা শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্যদ্বারা সমৃদ্ধ'। এই সম্মান পাওয়ায় খুশি উত্তরপ্রদেশ সরকার, উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। এর আগে ২০১৯ সালে ইউনেস্কোর এই স্বীকৃতি পেয়েছিল হায়দরাবাদ। এবার লখনউ সেই তালিকায় ঢুকে পড়ল।

আটকে পর্যটকরা

কাঠমান্ডু, ২ নভেম্বর : খারাপ আবহাওয়ায় চরম বিপদে পড়েছেন এভারেস্ট অভিযানে যাওয়া কয়েকশো পর্বতারোহী। সিংহভাগই আটকে রয়েছেন এভারেস্টের বেসক্যাম্পে। রবিবার নেপালের সরকারি সূত্রে একথা জানানো হয়েছে। বিভিন্ন দেশ থেকে আসা পর্বতারোহীদের উদ্ধারের চেষ্টা করছে নেপাল সরকার।

হিংসার বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স কমিশনের

মোকামা ধৃত বাহুবলী প্রার্থী

পাটনা, ২ নভেম্বর : প্রথম দফার নির্বাচনের মাত্র চারদিন আগে মোকামা আসনে অস্বস্তিতে শাসক এনডিএ। জন সুরাজ প্রার্থী পীযূষ প্রিয়দর্শীর সমর্থক দুলারচাঁদ যাদবকে হত্যার অভিযোগে মোকামার জেডিইউ প্রার্থী তথা বাহুবলী নেতা অনন্ত সিংকে শনিবার গভীর রাতে গ্রেপ্তার করে পাটনা পুলিশ। যদিও এই গ্রেপ্তারিকে সামনে রেখে মানুষের সহানুভূতি আদায়ের মরিয়া চেষ্টা চালিয়েছেন অনন্ত সিং। রবিবার সমাজমাধ্যমে গ্রেপ্তারির পর পুলিশ তাঁকে কীভাবে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, তার একটি ভিডিও শেয়ার করেন মোকামার বাহুবলী। সেখানে অনন্ত সিং লিখেছেন, 'সত্যমেব জয়তে। মোকামার মানুষের ওপর আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। তাই এবার মোকামার মানুষই ভোটে লড়াই করবেন।' অনন্ত সিংয়ের পাশাপাশি মণিকান্ত ঠাকুর এবং রঞ্জিত রাম নামে আরও দু'জনকে হেপাজতে নিয়েছে পুলিশ। ধৃতদের রবিবার আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতে পাঠানো হয়।

অনন্ত সিংয়ের গ্রেপ্তারির পর মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমার সাফ জানিয়েছেন, হিংসার বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে। তিনি বলেন, 'আমি সবাইকে আর্জি জানাচ্ছি, আপনারা নির্বাচনি

> সত্যমেব জয়তে। মোকামার মানুষের ওপর আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। তাই এবার মোকামার মানুষই ভোটে লড়াই করবেন।
> **অনন্ত সিং**
> অভিযুক্ত জেডিইউ প্রার্থী

প্রক্রিয়ায় শামিল হন। প্রত্যেকে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করুন। আমরা হিংসার বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছি। কোনও প্রকার হিংসার ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না। ভোটাররা যাতে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিতে পারেন, নির্বাচন কমিশন তা সুনিশ্চিত করেছে।' ইতিমধ্যে মোকামার ঘটনায় পদস্থ আধিকারিকদের বদলি করা হয়েছে। আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব অবশ্য মোকামার ঘটনায় বিজেপি-জেডিইউকে বিঁধেছেন। তিনি বলেছেন, বিহারে বর্তমানে মহাজঙ্গলরাজ চলছে।

পাটনা জেলার ১৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্যতম মোকামায় বরাবরই বাহুবলীদের রমরমা। অনন্ত সিংয়ের বিরুদ্ধে আরজেডি যাঁকে প্রার্থী করেছে, সেই বীণা দেবীর স্বামী প্রাক্তন সাংসদ সুরজভান সিংও বাহুবলী হিসেবে খ্যাত। ২০০৫ থেকে মোকামার বিধায়ক অনন্ত। কখনও জেডিইউ, কখনও নির্দল আবার কখনও আরজেডির টিকিটে তিনি ওই আসনে জয়ী হয়েছেন। তাঁর নামে খুন, অপহরণ সহ ২৮টি মামলা চলছে। ২০২২ সালে অস্ত্র আইনে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তিনি বিধায়ক পদে ইস্তফা দেন এবং ২০২২ সালে তাঁর স্ত্রী নীলম দেবী উপনির্বাচনে জয়ী হন। এলাকায় তাঁর এতটাই দাপট যে তিনি ছোটে সরকার নামে পরিচিত।

৩০ তারিখ মোকামায় নির্বাচনি প্রচার চলাকালীন দুটি গ্যাংয়ের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলেই গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান দুলারচাঁদ যাদব। তিনি নিজেও বাহুবলী নেতা হিসেবে পরিচিত। পাটনার এসএসপি কার্তিকেয় শর্মা বলেন, 'এই মামলায় প্রধান অভিযুক্ত অনন্ত সিংয়ের উপস্থিতিতেই সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল।' অনন্ত সিংকে মোকামার ঘটনায় চক্রান্ত করে ফাঁসানো হয়েছে বলে দাবি করেছেন তাঁর আইনজীবী নবীন কুমার।

বিস্ফোরণে মৃত ২৩

মেক্সিকো সিটি, ২ নভেম্বর : ভয়াবহ বিস্ফোরণে বিধ্বস্ত মেক্সিকোর সোনোরা প্রদেশের একটি সুপার মার্কেট। শনিবারের বিস্ফোরণে কমপক্ষে ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত বহু। প্রাদেশিক গভর্নর আলফনসো দুরাজো বলেন, 'আমরা ২৩ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করেছি। তার মধ্যে ৪টি শিশুও রয়েছে। ১১ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।' বিস্ফোরণের কারণ জানা যায়নি। এর পিছনে নাশকতার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেননি দুরাজো।

তিনি বলেন, 'এই বিস্ফোরণের কারণ খুঁজে বের করতে এবং

মেক্সিকো

দোষীদের চিহ্নিত করতে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঘটনায় জড়িত কাউকে ছাড়া হবে না।' মৃতদের পরিবারবর্গকে ক্ষতিপূরণ এবং আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করার আশ্বাস দিয়েছেন প্রাদেশিক গভর্নর। মেক্সিকো সরকারের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, দুপুর ২টো নাগাদ সুপার মার্কেটের সামনের অংশে বিস্ফোরণ ঘটেছে। তার জেরে আশপাশের একাধিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে আগুন ধরে যায়। নিরাপত্তার কারণে আপাতত সুপার মার্কেটটি বন্ধ রাখা হয়েছে।

সরকার ফেলায় নেই : তুলসী

মানামা, ২ নভেম্বর : রেজিম চেঞ্জ (সরকার পরিবর্তন)-এর নীতি থেকে সরে এসেছে আমেরিকা। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর এই নীতিগত পরিবর্তন ঘটেছে। কোনও দেশে সরকার পতনে মার্কিন প্রশাসন আর অনুঘটকের ভূমিকা পালন করছে না। শনিবার বাহারিনে অনুষ্ঠিত 'মানামা সংলাপ'-এ এমনটাই দাবি করেছেন আমেরিকার গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান পরিচালক তুলসী গাবার্ড। তিনি বলেন, 'বিভিন্ন দেশে সরকারের পতন ঘটানোর ফলে নানা সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছে আমেরিকা। বন্ধুর চেয়ে বেশি শত্রু তৈরি করে সেখান থেকে সরে আসতে হয়েছে।'

ফের ভারতমুখী বিদেশি বিনিয়োগ

মুম্বই, ২ নভেম্বর : ভারতে ফিরছে বিদেশি লগ্নি। অক্টোবরে শেয়ার বাজারে বিদেশি বিনিয়োগের প্রবণতা অন্তত সেদিকেই ইঙ্গিত করছে। বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের হিসাব বলছে, ওই মাসে ভারতীয় শেয়ার বাজারে ১৪,৬১০ কোটি টাকা ঢেলেছেন বিদেশি বিনিয়োগকারীরা। অথচ জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত

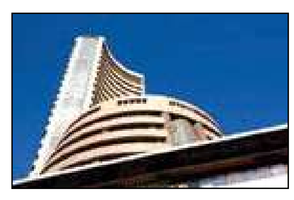

ছবিটা পুরোপুরি উলটো ছিল। মাত্র ৩ মাসে ৭৭ হাজার কোটি টাকার বেশি প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ হারিয়েছিল ভারতীয় বাজার। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতের বাজার ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা, কর্পোরেট আয় বৃদ্ধি, মার্কিন ফেডারাল রিজার্ভের সুদের হার কমিয়ে দেওয়া বিদেশি বিনিয়োগকারীদের ফের ভারতমুখী হওয়ার প্রধান কারণ।

ইউক্রেন যুদ্ধ, গাজা সংকট, রাশিয়া ও ইরানের তেল রপ্তানিতে আমেরিকার নিষেধাজ্ঞা, চিন-মার্কিন শুল্ক যুদ্ধ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও কানাডার সঙ্গে আমেরিকার আর্থিক টানাপোড়েনের কারণে বিশ্ব বাজারে স্বাভাবিক আদানপ্রদান ব্যাহত হচ্ছে। গত ২ বছর ধরে যা আন্তর্জাতিক অর্থনীতির ওপর চাপ তৈরি করছে। এই পরিস্থিতিতে বিনিয়োগের স্থিতিশীল গন্তব্য হিসাবে ভারতকে বেছে নিচ্ছেন লগ্নিকারীরা।

অর্থনীতিবিদদের একাংশের মতে, সম্প্রতি জিএসটির কাঠামোগত সংস্কারের কারণে বহু পণ্যের ওপর করের হার কমেছে। যার প্রভাব ওইসব পণ্যের দামের ওপর পড়েছে। খাদ্যদ্রব্য থেকে বৈদ্যুতিন পণ্য ও রকমারি পরিষেবার খরচ আগের চেয়ে কমেছে। যা দীর্ঘমেয়াদে দেশের বাজার ব্যবস্থাকে চাঙ্গা করবে। লাভবান হবে উৎপাদক সংস্থাগুলি। এই ধারণা ভারতীয় সংস্থাগুলির শেয়ারের প্রতি বিদেশি লগ্নিকারীদের আকর্ষণ বাড়িয়েছে। যার প্রভাব শেয়ার বাজারে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ওপর পড়েছে।

দুঃখিত কার্নি

টরন্টো ও সিওল, ২ নভেম্বর : ড্যামেজ কন্ট্রোলে নামলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে দুঃখপ্রকাশ করার কথা জানিয়েছেন তিনি। আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগনের ৪ দশক আগের একটি শুল্ক বিরোধী বিজ্ঞাপন প্রচারকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি আমেরিকার সঙ্গে টানাপোড়েনে জড়িয়েছে কানাডা।

কানাডার সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত ওই বিজ্ঞাপন নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন খোদ ট্রাম্প। শুধু তাই নয়, এর জেরে কানাডার পণ্যের

কানাডা

ওপর ১০ শতাংশ বাড়তি শুল্ক চাপিয়েছিল আমেরিকা। তারপরেই তড়িঘড়ি দুঃখপ্রকাশ করার কথা জানালেন কার্নি। দক্ষিণ কোরিয়ায় এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা পরিষদের শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে তিনি বলেন, 'মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছে আমি দুঃখপ্রকাশ করেছি। তিনি প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ ছিলেন। কানাডার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আমেরিকার শীর্ষ নেতার সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করা আমার দায়িত্ব। ভালো-খারাপ সব রকম ঘটনা ঘটে। আমি দুঃখপ্রকাশ করেছি।'

অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা থেকে রবিবার কৃত্রিম উপগ্রহ সিএমএস ০৩-কে নিয়ে পৃথিবীর কক্ষপথের উদ্দেশে যাত্রা করল ইসরোর 'বাহুবলী' রকেট এলভিএমও এম৫। কৃত্রিম উপগ্রহটির ওজন ৪,৪১০ কেজি। এই প্রথমবার ভারতের মাটি থেকে এত বেশি ওজনের কৃত্রিম উপগ্রহকে পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করার জন্য পাঠানো হল।

সংকটাপন্নদের দিল্লি ছাড়ার পরামর্শ চিকিৎসকের

দূষণ ঠেকাতে ঐক্য চান প্রিয়াংকা

নয়াদিল্লি, ২ নভেম্বর : বায়ুদূষণ এখন দেশের জাতীয় রাজধানীর সবচেয়ে বড় স্বাস্থ্য সংকট। এই দূষণ মোকাবিলা কোন পথে হবে তাও এখনও পর্যন্ত স্থির করে উঠতে পারেনি কেন্দ্র কিংবা দিল্লির বিজেপি সরকার। এই পরিস্থিতিতে চিকিৎসকরা যখন ফুসফুস কিংবা শ্বাসকষ্টের রোগীদের দিল্লি ছাড়ার পরামর্শ দিচ্ছেন, তখন কংগ্রেসনেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা রাজনৈতিক মতানৈক্য ভুলে শাসক-বিরোধীদের একসঙ্গে দূষণ মোকাবিলায় নামতে বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা, পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবকে রাজধানীকে দূষিত ধোঁয়া থেকে মুক্ত করার জন্য পদক্ষেপও করতে বলেছেন ওয়েনাডের কংগ্রেস সাংসদ।

রবিবার সকালেও দিল্লির একিআই ইনডেক্স ছিল অত্যন্ত খারাপ স্তরের। সকাল সাতটায় একিআই ছিল ৩৭৭। বেলা গড়ানোর পর আনন্দবিহার, চাঁদনি চক, নেহরুনগর, আরকেপুরম, রোহিণীর মতো এলাকাগুলির একিআই ৪০০-র গণ্ডিও ছাড়িয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে প্রিয়াংকা সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'প্রথমে ওয়েনাড তারপর বিহারের বাছওয়ারা থেকে দিল্লির হাওয়ায় ফিরে সত্যিই আশ্চর্য লাগছে।

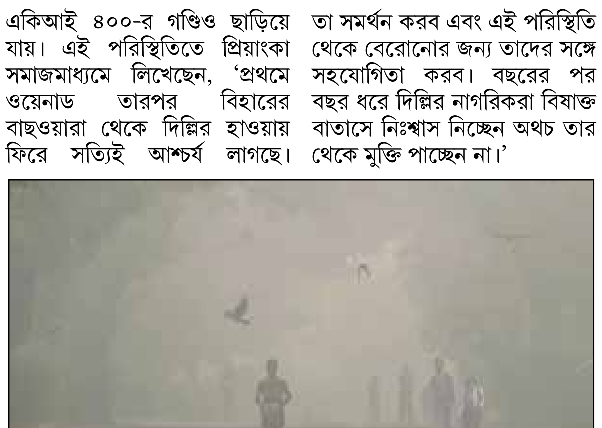

দূষণ এমনভাবে এই শহরটাকে মুড়ে ফেলেছে যেন মনে হচ্ছে এর ওপর ধূসর রঙের চাদর ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।' প্রিয়াংকার বার্তা, 'রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা ভুলে আমাদের সবার উচিত একসঙ্গে এই দূষণের ব্যাপারে কিছু করা। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের উচিত অবিলম্বে কাজ করা। আমরা সবাই তা সমর্থন করব এবং এই পরিস্থিতি থেকে বেরোনোর জন্য তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করব। বছরের পর বছর ধরে দিল্লির নাগরিকরা বিষাক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন অথচ তার থেকে মুক্তি পাচ্ছেন না।'

সম্প্রতি ৩৪ কোটি টাকা খরচ করে কৃত্রিম মেঘ তৈরি করে বৃষ্টি নামানোর পরিকল্পনা করেছে দিল্লি সরকার। কিন্তু তাতেও সমস্যার সমাধান কতটা হবে তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। এই অবস্থায় এইমসের প্রাক্তন চিকিৎসক এবং তথা সিনিয়ার পালমোনোলজিস্ট ড. গোপীচাঁদ খিলনানি বলেছেন, 'যাঁরা রাজধানী ছেড়ে চলে যেতে পারবেন তাঁরা যেন চলে যান। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, সবার পক্ষে দিল্লি ছাড়া সম্ভব নয়। কারণ, সেটা সহজ নয়। তবে যাঁরা সংকটাপন্ন তাঁরা ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত দিল্লির থেকে দূরে থাকুন। যাঁদের ফুসফুস বা হৃদরোগজনিত সমস্যা রয়েছে এবং যাঁদের সুযোগ, সামর্থ্য রয়েছে তাঁরা যেন বিদেশে বা অপেক্ষাকৃত কম দূষিত এলাকায় চলে যান। অন্তত ৬ থেকে ৮ সপ্তাহের জন্য তাঁরা যেন দিল্লির থেকে দূরে থাকেন।'

ইনস্টিটিউট ফর হেল্থ মেট্রিক্স অ্যান্ড ইভালুয়েশন-এর নতুন রিপোর্ট অনুযায়ী ২০২৩ সালে দিল্লিতে বায়ুদূষণজনিত মৃত্যু হয়েছে ১৭,১৮৮টি, যা শহরের মোট মৃত্যুর ১৫ শতাংশ। অর্থাৎ, ২০২৩ সালে প্রতি সাতজনের মধ্যে একজন দিল্লিবাসীর মৃত্যু হয়েছে বিষাক্ত বাতাসের কারণে। ২০১৮ সালে দূষণজনিত মৃত্যু ছিল ১৫,৭৮৬। পাঁচ বছর পর সেই সংখ্যা বেড়ে ১৭,১৮৮-এ পৌঁছেছে, যা প্রমাণ করে রাজধানীতে দূষণজনিত স্বাস্থ্যঝুঁকি ক্রমশই বাড়ছে।

কন্যাদের মুঠোয় বিশ্ব

ইতিহাস গড়লেন যাঁরা

স্মৃতি মান্ধানা

মহিলাদের ওয়ার্ল্ড কাপ টুর্নামেন্টে ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে সর্বোচ্চ রানশিকারির তকমা পেলেন ভারতের স্মৃতি মান্ধানা (৪৩৪)। এর আগে এই রেকর্ড ছিল ভারতেরই মিতালি রাজের নামে। ২০১৭ সালে গোটা টুর্নামেন্টে তিনি মোট ৪০৯ রান করেন

শেফালি ভার্মা

লিমিটেড ওভারের ওয়ার্ল্ড কাপ টুর্নামেন্টের ফাইনালে ভারতীয় দলের হয়ে ওপেনার হিসেবে সর্বোচ্চে রানের (৮৭) রেকর্ড গড়লেন শেফালি ভার্মা। এতদিন সেই তকমা ছিল পুনম রাউত (ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২০১৭ সালে ৮৬ রান) ও বীরেন্দ্র শেহবাগের (অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ২০০৩ সালে ৮২ রান) দখলে

হরমনপ্রীত কাউর

মহিলাদের বিশ্বকাপে নক আউট পর্যায়ে সর্বোচ্চ রানের অধিকারী হলেন হরমনপ্রীত কাউর (৩৩১ রান)। এর আগে সেই রেকর্ড ছিল অস্ট্রেলিয়ার বেলিন্দা ক্লার্কের (৩৩০)

দীপ্তি শর্মা

২০২৫ সালের ওডিআই ক্রিকেট বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারির পালক জুড়ল ভারতের দীপ্তি শর্মার মুকুটে। মোট ২২টি

রিচা ঘোষ

ওয়েস্ট ইন্ডিজের দিয়ান্দ্রা ডোটিনের সঙ্গে একই আসনে বসলেন শিলিগুড়ির মেয়ে রিচা ঘোষ। একটি মহিলা বিশ্বকাপে সবথেকে বেশি ছয় মেরেছেন তিনি। ১২টি। দিয়ান্দ্রা করেছেন ২০১৩ সালে

গুরুপ্রণাম।। *কোচ অমল মুজুমদারের পা ছুঁলেন হরমনপ্রীত কাউর।*

মেয়েরা আজ ইতিহাস তৈরি করল। এত বছরের হাড়ভাঙা পরিশ্রম বাস্তবের রূপ নেওয়ার দিনে এক ভারতবাসী হিসেবে এর চেয়ে গর্বের আর হয় না। ইতিহাস তৈরির জন্য হরমন ও তার দলকে অভিনন্দন। কৃতিত্ব প্রাপ্য সাপোর্ট স্টাফদেরও। এই জয় প্রজন্মের পর প্রজন্মের মেয়েদের প্রেরণা জোগাবে। জয় হিন্দ।

-বিরাট কোহলি

১৯৮৩ একটা গোটা প্রজন্মকে প্রেরণা জুগিয়েছিল স্বপ্ন দেখার। স্বপ্নের পেছনে দৌড়ানোর। আজ আমাদের মহিলা ক্রিকেট দল বিশেষ কিছু করে দেখিয়েছে। তারা প্রেরণা জোগাবে আগামী প্রজন্মের মেয়েদের যে, তোমরাও পারো ব্যাট, বল নিয়ে মাঠ দখল করতে। একদিন তোমরাও ট্রফি হাতে তুলতে পারবে। ভারতে মহিলা ক্রিকেটের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত।

-শচীন তেন্ডুলকার

বিশ্বকাপ শুরুর আগে হরমনপ্রীতরা আমায় কথা দিয়েছিল এবার বিশ্বকাপ আনবে। আজ ওরা তা করে দেখিয়েছে।

-ঝুলন গোস্বামী

বৃষ্টির জমা জলে ফের শঙ্কা বাড়ছে শিলিগুড়িতে

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২ নভেম্বর : ডাবগ্রাম এলাকার একটি ফাঁকা জায়গায় বৃষ্টির পর থেকে জমে রয়েছে জল। মশার উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে পাশেরই এক বাসিন্দা উত্তম পোদ্দার বললেন, 'প্রায় ২১ বছর ধরে খালি পড়ে আছে জায়গা। প্রায় ৬-৭ বছর আগে একবার কেউ দেখতে এসেছিল। বৃষ্টি নামলেই জল জমে মশার উপদ্রব বাড়ে। ডেঙ্গি নিয়ে ভয়ে থাকি।' তাঁর অনুযোগ, 'বাড়িতে সার্ভে হয়। কিন্তু এই জায়গাগুলোর কী হবে।' শহরে একটু ঘুরলেই দেখা যাবে বহু জায়গা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। মালিক থাকলেও দেখভালের বালাই নেই।

এমনিতেই শহরে বাড়ছে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা। কয়েকদিনের বৃষ্টি সেই চিন্তা আরও বাড়িয়েছে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে সচেতনতা, সমীক্ষা সম্ভব। কিন্তু এই ফাঁকা জায়গাগুলোতে নজর দেবে কে, সেই প্রশ্ন উঠেছে। হাকিমপাড়া থেকে ডাবগ্রাম সর্বত্রই জমা জলে মশার লার্ভা বাড়ছে। ফলে এলাকায় বাড়ছে মশার উপদ্রব যা চিন্তা বাড়াচ্ছে ডেঙ্গি নিয়ে। এই পরিস্থিতি সামলাতে অনেকেই মশার দাপট কমাতে নানারকম ঘরোয়া টোটকা অবলম্বন করছেন। কেউ জলে ডিটারজেন্ট গুলে জমা জলে ছড়িয়ে দিচ্ছেন, কেউ ঢালছেন ভোজ্য তেল বা কেরোসিন। তাঁদের মতে এতে মশার লার্ভা মরে যাচ্ছে বলে তাঁরা লক্ষ করেছেন। বিষয়টি সমাজমাধ্যম থেকে জেনেছেন বলেও জানিয়েছেন।

হাকিমপাড়ায় একটি ফাঁকা জায়গায় জমা জলে ভাসছে মশার লার্ভা। স্থানীয় এক বাসিন্দা আশিস চাকলাদার বললেন, 'যেমন দুর্গন্ধ তেমনই মশার উপদ্রব। ডেঙ্গি নিয়ে প্রতিদিন নানা খবর দেখতে পাই। রীতিমতো চিন্তায় থাকি এখন। পুরনিগম পরিষ্কার করুক।' শিলিগুড়ি পুরনিগম পরিত্যক্ত জমিগুলোতে নোটিশ বোর্ড টাঙিয়ে, মালিককে চিঠি পাঠিয়ে দেখা করতে বলে দায়িত্ব সেরেছে। কিন্তু কাজের কাজ হয়নি। ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, 'অনেক খালি জমিতেই নোটিশ লাগানো হয়েছে। বেশ কিছু জমি পুরনিগমের তরফ থেকে পরিষ্কার করা হয়। যখন এঁরা যোগাযোগ করবেন তখন তাঁদের জরিমানা করা হবে।'

আলোয় ও শব্দে একাকার।।

বাজির আলোয় উদ্ভাসিত হিলকার্ট রোড। বাজনার তালে তখন রিচা রিচা সুর। রবিবার রাতে সূত্রধরের তোলা ছবি।

বাঁধ ভাঙল রিচার শহরে

রিচার আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে একের পর এক বল বাউন্ডারিতে আছড়ে পড়তেই আবেগঘন হয়ে পড়েছিলেন এলাকার প্রবীণ বাসিন্দা গোবিন্দ। বলছিলেন, 'মেয়েটা আমাদের বাড়ির পাশেই থাকে। ওর হাতে বিশ্বকাপ, ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে।' রিচার বাড়ির পাশে তখন প্রোজেক্টরের সামনে একাত্ম হয়ে উঠেছেন সবাই।

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২ নভেম্বর : ভেনাস মোড়জুড়ে শুধুই 'রিচা-রিচা' ধ্বনির উন্মাদনা। মুখরিত বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজে। তেরঙার সঙ্গে তুবড়ির আলোয় রিঙন গোটা চত্বর। হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে ভেনাস মোড়ে ছুটে এসেছিলেন অনামিকা দাস। আবেগতাড়িত হয়ে তিনি বলেন, 'মহিলা ক্রিকেট দলও তাহলে জিতে দেখাতে পারে!' আবেগে ভাসতে ভাসতে বিরাজ পাসোয়ান তখন জ্ঞানশূন্য। বললেন, 'শিলিগুড়ির প্রিন্সেস আমাদের রিচা ঘোষ।' গলা মেলাচ্ছিলেন অন্তরারা। মেয়েকে নিয়ে এসেছিলেন অয়নিকা রায়। বলছিলেন, 'প্রতিবার বিরাট-রোহিতদের কাপ জয়ের আনন্দে ভেসে যাওয়া ভেনাস মোড় দেখি। ভাবিনি কোনওদিন মেয়েদের জয়ের এই ধরনের মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে পারব।'

উচ্ছ্বাস আটকে রাখতে না পেরে নিজের ছোট মেয়ের সঙ্গে নেচে উঠেছিলেন পূজা দাস। তাঁর চোখের কোনায় আনন্দের জল। বলেন, 'আমরা ছোট বয়সে যখন মাঠে যেতাম, অনেকে বলত, ও কিচ্ছু হবে না। আমাদের হয়ে ওই মেয়েগুলো প্রমাণ করে দিল তো! এই রকম রিচারা আমাদের শহর থেকে আরও উঠে আসুক। আমাদের নাম উজ্জ্বল করুক।'

ঘণ্টাখানেক আগেও শহর শিলিগুড়ির ছবিটা কিন্তু মোটেই এমন ছিল না। নাদিনে ডি ক্লার্কের বলে আমনজ্যোৎ কাউর আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে যাওয়ার সময় সুভাষপল্লি মোড়ে সুভাষপল্লি যুবক সংঘের উদ্যোগে লাগানো প্রোজেক্টরের সামনে বসা দর্শকদের মধ্যে তখন চরম উৎকণ্ঠা। গোবিন্দ ঘোষ বলছিলেন, 'এবারে তাহলে কি রিচা নামছে?' স্ক্রিনে রিচার ব্যাটিং করতে নামার দৃশ্য দেখতেই তখন জোর করতালি। গার্গী রায় সাহা তখন পাশের চেয়ারে বসা মেয়ে তানিশা সাহাকে স্ক্রিনের দিকে ইশারা করে দেখিয়ে বললেন, 'এই দ্যাখো, পিপি নেমেছে।' গার্গীর চোখেমুখে তখন গর্বের ছাপ, 'রিচার বাড়ির পেছনেই আমাদের বাড়ি। মেয়ে রিচা পিপির খেলা দেখবে বলে এসেছি। মেয়েকে বলেছি, রিচার মতো তোমাকেও পাড়ার নাম গোটা দেশের সামনে তুলে ধরতে হবে।'

রিচার আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে একের পর এক বল বাউন্ডারিতে আছড়ে পড়তেই আবেগঘন হয়ে পড়েছিলেন এলাকার প্রবীণ বাসিন্দা গোবিন্দ। বলছিলেন, 'মেয়েটা দেশের হয়ে বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলছে। আমি ওদের বাড়ির পাশেই থাকি। ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে!' রিচার বাড়ির থেকে কয়েক পা দূরে প্রোজেক্টরের সামনে বসা প্রতিবেশীদের সঙ্গে তখন একাত্ম হয়ে উঠেছেন সবাই। কিছু মিটার দূরেই থাকা বাঘা যতীন পার্কের প্রোজেক্টরের স্ক্রিনের সামনে সারি সারি মাথা। পুরনিগমের উদ্যোগে লাগানো সেই স্ক্রিনেই ঐতিহাসিক ফাইনাল দেখতে দুপুর আড়াইটের দিকেই মেয়েকে নিয়ে চলে এসেছিলেন আরেক ক্রিকেট অনুরাগী মাধবী দাস। মেয়েকে সম্প্রতি ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পে ভর্তি করেছেন তিনি। উৎসাহী হয়ে বলছিলেন, 'শহর শিলিগুড়ির কাছে এই ফাইনাল সত্যি ঐতিহাসিক। শহরের মেয়ে বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলছে। সত্যি কথা বলতে রিচাকে দেখেই আমার মেয়েকে কোচিং ক্যাম্পে ভর্তি করা।'

শিলিগুড়ির সঙ্গে ক্রিকেটের যেন ওতপ্রোত সম্পর্ক। প্রথমে ঋদ্ধিমান সাহা। এবার রিচা সেই সম্পর্কের বাঁধন আরও অটুট করেছেন। অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ফাইনালে মহিলা ক্রিকেট টিম ওঠার পর থেকেই শিলিগুড়ি থরথর করে কাঁপছিল ক্রিকেট জ্বরে। বাড়তি উন্মাদনা ছিল শহরের মেয়ের ফাইনাল খেলা নিয়ে। এদিন সকাল থেকে বাঘা যতীন পার্ক থেকে শুরু করে সুভাষপল্লিতে শুরু হয়েছিল প্রোজেক্টর লাগানোর তোড়জোড়। বেলা বাড়তেই জলপাই মোড়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে লাগানো প্রোজেক্টরে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার পুরুষদের টি-২০ ম্যাচ চালিয়ে দেওয়া হয়। সেই খেলা দেখার ফাঁকেই বারবার ঘড়ির কাঁটা দেখে নিচ্ছিলেন বিশ্বরূপ দাস। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার পথে প্রোজেক্টর দেখেই তিনি জলপাই মোড়ে থমকে গিয়েছিলেন। বলেন, 'বাড়িতেই আজ খেলা দেখব বলে ঠিক করেছি। তাই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি।'

বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচ শুরুর অপেক্ষা দীর্ঘ হলেও শেফালি ভার্মা, স্মৃতি মান্ধানাদের ইনিংস ভিড় বাড়াতে শুরু করে বাঘা যতীন পার্কে। ভারতের ইনিংস ২৯৮ রানে শেষ হওয়ার পর মুখে সন্তুষ্টি থাকলেও রজত দাস বলছিলেন, 'গ্রুপ লিগে দক্ষিণ আফ্রিকার খেলা দেখেছি। ওদের নয় নম্বর পর্যন্ত ব্যাটিং রয়েছে।' আসলে, এই ফাইনাল যে দুই টিমের কাছেই স্মরণীয়। দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস যতই এগিয়েছে বাঘা যতীন পার্ক কখনও উইকেট পাওয়ার আনন্দে দীপ্তি, হরমনপ্রীত, রাধাদের সঙ্গে গর্জনে মুখরিত হয়েছে, কখনও হয়েছে উলভারডটের মারা শটে নিশ্চুপ। অধিনায়ক লরা উলভারডটের শতরানকে সম্মান জানাতে করতালির আওয়াজ শোনা গিয়েছে মাঠে। একই ছবি ধরা পড়েছে শহরের অলিগলিতে। এরপর দীপ্তির ওভারে ট্রাইওন, উলভারডট আউট হয়ে যাওয়ার পর সকলের চোখেমুখে ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হতে চলার পূর্বাভাস স্পষ্টতই ধরা পড়ছিল। তার সঙ্গে ছিল নাদিনে ডি ক্লার্কের উইকেটের অপেক্ষা। দীপ্তির বলে হরমনপ্রীত দুরন্ত একটা ক্যাচ ধরে ডি ক্লার্ককে ফিরিয়ে দিতেই আনন্দের বাঁধ ভাঙে। গর্জে উঠল সুভাষপল্লি থেকে শুরু করে জলপাই মোড়। ঐতিহাসিক মুহূর্তকে স্মরণীয় করে রাখতে শুরু হয় চরম উন্মাদনা আর সেলিব্রেশনের নিশিযাপন।

৫ই মহানন্দার ঘাটে
দীপ-জ্বলা সন্ধ্যা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২ নভেম্বর : কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে হয় দীপাবলি আর পূর্ণিমা তিথিতে দেব দীপাবলি। এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তিথিতে রাস উৎসব হয় আর গুরু নানকের জন্মদিন উপলক্ষ্যেও নানা অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এবার দেব দীপাবলি উপলক্ষ্যে একুশশো প্রদীপের আলোয় সেজে উঠবে শিলিগুড়ির লালমোহন মৌলিক নিরঞ্জন ঘাট। লক্ষ প্রদীপের আলোয় সেজে ওঠা বারাণসীর গঙ্গার ঘাটের আবহ তৈরির উদ্যোগ চলছে এই শহরে। এদিন নিরঞ্জন ঘাটে এছাড়াও থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বিহারি সেবা সমিতি গত পাঁচ বছর ধরে এই নয়া আয়োজন করে আসছে।

গত বছর শিলিগুড়িতে দেব দীপাবলির আলোকমালা দেখতে প্রচুর মানুষ জড়ো হয়েছিলেন মহানন্দার ঘাটে। প্রদীপ জ্বালানো থেকে অনুষ্ঠান উপভোগ করতে দেখা গিয়েছিল সকলকে। গতবারের জনপ্রিয়তা দেখে এবার আরও এই অনুষ্ঠানের আড়ম্বরের বহর অনেকটাই বেড়েছে। গঙ্গা আরতি থেকে শুরু করে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের সংস্কৃতি তুলে ধরে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে কচিকাঁচারা।

৫ নভেম্বর বিকেল চারটা থেকে মহানন্দার ঘাটে শুরু হবে এই দেব দীপাবলি সমারোহ। ইতিমধ্যেই জোরকদমে এই উৎসবের তোড়জোড় শুরু করেছেন উদ্যোক্তারা।

দেব দীপাবলিতে বারাণসী যাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও সময় ও শারীরিক কারণে অনেকেই সেখানে যেতে পারেন না। সেই আক্ষেপ এখন শহরের অনেকেরই মিটছে বিহারি সেবা সমিতির এই আয়োজনে। এই সমারোহে মহানন্দা বাঁচানোর বার্তাও দেওয়া হবে বলে উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে। সমিতির সম্পাদক মণীশ বারি বলেন, 'উৎসবে আনন্দের পাশাপাশি মহানন্দা দূষণ কেউ যাতে না করেন সেজন্য সচেতনতামূলক বার্তা দেওয়া হবে। এছাড়াও নদীতে যাতে কেউ প্রদীপ, ফুল না ফেলেন সেদিকেও লক্ষ রাখা হবে। এই উৎসবের আনন্দ উপভোগ করতে যাঁরা আসবেন তাঁদের কাছে আবেদন জানানো হবে ঘাটে প্রদীপ জ্বালানোর জন্য।'

শহরের এই সমারোহের আয়োজনের জন্য কুমোরটুলির মৃৎশিল্পীদের কাছ থেকে মাটির প্রদীপ কেনা হয়েছে। বুধবার বিকেল পাঁচটায় এই উৎসবের উদ্বোধন করবেন মেয়র গৌতম দেব। ঢাকের তালে প্রদীপের আলোতে সাজিয়ে তোলা হবে ঘাট চত্বর। চলতি বছর উদ্যোক্তাদের তরফে কিন্নর সমাজের মানুষের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মানুষদেরও এই উৎসবে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে, শহরবাসীর পাশাপাশি পর্যটকরাও এই উৎসবে আনন্দ করতে আসেন।

জ্বালাও আলো

- কার্তিক মাসের রাসপূর্ণিমা তিথিতে শহরের নয়া ট্রেন্ড বারাণসীর আদলে দেব দীপাবলি
- একুশশো প্রদীপের আলোয় সেজে উঠবে শিলিগুড়ির লালমোহন মৌলিক নিরঞ্জনঘাট
- ৫ নভেম্বর বিকেল থেকে মহানন্দার ঘাটে শুরু হবে এই দেব দীপাবলি সমারোহ
- উৎসবে আনন্দ করতে সমবেত দর্শনার্থীরাও ঘাটে প্রদীপ জ্বালানোর সুযোগ পাবেন

প্রতীকী ছবি

বর্ধমান রোডে উড়ালপুলে ঝুঁকি নিয়ে কাজ চলছে। (ডানদিকে) শালুগাড়ায় রয়েছে নিরাপত্তার ব্যবস্থা। রবিবার। ছবি : সূত্রধর

নিরাপত্তার দুই ছবি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২ নভেম্বর : শনিবার শালুগাড়ায় নির্মীয়মাণ উড়ালপুল থেকে পড়ে গিয়ে নির্মাণশ্রমিক রাজা দাসের গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে শহরজুড়ে নির্মাণশ্রমিকদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এই আবহেই রবিবার শহরের দুই প্রান্তের দুই নির্মীয়মাণ উড়ালপুলে শ্রমিক নিরাপত্তার ভিন্ন ছবি নজরে এল।

শালুগাড়ার নির্মীয়মাণ উড়ালপুলে নির্মাণকাজে যুক্ত শ্রমিকদের এদিন নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী পরে কাজ করতে দেখা গেলেও বর্ধমান রোডে নির্মীয়মাণ আরেক উড়ালপুলের দৃশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। এদিন সকাল থেকেই বর্ধমান রোডে নির্মীয়মাণ উড়ালপুলের শ্রমিকদের হেলমেট কিংবা নিরাপত্তা সংক্রান্ত সামগ্রী ছাড়াই উড়ালপুলের ধারে বিপজ্জনকভাবে কাজ করতে দেখা গেল। এই দৃশ্য দেখে পথচলতি অনেক মানুষকেই এদিন বলতে শোনা গেল, এতকিছু হওয়ার পরেও সিঁড়িও তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। উড়ালপুলের ওপরে অংশে কাজ করা শ্রমিকরা যাতে পড়ে না যান, তারজন্য দড়ির ব্যবস্থাও করা ছিল। এই ব্যবস্থা দেখে পথচারী বিশাল দাস বলেন, 'নির্মাণশ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কিন্তু এই ব্যবস্থা প্রতিদিন থাকবে তো?' শহরের আরেক নির্মীয়মাণ উড়ালপুলে এদিনও শ্রমিক নিরাপত্তা নিয়ে যে উদাসীনতা দেখা গেল তাতে বিশালের মনে এই প্রশ্ন আসা খুবই স্বাভাবিক।

বর্ধমান রোডের নির্মীয়মাণ উড়ালপুলের শ্রমিক নিরাপত্তা প্রসঙ্গে এই পথ দিয়ে নিয়মিত যাতায়াতকারী অবিনাশ দাস বলেন, 'নির্মীয়মাণ এই উড়ালপুলেও শ্রমিকদের কোনওদিনই নিরাপত্তাবিধি মেনে কাজ করতে দেখা যায় না। মাঝেমধ্যে কাজ দেখতে কর্তারা এলে লোকদেখানো নিরাপত্তাবিধি নজরে পড়ে। তারপর আবার সেই এক দৃশ্য। কর্তৃপক্ষের উচিত এদিকে নজর রাখা, না হলে দুর্ঘটনার সংখ্যা আরও বাড়বে।'

> নির্মাণশ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কিন্তু এই ব্যবস্থা প্রতিদিন থাকবে তো?
>
> **বিশাল দাস** *পথচারী*

শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়টা যদি না ভাবা হয়, তাহলে কিছু বলার নেই। এই প্রসঙ্গে পূর্ত দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'সকলকেই সাইটে হেলমেট পরে কাজ করতে বলা হয়। এই বিষয়ে দপ্তরের তরফে বিশেষ নজরও দেওয়া হয়। এরপরও কোনও কারণে হেলমেট ছাড়া কেউ সাইটে গেলে অবশ্যই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।'

শিলিগুড়িতে নির্মাণশ্রমিকদের দুর্ঘটনার কবলে পড়ার একাধিক উদাহরণ আছে। বছর খানেক আগেই মাটিগাড়ায় বিপজ্জনকভাবে কাজ করার সময় বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে এসে দুই তরুণ নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল। কাজ করতে গিয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন অনেক নিমার্ণশ্রমিক। শনিবারের ঘটনা এই তালিকায় নতুন সংযোজন। ওই দুর্ঘটনা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ট। তিনি ওই ঠিকাদারি সংস্থার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানিয়েছেন।

> মাঝেমধ্যে কাজ দেখতে কর্তারা এলে লোকদেখানো নিরাপত্তাবিধি নজরে পড়ে। তারপর আবার সেই এক দৃশ্য।
>
> **অবিনাশ দাস** *পথচারী*

দুর্ঘটনার পর এদিন ফের কাজ শুরু হয় শালুগাড়ার নির্মীয়মাণ উড়ালপুলে। দেখা যায়, কর্তাদের নজরদারির মধ্যেই শ্রমিকরা প্রত্যেকেই মাথায় হেলমেট পরে কাজ করছেন। এমনকি উড়ালপুলের ওপরে ওঠার জন্য লোহার বিশেষ

টাকা ডাবল কাণ্ডে ধৃত

শিলিগুড়ি, ২ নভেম্বর : কম সময়ে টাকা ডাবল করার প্রতারণায় আরও একজনকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম বিপুল দাস। ওই ব্যক্তি বারাসতের বাসিন্দা।

ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার হওয়া সুব্রত সরকার ও মিজানুর রহমানকে জেরা করেই বিপুলের সূত্র পায় পুলিশ। তাঁকে বারাসত থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গত ২৬ তারিখে এক ব্যক্তি এই নিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি অভিযোগ করেন, ফাঁদে পড়ে টাকা দিয়ে আর টাকা মেলেনি। এরপর গত সোমবার রাতে জংশনের একটি হোটেল থেকে ওই দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মঙ্গলবার ধৃতদের আদালতে তোলা হলে ৬ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। ওই দুজনকে জেরা করতেই বিপুলের সূত্র পায় পুলিশ।

এরপরই বারাসতে গিয়ে বিপুলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রতারণার টাকা ওই দুই ব্যক্তি বিপুলের হাতে তুলে দিতেন। ধৃতদের এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে সুব্রত ও মিজানুরকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। বিপুলকে ৩ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

বৈঠক

ইসলামপুর, ২ নভেম্বর : বিএলএ-দের নিয়ে রবিবার একটি বৈঠক করে ইসলামপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। ব্লক সভাপতি জাকির হুসেনের বাসভবনে আয়োজিত ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দলের উত্তর দিনাজপুর জেলার যুব সভাপতি কৌশিক গুন সহ অন্য নেতারা। জাকির বলেন, 'সরকারি কর্মী অর্থাৎ বিএলও-রা বাড়ি বাড়ি যাবেন। তাঁদের সঙ্গে বিএলএ-রা থাকবেন। প্রকৃত ভোটারের নাম যাতে বাদ না যায়, তা সুনিশ্চিত করতেই এই ব্যবস্থা।' সোমবার ইসলামপুর শহরের ৪৬টি বুথের জন্য দলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালের বাড়িতে বিএলএ-দের নিয়ে বৈঠক ডাকা হয়েছে।

পৃথিবীর পাঠশালা

একাকিত্বে মস্তিষ্ক ছোট

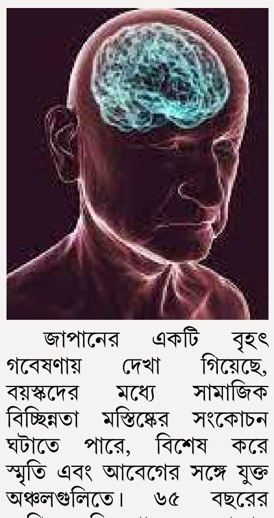

জাপানের একটি বৃহৎ গবেষণায় দেখা গিয়েছে, বয়স্কদের মধ্যে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা মস্তিষ্কের সংকোচন ঘটাতে পারে, বিশেষ করে স্মৃতি এবং আবেগের সঙ্গে যুক্ত অঞ্চলগুলিতে। ৬৫ বছরের বেশি বয়সি প্রায় ৯ হাজার প্রাপ্তবয়স্কর এমআরআই ডেটা বিশ্লেষণ করে গবেষকরা দেখেছেন যে যাঁদের সামাজিক যোগাযোগ কম, তাঁদের মস্তিষ্কের আয়তন ছোট এবং জ্ঞানীয় ক্ষয়ের সঙ্গে যুক্ত ক্ষতের পরিমাণ বেশি। গবেষকরা বলছেন, একাকিত্ব এবং মস্তিষ্কের বার্ধক্যের মধ্যে একটি শক্তিশালী জৈবিক যোগসূত্র রয়েছে। বার্তাটি পরিষ্কার, মানুষের সংযোগ কেবল আবেগের জন্য নয়, মস্তিষ্কের সুরক্ষার জন্যও অপরিহার্য।

ঘুমিয়েও চলছে কথা

বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি দারুণ এক আবিষ্কার করেছেন! তাঁরা দেখিয়েছেন, আপনি যখন স্বপ্ন দেখেন, তখনও আপনার সঙ্গে বাইরে থেকে কথা বলা সম্ভব, আর আপনি তার উত্তরও দিতে পারবেন! ব্যাপারটা হল, কিছু মানুষ 'লুসিড স্বপ্ন' দেখেন। অর্থাৎ, তাঁরা স্বপ্ন দেখার সময় জানেন যে এটি স্বপ্ন। বিজ্ঞানীরা এই ধরনের স্বপ্ন দেখা মানুষদের নিয়ে পরীক্ষা করেন। তাঁরা দেখলেন, এই ঘুমন্ত মানুষগুলো বাইরের কিছু সংকেত (যেমন আলো বা শব্দ) বুঝতে পারছেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা চোখ বা হাত নেড়ে সেই সংকেতের জবাবও দিচ্ছেন! এই পরীক্ষা প্রমাণ করে যে, স্বপ্ন দেখাটা সম্পূর্ণ একা একা ঘটা কোনও ব্যাপার নয়। আমরা এতদিন ভাবতাম, স্বপ্ন হল বাইরের জগৎ থেকে পুরোপুরি আলাদা এক অভিজ্ঞতা। কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে, ঘুমের মধ্যেও আমাদের মস্তিষ্ক বেশ সজাগ থাকতে পারে এবং বাইরের কথা বুঝতে পারে। এই আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানীরা জানতে পারবেন, স্বপ্ন দেখার সময় আমাদের মন কীভাবে কাজ করে, স্মৃতি তৈরি হয় এবং আমরা কেমন সচেতন থাকি। এটা মন নিয়ে গবেষণার এক নতুন পথ খুলে দিল।

ঘুম কমলে চর্বি বাড়ে

নতুন গবেষণা বলছে, যথেষ্ট ঘুম না হলে, আপনি যতই ভালো খাবার খান না কেন, আপনার শরীর খাদ্যকে চর্বিতে রূপান্তরিত করে দেবে। এর কারণ হল, হরমোনের গোলমাল। ঘুমের অভাবে ক্ষুধা বাড়ানোর হরমোন বেড়ে যায় এবং পেট ভরে যাওয়ার হরমোন কমে যায়। এছাড়াও, ঘুমের অভাবে স্ট্রেস হরমোন কর্টিসল বাড়ে, যা শরীরকে শক্তি সঞ্চয় করার সংকেত দেয় এবং চর্বি জমা বাড়ায়। সবচেয়ে খারাপ দিক হল, কম ঘুম ইনসুলিন প্রতিরোধ তৈরি করে। এর ফলে কোষগুলি রক্তে থাকা শর্করাকে শক্তির জন্য প্রক্রিয়া করতে না পেরে তা চর্বি হিসাবে সঞ্চয় করে। অতএব, ডায়েট নয়, সবার আগে দরকার ভালো ঘুম!

ঠান্ডা ঘরে মেদ পোড়ে

গবেষণা বলছে, মোটা হওয়ার মোকাবিলায় খাদ্য আর ব্যায়ামের মতোই ঠান্ডা ঘরে ঘুমোনোও খুব জরুরি। ঠান্ডা ঘর শরীরের বাদামি চর্বিকে সক্রিয় করে ওজন কমাতে সাহায্য করে। বাদামি চর্বি ক্যালোরি পুড়িয়ে তাপ উৎপন্ন করে এবং শরীরকে গরম রাখার জন্য শরীরের বিপাক হার বাড়িয়ে দেয়। গবেষণা দেখায় যে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় (যেমন ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস) ঘুমানো অভ্যাস করলে শরীরের বাদামি চর্বির পরিমাণ বাড়ে। এই চর্বি সাদা চর্বি থেকে শক্তি নিয়ে তাপ তৈরি করে, যার ফলে কার্যকরভাবে ক্যালোরি পোড়ে। ডায়েট আর জিমের বাইরেও চর্বি কমানোর এই নতুন উপায় কিন্তু বেশ আরামদায়ক!

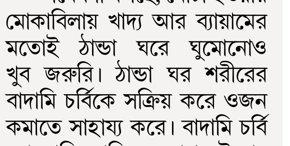

মৃত দুই পরিযায়ী

কিশনগঞ্জ, ২ নভেম্বর : রবিবার সকালে কিশনগঞ্জ-আজমেরগামী গরিব নওয়াজ এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে পড়ে দুই পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি রুইধাসা ময়দানের কাছে ঘটেছে। মৃতরা হলেন কিরণকুমার যাদব (২৫) ও গোবিন্দকুমার যাদব (২৬)। দুজনেই ফর্সাডাঙ্গি চাকলাঘাট গ্রামের বাসিন্দা। দুজন সম্পর্কে তুতোভাই।

ওই দুজন ট্রেনে করে রাজস্থানের জয়পুরে কাজ করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আচমকা তাঁরা রুইধাসা ময়দানের কাছে রমজান নদীতে পড়ে যান। রেলপুলিশ মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে। দেহগুলিকে ময়নাতদন্তের জন্য কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

রেললাইনে দেহ

বহরমপুর, ২ নভেম্বর : শনিবার দুপুরের পর মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর মহকুমার অন্তর্গত নিমতিতা এলাকার ৪ কিশোর খেলার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। রবিবার সকালে তাদের মধ্যে ৩ জনের দেহ রেললাইনের পাশে উদ্ধার করা হয়। মৃতদের নাম জিসান শেখ, রিহাত শেখ ও আরিয়ান শেখ। সকলের বয়স ৯ থেকে ১১-র মধ্যে। অপর এক কিশোর নিখোঁজ।

ইতিহাস

প্রথম পাতার পর

বিশ্বকাপের (ওডিআই ও টি২০ মিলিয়ে) ফাইনালে ভারতীয় ওপেনারদের মধ্যে সর্বাধিক ব্যক্তিগত রান করলেন শেফালি। ভাঙলেন বীরেন্দ্র শেহবাগের (৮২, ২০০৩ সালের ওডিআই বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে) রেকর্ড।

শেফালি বরাবরই পাওয়ার হিটার। এদিন তিনি নিয়ন্ত্রিত আগ্রাসনে ও স্মৃতি মিডাস টাচে আয়াবোঙ্গা খাখা (৫৮/৩) ও মারিজানে ক্যাপের (৫৯/০) প্রথম স্পেলকে ভোঁতা করে দেন। যার ফলে ৬.৩ ওভারে ৫০ পেরোনোর পর ১৮ ওভারে ১০০-তে পৌঁছে যায় ভারত। শেফালি-স্মৃতি দ্বিতীয় জুটি যারা মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপের ফাইনালে শতরানের পার্টনারশিপ গড়লেন।

ক্লোয়ে ট্রাইওন (৪৬/১) স্মৃতিকে ফিরিয়ে ভারতের ১০৪ রানের ওপেনিং জুটি ভাঙেন। অর্ধশতরান না পেলেও রেকর্ডবুকে নাম তুলে ফেলেন স্মৃতি। মহিলাদের একটি ওডিআই বিশ্বকাপে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক রান (৪৩৪ রান) হয়ে গেল তাঁর। শেফালি যদিও একটা দিক সামলে রেখেছিলেন। তিন বছর পর ওডিআইয়ে অর্ধশতরান সেরে নেন তিনি। ভারতের সেমিফাইনাল জয়ের 'নায়িকা' জেমিমা রডরিগেজ (২৪) ও শেফালি ২০ ওভারের পর থেকে দলকে ঠিকঠাকই টানছিলেন। ৫৬ রানে অ্যানেকে বশ সহজ ক্যাচ ফেলায় জীবন পান শেফালি। কিন্তু মন্থর হতে শুরু করা ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামের লাল মাটির পিচে টাইমিংয়ের গোলমালে আউট হন তিনি।

ক্রিজে ভারতকে ফাইনালে তোলার দুই কারিগর জেমিমা ও অধিনায়ক হরমনপ্রীত (২০)। কিন্তু জেমিমা সুবিধা করতে না পারায় এদিন তাদের জুটি ৫ রানেই থেমে যায়। তবে মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপে নকআউট পর্বে সর্বাধিক রানের (৩৩১) নজির গড়ে ফেলেন হরমনপ্রীত।

১৭১/৩ হয়ে যাওয়ার পর মাঝের ওভারে হরমনপ্রীতকে নিয়ে ইনিংস গড়ার দায়িত্ব নেন দীপ্তি শর্মা (৫৮)। শেষদিকে শিলিগুড়ির উইকেটকিপার-ব্যাটার রিচার (২৪ বলে ৩৪) আক্রমণাত্মক ইনিংসে বাড়তি ইনটেন্ট লক্ষ্য করা গিয়েছে। দলকে তিনশোর গণ্ডি টপকে দিতে না পারলেও মহিলাদের একটি ওডিআই বিশ্বকাপে সর্বাধিক ছক্কা (১২টি) মারার রেকর্ড গড়ে ফেলেন রিচা। তবে রিচার আগে আমনজ্যোৎ কাউরকে (১২) নামানোর যুক্তি বোধ্যগম্য হয়নি বিশেষজ্ঞদের।

জবাবে উলভারডট (১০১) ও তাজমিন ব্রিৎজের (২৩) ওপেনিং জুটি ভারতের রক্তচাপ বাড়িয়েছিল। কিন্তু দুরন্ত রানআউটে ব্রিৎজকে ফেরান আমনজোৎ। বশ (০) নাল্লাপুরেড্ডি শ্রী চরণির (৪৮/১) ঘূর্ণিতে 'বশ' মানেন। এদিন ভারতের গোল্ডেন আর্ম হয়ে দেখা দিয়েছেন শেফালি (৩৬/২)। নিজের প্রথম দুই ওভারে তিনি ফিরিয়ে দেন সুনে লুস (২৫) ও ক্যাপকে (৪)। শতরান করে দক্ষিণ আফ্রিকাকে প্রথম বিশ্বকাপ ট্রফি জেতানোর স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন উলভারডট। তাঁকে দীপ্তি (৩৯/৫) তুলে নিতেই ভারত জয়ের গন্ধ পেয়ে যায়। দীপ্তির বলে নাদিনে ডি ক্লার্কের ক্যাচ অধিনায়ক হরমনপ্রীতের হাতে জমা পড়তেই নতুন ইতিহাস লেখা হল ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এক্স পোস্টে তদন্তে নামল পুলিশ

বাংলাদেশ থেকে সপরিবার এদেশে

অনুপ মণ্ডল

বুনিয়াদপুর, ২ নভেম্বর : স্বামী-স্ত্রী মিলে ২০২২ সালে ছেলেমেয়েদের নিয়ে সীমান্ত টপকে ভারতে ঢুকেছিলেন। সেই থেকে বংশীহারীর গাঙ্গুরিয়া পঞ্চায়েতের লালপুর এলাকায় বসবাস করছেন। স্ত্রী বাংলাদেশি হলেও স্বামী অবশ্য ভারতেই জন্মেছিলেন। ছোটবেলাতেই বাংলাদেশে চলে যান। সেখানেই ছিলেন। বিয়ের পর ফের ভারতে আসেন। ভাই অবশ্য এদেশেই ছিলেন। দেশে ফিরেই দাদা পারিবারিক জমি দখল করেন ও ভাইকে নিয়মিত হুমকি দিতেন বলে অভিযোগ। এনিয়ে পুলিশে অভিযোগ জানানো হলেও তারা কোনও তদন্তই করেনি। তবে বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করতেই পুলিশ তদন্তে নেমেছে। তাঁরা চোরাপথে ভারতে ঢোকেন বলে অভিযুক্ত স্ত্রী স্বীকার করেছেন। তবে এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার না করায় প্রশ্ন উঠেছে।

সুকান্তর তোপ, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রবেশকারীদের ভোট প্রয়োজন। তাই

যে এলাকাতে বাংলাদেশি পরিবারটির বসবাস বলে অভিযোগ।

তথ্যপ্রমাণ থাকলেও এই অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না।' বহুবার মোবাইলে ফোন করলেও স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান সুকুমার রায় সাড়া দেননি। দক্ষিণ দিনাজপুরের পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তালের বক্তব্য, 'অভিযোগের ভিত্তিতে সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখে তদন্ত চলছে।'

লালপুর গ্রামের বদিরুদ্দিন মিয়াঁর বড় ছেলে বিশু মিয়াঁ ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে বাংলাদেশে যান। বাবা ভারতে ফিরে এলেও ছেলে বাংলাদেশে থেকে যান। অভিযোগ, সেখানে তিনি নিজের নাম পরিবর্তন করে আবদুল মান্নান করে নেন। বাবার নাম আবদুল ফজল আলি হিসেবে দাবি করে বাংলাদেশে ভোটার কার্ডের ব্যবস্থা করেন। পরে তিনি সেই দেশের বাসিন্দা লাভলি বেগমকে বিয়ে করেন। দম্পতির এক ছেলে ও এক মেয়ে। ২০২২ সালের অগাস্ট মাসে ছেলেমেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বিশু ও লাভলি লালপুরে আসেন। অগাস্টে তাঁরা এখানে ভোটার কার্ড ও প্যান কার্ড তৈরি করান।

এরপরই জমি নিয়ে বিশুর সঙ্গে তাঁর ছোট ভাই ফিরোজ মিয়াঁর সমস্যা শুরু হয়। অভিযোগকারী ফিরোজ মিয়াঁ অসুস্থ। রবিবার তাঁকে বাড়িতে পাওয়া যায়নি। তাঁর স্ত্রী নাসিমা বিবি বললেন, 'ভাশুরের যখন ১৩ বছর বয়স, শুনেছি শ্বশুরমশাই সেই সময় তাঁকে নিয়ে বাংলাদেশে গিয়েছিলেন। পরে ভাশুর আর এ দেশে ফিরে আসেননি। বাংলাদেশে তাঁর বৈধ ভোটার কার্ড আছে। সেখানে বিয়েও করেন, দুটো সন্তানও হয়। এখন বেআইনিভাবে ভারতে ফিরে তিনি সম্পত্তি হাতানোর চেষ্টা করছেন।' বিষয়টি প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি বলে তাঁর দাবি।

বিশু ওরফে আবদুলকেও বাড়িতে পাওয়া যায়নি। তাঁর স্ত্রী লাভলি অবশ্য বাড়িতে ছিলেন। তিনি বললেন, '২০২২ সালে ছেলেমেয়েদের নিয়ে স্বামীর সঙ্গে চোরাপথে বাংলাদেশ থেকে এখানে এসেছি। বাংলাদেশে থাকা বাবা-মা মারা গিয়েছেন। তাই পরিবার নিয়ে সেখানে কী করে ফিরে যাব? স্বামী যেখানে আছেন সেখানেই থাকব।' একইসঙ্গে তাঁর স্বীকারোক্তি, 'এপারে এসে বিপদে পড়েছি। যখন এপারে আসি তখন এত কড়াকড়ি ছিল না।' পুলিশ কি ব্যবস্থা নেবে? তৃণমূল যুবর জেলা সভাপতি অম্বরীশ সরকারের দাবি, 'এমন কোনও ঘটনা ঘটে থাকলে পুলিশ অবশ্যই ব্যবস্থা নেবে।'

বংশীহারীতে হইচই

- লালপুর গ্রামের বদিরুদ্দিন মিয়াঁর বড় ছেলে বিশু মিয়াঁ ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে বাংলাদেশে যান
- বাবা ভারতে ফিরে এলেও ছেলে বাংলাদেশে থেকে যান, নাম পরিবর্তন করে আবদুল মান্নান করেন
- সেখানে বিয়ের পর দম্পতির এক ছেলে ও এক মেয়ে হয়, ২০২২ সালে লালপুরে আসেন
- অগাস্টে তাঁরা এখানে ভোটার কার্ড ও প্যান কার্ড তৈরি করান, পরে জমি নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে বচসায় জড়ান

জার্সিতে অর্ধেক আকাশের স্বপ্ন

প্রথম পাতার পর

ভূমি-কন্যা জেমিমা রডরিগেজ কিংবা পঞ্জাবের হরমনপ্রীত-প্রত্যেকে নিশ্চয়ই শখে কখনও না কখনও শাড়ি পরেছেন। কিন্তু সেটাই তাঁদের প্রথম পছন্দের নয়। বরং রিচা-জেমিমারা অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ ক্রিকেটীয় জার্সিতে। দেশের এই জার্সিটাই তাঁদের কাছে এখন ঈশ্বরীয় রক্ষাকবচ।

হিমেল হাওয়ায় এখন শীতের আমেজ উত্তরে। দু-চার ফোঁটা শিশিরও পড়ছে ঘাসের ডগায়। রবিবারের এমনই হিমেল সন্ধ্যায় শিলিগুড়ির বাঘা যতীন পার্কে শেফালি ভার্মা, দীপ্তি শর্মা, রিচা ঘোষদের জন্য গলা ফাটিয়েছেন হাজার হাজার মানুষ। কাঁপন উপেক্ষা করে। শুধু শিলিগুড়ি কেন, কোচবিহার থেকে কালিয়াগঞ্জ, মালদা থেকে মালবাজার- 'চক দে ইন্ডিয়া' আওয়াজ উঠেছে সর্বত্রই। জিও হটস্টারের রিয়েলটাইম তথ্য বলছে, রবিবাসরীয় রাতে প্রায় ২৫ কোটি স্ক্রিনে একসঙ্গে খেলা দেখা হয়েছে। এর বাইরে টিভি চ্যানেলে আরও কয়েক কোটি দর্শক। সেইসঙ্গে, পাড়ার মোড়ে, হাটে-বাজারে জায়েন্ট স্ক্রিনে আরও কয়েক কোটি। সংখ্যাটা অনুমান করতে পারছেন?

ক্রিকেটে মেয়েদের বিশ্বকাপ নিয়ে শেষ কবে এমন উন্মাদনা ছিল, মনে পড়ছে না। মেয়েদের দলে কারা কারা খেলেন, সেটাই বহু মানুষের অজানা ছিল এতদিন। শুধু ক্রিকেট নিয়ে যাঁরা নিয়মিত খোঁজখবর রাখেন, তাঁরা ছাড়া আর কেউ বোধহয় ১৯৭৮-এর বিশ্বকাপে খেলা বঙ্গতনয়া গার্গি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও শোনেননি। ঝুলন গোস্বামী কিংবা মিতালি রাজরা অবশ্য হালে সোশ্যাল মিডিয়া, ইন্টারনেটের কল্যাণে অনেকের কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছেন।

একসময় ক্রিকেট ছিল 'ব্যাটামানুষের খেলা'। এখন সেই মিথ ভাঙতে শুরু করেছে একটু একটু করে। তবে, সংখ্যাটা নগণ্য। নিজের ঘরের মেয়ে না খেলুক, অন্যের ঘরের মেয়ে খেললে অন্তত হাততালি দেওয়ার দুটো লোক পাওয়া যাচ্ছে।

এই যেমন সেমিফাইনালের কথাই ধরুন না। বিশ্বকাপের মঞ্চে হঠাৎ জ্বলে না উঠলে হয়তো ছাইছাপা পড়ে থাকত জেমিমা রডরিগেজের নামটা। দেশকে ফাইনালে পৌঁছে দিয়ে বছর পঁচিশের এই কন্যাই হয়ে উঠেছিলেন সকলের ভরসার কাঁধ। গত কয়েকঘণ্টায় এক্স হ্যান্ডেলে ক্রিকেটে ট্রেন্ডিং হয়ে উঠেছে আরও একটি নাম। স্মৃতি মান্ধানা। একশো কোটি ভারতীয়র আশা, স্মৃতি-জেমিমা-হরমনপ্রীত-রিচা-শেফালিরা এবার নিশ্চয়ই ছিনিয়ে আনবেন বিশ্বজয়ীর তকমা। সেটাই বা কম কি!

আমরা এমন একটা কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, যখন গোটা ভারতবর্ষেই কন্যাভ্রূণ হত্যা, ধর্ষণ, নিপীড়ন, নাবালিকা অত্যাচারের মতো ঘটনা ঘটেই চলেছে। রোজ। সমানতালে। দিল্লির নির্ভয়া থেকে কলকাতার অভয়া- সকলেই সমাজের লালসার শিকার। সপ্তাহখানেক আগেই উত্তরপ্রদেশের কানপুরের একটি ঘটনা শোরগোল ফেলেছিল। বৌমার পেটে কন্যাভ্রূণ থাকায় জোর করে গর্ভপাত করায় শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। এখানেই শেষ হয়নি। পুত্রসন্তান চেয়ে ওই তরুণীকে বাধ্য করা হত শ্বশুর ও দেওরের সঙ্গে যৌনমিলনে। লেখাটা যখন লিখছি, ঠিক সেইসময় খবর এল শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া মাটিগাড়া থানা এলাকায় এক নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন করা হয়েছে।

এই ঘটনাগুলো কোনওটাই কিন্তু বিক্ষিপ্ত নয়। এ যেন ঠিক ছোঁয়াচে রোগের মতো ছড়িয়ে পড়ছে।

তবু এই দেশ একদিন বদলাবে বলেই হয়তো আশা রাখেন হরমনপ্রীত-শেফালিরা। নীল জার্সিতে দেশের নাম উজ্জ্বল করে তাঁরা বোঝাতে চান, এ ভারত শুধু শাড়ি পরিহিতা গেরস্থ মহিলাদের নয়, বরং দাঁতে দাঁত চেপে ময়দানে লড়াই করা প্রতিটা নারীর। কেউ লড়ছে সিস্টেমের বিরুদ্ধে, কেউ শত্রুর বিরুদ্ধে। কেউ পুলিশের ভূমিকায়, কেউ সেনার ভূমিকায়, কেউ বা খেলোয়াড়ের ভূমিকায়। জার্সি কিংবা উর্দির রংটা শুধু বদলে যায় ক্ষণে ক্ষণে।

তাই আমরাও ওঁদের মতো স্বপ্ন দেখি, একদিন দেশ জাগবে নতুন করে। কোনও এক বাবা, কোনও এক দাদা নিদেনপক্ষে কোনও এক বন্ধু তাঁর প্রিয় নারীকে দেখে বলে উঠবেন, 'বাই দ্য ওয়ে, ইউ লুক গুড ইন জার্সি'।

অপেক্ষাটার শুরু।

বেহাল শ্মশানঘাট, ভোগান্তি

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২ নভেম্বর : শিলিগুড়ির কিরণচন্দ্র শ্মশানঘাট হোক বা সাহুডাঙ্গি শ্মশানঘাট ফুলবাড়ি থেকে দুই জায়গার দূরত্ব প্রায় ১০ কিমি। দূরত্ব সত্ত্বেও ফুলবাড়ির বাসিন্দারা কিরণচন্দ্র বা সাহুডাঙ্গিতে মৃতদেহ নিয়ে যান শেষকৃত্যের জন্য। ফুলবাড়িতেও শ্মশানঘাট রয়েছে কিন্তু তার পরিকাঠামোর বেহাল দশা। তাই বাধ্য হয়ে এই এলাকার মানুষ অন্যত্র যাচ্ছেন। এবিষয়ে ফুলবাড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রফিকুল ইসলাম বলেন, 'কিছুদিন আগে শ্মশানঘাটটি পরিদর্শন করে এসেছি। অনেক কাজ করাতে হবে। কোন কাজ করাতে কত খরচ হবে সেবিষয়ে ইঞ্জিনিয়ারকে দিয়ে একটি হিসেব করতে হবে। এরপর প্রয়োজনীয় কাজ করানোর চেষ্টা করব।'

অতীতে শহরের আশপাশে বৈদ্যুতিক চুল্লি সহ শ্মশানঘাট তৈরি করার চেষ্টা করলেও সরকারকে বাধার মুখে পড়তে হয়েছিল। বর্তমানে ফুলবাড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের চতুরাগছ এলাকায় চতুরাগছ শ্মশানঘাটটি একপ্রকার পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কেন এই শ্মশানঘাটের পরিকাঠামো উন্নত করা হচ্ছে না স্থানীয়রা সেই প্রশ্ন করছেন।

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির তৎকালীন বিধায়ক গৌতম দেব ২০১৮ সালে চতুরাগছ শ্মশানঘাটের পরিকাঠামো উন্নত করেছিলেন। মৃতদেহ দাহ করার সময় যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেজন্য শেড তৈরি করে দিয়েছিলেন। জলপাইগুড়ির জেলা প্রশাসনের তরফে দেড় লক্ষ টাকার বেশি খরচ করে শ্মশানঘাটে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সবকিছু বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

শ্মশানের দেখাশোনার পাশাপাশি সেখানে একটি ছোট ঘর বানিয়ে থাকেন শিবাজি যাদব। তাঁর কথায়, 'শ্মশানঘাটে একটি সোলার লাইট লাগানো রয়েছে। কিন্তু শ্মশানে আসার রাস্তার আলো জ্বলে না। শ্মশানের ভেতরে পর্যাপ্ত আলো নেই। তাই শব নিয়ে কেউ এই শ্মশানে আসতে চান না।' স্থানীয় বাসিন্দা বিসেন্দু বর্মন বলেন, 'করোনা পরিস্থিতিতে অনেকে মৃতদেহ এই শ্মশানঘাটে নিয়ে এসে দাহ করতেন। কিন্তু তারপর থেকে আর পরিকাঠামো উন্নত করার কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। জলের জন্য শুধু একটি কুয়ো রয়েছে। ডিপ টিউবওয়েল কাজ করে না। যাঁরা শেষকৃত্যের জন্য রাতে আসেন, তাঁদের নিজেদের আলোর ব্যবস্থা করতে বলা হয়।'

একসময় প্রতি মাসে কমবেশি ৩০টি দেহ এই শ্মশানে দাহ করা হত। বর্তমানে সেই সংখ্যা মাসে একটিতে দাঁড়িয়েছে।

অদর্শনের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী শাহরুখ

মুম্বই, ২ নভেম্বর : ঠিক যেন আম দরবার। মন্নতের সামনে আলাদা একটা উঁচু জায়গাই আছে। প্রতিবছর নভেম্বর মাসের ২ তারিখ সেখানে দাঁড়িয়ে অগণিত ভক্তদের দর্শন দেন, অভিনন্দন জানান আর জন্মদিনের শুভেচ্ছা গ্রহণ করেন শাহরুখ খান। তবে এবছরটা ব্যতিক্রম হয়ে গেল। সেই নির্ধারিত জায়গায় বাদশা-দর্শন হল না ভক্তদের। ভক্তদের সঙ্গে দেখা করার পরিকল্পনা ছিল, সব ঠিক ছিল, কিন্তু শেষমুহূর্তে ছন্দপতন। হতাশ হয়ে রবিবার তাই মন্নতের সামনে থেকে ফিরে গেলেন হাজার হাজার ভক্ত। অনুরাগীদের মনোবেদনা ঠিকই টের পেয়েছেন শাহরুখ। তাই রবিবার সন্ধ্যায় টুইটে নিজেই জানালেন তাঁর অদর্শনের পিছনে রহস্যটা কী। সেইসঙ্গে চেয়ে নিয়েছেন ক্ষমাও।

এক্স হ্যান্ডেলে শাখরুখ লিখেছেন, 'কর্তৃপক্ষের পরামর্শে আমাকে জানানো হয়েছে যে, আজ আমি বাইরে বেরিয়ে তোমাদের সঙ্গে, আমার প্রিয় মানুষজনের সঙ্গে দেখা করতে বা শুভেচ্ছা জানাতে পারব না, যারা এতক্ষণ ধরে আমার জন্য অপেক্ষা করছ। তোমাদের প্রত্যেকের কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইছি। তবে জানানো হয়েছে, এটি সবার নিরাপত্তার স্বার্থে নেওয়া সিদ্ধান্ত, কারণ ভিড় সামলানো কঠিন হয়ে পড়েছিল।' তিনি আরও লিখেছেন, 'তোমরা বোঝার চেষ্টা করো, আর বিশ্বাস করো, তোমাদের দেখা না পেয়ে আমি তোমাদের থেকেও বেশি কষ্ট পাব। আমি ভীষণভাবে মুখিয়ে ছিলাম তোমাদের সঙ্গে দেখা করে ভালোবাসা ভাগ করে নিতে। তোমাদের সবাইকে ভালোবাসি।'

শাহরুখের এই পোস্ট ঘিরে ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভক্তদের আবেগের ঢেউ। কেউ লিখেছেন, 'বাদশা, আমরা তোমার অপেক্ষায় থাকব সবসময়।' কেউ আবার বলেছেন, 'তোমার নিরাপত্তাই সবার আগে।'

বিহারের তরুণী এনে গ্রামে মধুচক্র

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২ নভেম্বর : নিজের বাড়িতে মধুচক্র চালানোর অভিযোগ উঠছিল এক বিধবার বিরুদ্ধে। এমনকি মধুচক্র চালাতে মাঝেমধ্যে বিহার থেকেও তরুণীদের নিয়ে আসা হত বলে অভিযোগ। শনিবার রাতে সেই অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল রায়গঞ্জ থানার একটি গ্রামে। অভিযোগ, গ্রামবাসীদের একাংশ ওই মহিলার বাড়িতে চড়াও হয়ে তাঁকে বেধড়ক মারধর করেন। এমনকি কুপিয়ে খুনেরও চেষ্টা করা হয়। ভাটোল ফাঁড়ির পুলিশ গিয়ে আক্রান্ত মহিলাকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেলে ভর্তি করে। হামলায় জড়িত সন্দেহে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গ্রামবাসীর অভিযোগ, ওই মহিলাকে একাধিকবার সতর্ক করা হলেও পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেনি। ফলে গ্রামের পরিবেশ ক্রমশ নষ্ট হচ্ছিল। শনিবার রাতে ওই মহিলাকে এক তরুণের সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় দেখতে পান এলাকার কিছু বাসিন্দা। তারপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসী। স্থানীয়রা তাঁর বাড়ি ভাঙচুর করেন। তাঁকে এলোপাতাড়ি মারধর করা হয়। এমনকি ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে খুনের চেষ্টা করা হয় বলেও অভিযোগ।

রক্তাক্ত অবস্থায় ওই মহিলাকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেলে ভর্তি করে ভাটোল ফাঁড়ির পুলিশ। রবিবার সকালে জখম মহিলার পরিবারের তরফে ছয়জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম বিকি পাসোয়ান। রবিবার ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

তবে আক্রান্ত মহিলার বক্তব্য, 'আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হয়েছে, তা ঠিক নয়। গ্রামেরই এক তরুণের সঙ্গে আমার দীর্ঘ দুই বছরের প্রেমের সম্পর্ক। ২০২৩ সালে স্বামী মারা যাওয়ার পর ওই তরুণের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয়। শনিবার রাতে সে আমার বাড়িতে ছিল।'

ভরপুর উত্তরবঙ্গ, অভাব পরিকল্পনার

প্রথম পাতার পর

কিন্তু পরিসংখ্যান বলে কর্মসংস্থান তৈরির ক্ষেত্রে তা অপ্রতুল। সরকারের প্রকৃত সমীক্ষা ব্যতিরেকে বিশেষজ্ঞদের মতামত না নিয়ে তৈরি অনেক প্রকল্পই ফলপ্রসূ হচ্ছে না। সময় এসেছে বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে শিল্পনীতি নির্ধারণ করার। তাতে রোজগারের তাগিদে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা কমবে। নিজের মাটিতে চাকরির বাজার হাত-পা ছড়াবে। ভুললে চলবে না, ভাত আর ছাদ ভাবনা আন্দোলনের জন্ম দেয়। দিশেহারা অনিশ্চিত যুবসমাজের সামনে খাঁখাঁ করছে রোদ। পুড়ে যাচ্ছে ভবিষ্যতে।প্রধান অর্থকরী ফসল হিসাবে উত্তরবঙ্গে বিস্তৃত চা বলয়। অকশন মারফত আর বেসরকারিভাবে বছরে প্রায় ছয় হাজার কোটি টাকার চা বিক্রি হয়। বিদেশি মুদ্রা ঘরে আসে। আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে উত্তরবঙ্গকে জুড়েছে এই শিল্প। কিন্তু চায়ের বণ্টন এবং বিক্রির প্রক্রিয়ায় অসামঞ্জস্য থাকছে।

ফলে ফায়দা লুটছে বহুজাতিক কয়েকটি সংস্থা। চাহিদা অনুসারে জোগানের বিস্তর ফারাক থেকেই যাচ্ছে। বড় বাগানের পাশাপাশি ছোট চা বাগানকে কেন্দ্র করে শ-দুয়েক বটলিফ ফ্যাক্টরি গড়ে উঠেছে। পরিকল্পিত পদ্ধতি মেনে সেগুলি নিয়ন্ত্রণের কোনও বন্দোবস্ত আজও হয়নি। ফলে বটলিফ সেক্টর ধুঁকছে। টি বোর্ড একসময় স্যাটেলাইট সার্ভের কথা বলেছিল, কত বাগান, কত নতুন ফ্যাক্টরি, প্রোডাকশন, কমান্ড এরিয়া এসবের হিসেব বোর্ডের সমীক্ষা রিপোর্টে আদৌ কার্যক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছিল কি? আমাদের জানা নেই।

চা বলয়ে দাবি উঠছে সহায়কমূল্যের, শিল্প ক্ষেত্রে 'ফ্রি-ট্রেড জোন' ঘোষণার। সেনাছাউনিগুলিতে অকশন থেকে দাম ও পছন্দমতো চা কিনলে বা সরকার র‍্যাশনে চাল, ডালের সঙ্গে চা দিলে কিছুটা এই শিল্পের বিক্রিজনিত সুরাহা হয়। জনগণের নির্বাচিত সরকার শিল্প বাঁচিয়ে রাখার দায় এড়াতে পারে না। সাদা হাতির মতো থিতু হয়ে না থেকে সরকারি বোর্ড অ্যাক্টিভ হোক। এটাই ময়নাতদন্তের সময়।

পরিকাঠামো শিল্পের অন্যতম শর্ত। যোগাযোগ যত উন্নত হবে, বিনিয়োগ তত বাড়বে। আগের তুলনায় বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হয়েছে। তবে উত্তরে রেল ও সড়ক যোগাযোগ আরও বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে বাগডোগরা বিমানবন্দর দিশা দেখাচ্ছে। এশিয়ান হাইওয়ে সার্কভুক্ত দেশগুলোর বাণিজ্যের সুযোগ বাড়িয়ে দিয়েছে। সিল্করুটের কথাও আমরা জানি। বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, ভুটান এই দেশগুলির মধ্যে আন্তঃবাণিজ্যের সুযোগ ও সম্ভাবনা দুই-ই বেড়েছে। তাই এই মুহূর্তেই সঠিক শিল্পনীতির রূপায়ণ জরুরি।

শিল্পের প্রয়োজনে হাইওয়ের পাশে জমি মাফিয়াদের ফেলে রাখা জমি সরকার প্রয়োজনে অধিগ্রহণ করে নিতে পারে। চিনের 'সেজ' মডেলে নিজস্ব তত্ত্বাবধানে শিল্প পার্ক নির্মাণ করে বিভিন্ন ক্লাস্টারে সেগুলি ভাগ করে দেওয়া যেতে পারে। যেমন, এক জায়গায় সমস্ত আসবাবপত্রের আয়রন স্টিল কারখানা নিয়ে আসা যেতে পারে। দেওয়া যেতে পারে বিদ্যুৎ, জল, পথ সহ নানা সুবিধে। তাতে স্থান পরিচিতি লাভ করবে আর ব্যাপক বিন্যাস মার্কেটিংয়ের সুযোগ করে দেবে। ক্রেতারা উৎপাদন, বিক্রির হদিস পেয়ে যাবেন একই জায়গায়।

শিলিগুড়ির শিবমন্দিরের কাঠের আসবাব বাজার উঠে আসতে পারে শিল্প সহায়ক চত্বরে। যেমন অনেক ওয়্যারহাউস নিয়ে এনজেপিতে তৈরি হয়েছে টি পার্ক। একইভাবে বেতশিল্প, পাটজাত দ্রব্য, মাদুর, ব্যাগ কারখানা জেলা ও এলাকাবিশেষে শিল্প সহায়ক জমিতে করা যেতে পারে। তার পাশেই শোরুম খুলে তা বিক্রিও হতে পারে। আলিপুরদুয়ারের এথেলবাড়ি, বীরপাড়া অঞ্চলে হিউমপাইপ, সিমেন্টের পেভার কারখানা হতে পারে। এইসব ছোট ছোট পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলেই উত্তরবঙ্গকে শিল্পবন্ধু তকমা এনে দিতে পারে।

উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থান তাৎপর্যপূর্ণ। অনেকগুলি আন্তর্জাতিক সীমানা উত্তরবঙ্গকে ঘিরে রয়েছে। এই অঞ্চলের সামরিক গুরুত্ব অপরিসীম। সেই প্রয়োজনকে মাথায় রেখেও শিল্প বিনিয়োগ আসতে পারে উত্তরে। উত্তর দিনাজপুরের তুলাইপাঞ্জি, মালদার আম, চাকুলিয়ার সূর্যাপুরী, দার্জিলিং-মিরিকের কমলা, বিধাননগরের আনারস, হলদিবাড়ির টমেটো, এরকম কৃষিজাত পণ্যকে আশ্রয় করে ফল প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে এই এলাকায়। আলুর পচে যাওয়া ঠেকাতে আরও হিমঘর দরকার। আচার, জ্যাম, জেলি তৈরির কারখানা অপ্রতুল থাকায় লংকা, টমেটো অনেক সময় ফেলে দিতে হয়। এসবকে ঘিরে ক্ষুদ্র শিল্পের হাহাকার কানে বাজে। কালিম্পংয়ের অর্কিড, ক্যাকটাস সুবিখ্যাত। বিদেশেও রপ্তানি হয়। জারবেরা, মেরিগোল্ডকে কেন্দ্র করে ফ্লোরিকালচারের প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে। রসদ যথেষ্ট আছে। তবে কাজের কাজ হল না কিছুই।

উত্তরের আট জেলাতেই চিকিৎসা এবং শিক্ষা এই দুই বিষয়ভিত্তিক লাভজনক বিনিয়োগের যথেষ্ট পরিসর রয়েছে। আবাসন তৈরি, জল সংরক্ষণ, তথ্যপ্রযুক্তি ও কারিগরি, পর্যটনশিল্প উত্তরবঙ্গের সামগ্রিক চেহারা পালটে দেবার জন্য যথেষ্ট। যাঁরা আইটিআই পাশ করেছেন যেমন কলমিস্ত্রি, ইলেক্ট্রিশিয়ান তাঁদের প্রায় কেউ আর বসে নেই এবং শিল্পের প্রয়োজনে আইটিআই-এর মতো স্কুলিং সব জায়গাতে হওয়া দরকার। তাতে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা আসবে এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় এবং শিল্পও প্রভূত উপকৃত হবে। হোটেল ম্যানেজমেন্ট, নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউশন থেকে পাশ করে প্রচুর ছেলেমেয়ে চাকরি পেয়ে যাবেন বিভিন্ন সেক্টরে। রাজনৈতিক দল, আমলারা ভাবুন, উত্তরের বিশিষ্টজনরা কথা বলুন, আলোচনা করুন। শিল্পের জোয়ার এলে উত্তরের মানুষের খিদে মিটবে, মাথার উপর ছাদ শক্ত হবে, কমবে ক্ষোভ। আর তখনই বিচ্ছিন্নতার সুর বদলে যাবে প্রকৃত উন্নয়নের ভাবনায়।

(লেখক- বিশিষ্ট শিল্পপতি, শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

পাকড়াও ৯৪ জন

প্রথম পাতার পর

এর পিছনে ভূমিকা রয়েছে বিজেপিরও। তৃণমূলের যুক্ত থাকার তত্ত্ব সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।'

সিপিএম নেতা শমীক লাহিড়ির কথায়, 'অনুপ্রবেশ হলে ব্যর্থতা বিএসএফ ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের। যে ক'জন গ্রেপ্তার হয়েছেন, তাঁদের জন্য রাজ্যের ৭ কোটিরও বেশি ভোটার ভুগবেন। এত বছর ধরে অনুপ্রবেশ আটকানো যায়নি কেন?' মঙ্গলবার থেকে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর কাজে বাড়ি বাড়ি যাবেন বিএলও-রা। তার আগে বাংলার সীমান্ত এলাকা থেকে বাংলাদেশে পালানোর ঘটনা নিঃসন্দেহে ইঙ্গিতবাহী।

রবিবার উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগর সীমান্তে ধৃতদের কাছ থেকে ভারতের কোনও বৈধ নথিপত্র পাওয়া যায়নি। কথায় একাধিক অসংগতিও পাওয়া গিয়েছে। বিএসএফ গত দু'দিনের মতো তাঁদেরও আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। গোয়েন্দাদের দাবি, ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু হওয়ার পর বেআইনিভাবে বাংলাদেশে যাওয়ার হিড়িক পড়ে গিয়েছে।

অনেকে বিএসএফের হাতে ধরা পড়ছেন বটে। কিন্তু কেউ কেউ যে চলে যাননি, তা হলফ করে বলা যাচ্ছে না। কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ ও শিলিগুড়ির ফাঁসিদেওয়া সহ বিভিন্ন সীমান্ত এলাকার অনেক বাসিন্দার বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। বিরোধীদের অভিযোগ, মোটা টাকার বিনিময়ে সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ করানো হয়। তাঁরা এই রাজ্যে থাকেন। তাঁদের বিভিন্ন নথিও তৈরি করে দেওয়া হয়। দুই দেশের ভোটার তালিকাতে তাঁদের নামও থাকে। রবিবার স্বরূপনগরের বিথারি সীমান্তে যাঁরা ধরা পড়েছেন, তাঁরা বেশ কয়েক বছর ধরে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাস করছিলেন বলে পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে সামনে এসেছে।

অর্শদীপের মঞ্চে সুন্দরের দাপট

রেকর্ড গড়ে হোবার্টে অজি-বধ ভারতের

অস্ট্রেলিয়া-১৮৬/৬
ভারত-১৮৮/৫ (১৮.৩ ওভারে)
(ভারত ৫ উইকেটে জয়ী)

হোবার্ট, ২ নভেম্বর : হোবার্টে প্রথমবার টি২০-র চ্যালেঞ্জ।

জিততে হবে পরিস্থিতি। সামনে আবার রেকর্ড ১৮৭ রান তাড়া করে জেতার লক্ষ্য। ডেভিড বুনের শহরে কঠিন যে প্রাচীর টপকে অস্ট্রেলিয়া বধ সূর্যকুমার যাদব ব্রিগেডের।

টিম ডেভিড, মার্কাস স্টোয়িনিসের বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে ছিল অশনিসংকেত। যদিও ডেভিডদের রণহুংকারের মাঝে দলকে লড়াইয়ে রেখেছিল অর্শদীপ সিংয়ের বুদ্ধিদীপ্ত সুইং বোলিং। তিন শিকারে স্কোরকে নাগালের বাইরে যেতে দেননি।

অর্শদীপের তৈরি যে মঞ্চে জয় এনে দেয় ওয়াশিংটন সুন্দর (২৩ বলে অপরাজিত ৪৯)-তিলক ভার্মাদের (২৯) পরিণত ব্যাটিংয়ে। শুরুতে অভিষেক (২৫) এবং শেষে জিতেশ (অপরাজিত ২২), দুই 'শর্মা'-ও তাল ঠুকলেন। ফল, হোবার্ট স্টেডিয়ামে রেকর্ড ১৮৬ রান তাড়া করে ৫ উইকেটে অজি বধ। সিরিজ ১-১। বৃহস্পতিবার সুযোগ টাই ভেঙে এগিয়ে যাওয়ার।

জয়ের পর ওয়াশিংটন সুন্দরকে সাবাসি জিতেশ শর্মার। হোবার্টে রবিবার।

রবিবাসরীয় হোবার্ট সেজে উঠেছিল ক্রিকেটীয় রংয়ে। হলুদ জার্সিধারী অজি সমর্থকদের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছিল নীলজার্সিধারী প্রবাসী ভারতীয়রা। স্টেডিয়ামের ঠিক পিছনে চোখজুড়োনো সবুজ পাহাড়ের সারি। পিচ, আবহাওয়াতেও ক্রিকেট-উৎসবের রসদ। প্রথম বল পড়ার আগেই উৎসব শুরু ভারতীয় শিবিরে। টানা টস হারে অবশেষে ব্রেক। সফরে প্রথমবার টসে জয়! সূর্যকে ঘিরে একপ্রস্ত সেলিব্রেশন। সূর্যও মেনে নিলেন, টসে জেতা জরুরি ছিল।

কয়েন যুদ্ধে জেতার পর হোবার্টে রান তাড়ার হিট থিয়োরির পথে হাঁটতে দুইবার ভাবেননি সূর্য। দলে এদিন তিন পরিবর্তন। হর্ষিত রানাকে অবশেষে রিজার্ভ বেঞ্চে পাঠিয়ে প্রবেশ অর্শদীপের। সঞ্জু স্যামসন ও কুলদীপ যাদবের বদলে জিতেশ ও ওয়াশিংটন।

তিন পরিবর্তনই সুপারহিট।

শুরুতেই জোড়া উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে ঝটকা দেন অর্শদীপ সিং।

অর্শদীপ (৩৫/৩) চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, কেন তিনি দেশের সর্বাধিক টি২০ উইকেটশিকারি। আবারও যার সাক্ষী থাকলেন মাঠে উপস্থিত নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকারও। ব্যাটিংয়ে জিতেশ-সুন্দরের ম্যাচ ফিনিশ করা যুগলবন্দি।

টসে জেতার পর শুরুটা ভারতের। সৌজন্যে অর্শদীপ। নতুন বলটা বাঁহাতি পেসারের হাতে তুলে দিয়েছিলেন সূর্য। চতুর্থ বলেই বিপজ্জনক ট্রাভিস হেডকে (৪) ঝোলায়। পরের ওভারে শিকার জোশ ইনগ্লিসও (১)। অস্ট্রেলিয়া ১৪/২। পাওয়ার প্লে-তে রাশ ভারতের হাতে।

যদিও সুন্দরের ভুলচুকে যে রাশ আলগা। জসপ্রীত বুমরাহর বলে ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে ডেভিডের (তখন ২০ রানে খেলছিলেন) ক্যাচ হাতে পেয়েও ধরে রাখতে পারেননি। খেসারত চুকোতে হল ভালোমতো। বিগহিটের ফুলঝুরিতে (৮টি চার, ৫টি ছক্কা) ৩৮ বলে ৭৪, ঝড় তোলেন ডেভিড।

কিছুটা স্বস্তি নবম ওভারে বরুণ চক্রবর্তীর (৩৩/২) জোড়া ধাক্কায়। টানা দুই বলে আউট মিচেল মার্শ (১১) ও মিচেল ওয়েনকে (০)।

তবে ডেভিড কিন্তু একাই দলকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন। স্টোয়িনিসও দ্রুত সেই পার্টিতে যোগ দেন। শেষপর্যন্ত ডেভিডকে ফেরান শিবম দুবে।

আগাগোড়া মার খেলেও ডেভিডকে থামিয়ে কাজের কাজ করেন শিবম। কৃতিত্ব প্রাপ্য তিলকেরও। আবারও বাউন্ডারি লাইনে আরও একটা দুরন্ত ক্যাচ। বাকি সময়ে স্টোয়িনিস (৩৯ বলে ৬৪) বনাম ভারতীয় বোলারদের দ্বৈরথ।

সূর্যদের বোলিং স্ট্র্যাটেজিও অবাক করছিল এইসময়। সুন্দরকে এক ওভার বল না করিয়ে শিবম, অভিষেককে দিয়ে পঞ্চম বোলারের কোটা পূরণ করার ভাবনা বুমেরাং (দুজনে মিলে ৫৬ রান দেন)। শেষপর্যন্ত স্টোয়িনিসের হাত ধরেই ১৮৬/৬ স্কোরে পৌঁছে যায় অজিরা।

এত রান তাড়া করে হোবার্টে কোনও দল জেতেনি। আগের সর্বাধিক ১৭৭। ভালো শুরুর প্রয়োজন। কিন্তু প্রত্যাশাপূরণে ব্যর্থ দুই বন্ধু। ৩৩ রানে জুটি ভাঙে শুভমান গিলের লেগবিফোরে। ঘাতক নাথান এলিস।

জোশ হ্যাজেলউড নেই। পরিবর্ত সিন অ্যাবট (৩.৩ ওভারে ৫৬/০) আগাগোড়া ভারতীয় ব্যাটারদের 'খাদ্যে' পরিণত। ব্যর্থতা ঢাকার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন এলিস (৩৬/৩)। গতির দুরন্ত হেরফেরে শুভমানের (১৫) পর ফেরান অভিষেকও (২৫)। ১১৩ কিলোমিটার গতির স্লোয়ারের পর ১৪৭ কিলোমিটারের শর্টপিচ ডেলিভারি। অ্যাডজাস্ট করতে পারেননি অভিষেক। ইতি পড়ে যায় তাঁর ক্যামিও ইনিংসে।

সূর্য শুরুটা দুর্দান্ত করেছিলেন। প্রথম চার বলের মধ্যে দুইবার বল গ্যালারিতে ফেললেন। কিন্তু আরও একবার মন্থর গতির বলে ইতি সূর্যর (১১ বলে ২৪) সম্ভাবনাময় ইনিংসে। ভারত ৭৬/৩। একশো পেরোতে না পেরোতে সাজঘরে অক্ষর প্যাটেলও (১৭)।

বাকি সময়ে তিলক (২৯), জিতেশের (অপরাজিত ২২) সঙ্গে ওয়াশিংটনের গুরুত্বপূর্ণ জুটিতে লক্ষ্যপূরণ। বোলিংয়ে সুযোগ পাননি এদিন। আক্ষেপ মেটালেন ব্যাট হাতে। ২৩ বলে অপরাজিত ৪৯। ৩টি চার ও ৪ ছক্কায় অজিদের ম্যাচের রাস্তা বন্ধ করে ম্যাচ ইতি টেনে দেন ওয়াশিংটন।

আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলিনি : অর্শদীপ

এবার সিরিজে চোখ সূর্যের

হোবার্ট, ২ নভেম্বর : ২০২৪ টি২০ বিশ্বকাপে সর্বাধিক উইকেট শিকারি। জসপ্রীত বুমরাহ সহ বাকিদের পিছনে ফেলে প্রথম ভারতীয় বোলার হিসেবে সংক্ষিপ্ততম ফর্ম্যাটে একশো উইকেট প্রাপ্তি। অথচ, টি২০ দলে অটোমেটিক চয়েস থেকে গৌতম গম্ভীর জমানায় রাতারাতি রিজার্ভ বেঞ্চে নিয়মিত হয়ে ওঠা। কিন্তু নিজের ওপর বিশ্বাস হারাননি অর্শদীপ সিং।

বাঁহাতি সুইং বোলারের যে আত্মবিশ্বাসের কাঁধে চেপে আজ অজি-বধ ভারতের। হর্ষিত রানার পরিবর্ত হিসেবে দলে ফিরেই নিজের দক্ষতার স্বাক্ষর রাখলেন। টিম ডেভিড, মার্কাস স্টোয়িনিসদের বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ের মাঝেও দলকে লড়াইয়ে রাখলেন নিয়ন্ত্রিত সুইং বোলিংয়ে। পুরস্কারস্বরূপ ম্যাচের সেরা।

খুশিটা নিয়েই অর্শদীপ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বলেছেন, 'নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় কখনও বিরাম দিইনি। সবসময় বিশ্বাস রেখেছি নিজের স্কিলের ওপর। পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, চেষ্টা করেছি পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়নে। ভালো লাগছে সুযোগ পেয়ে দলের জয়ে অবদান রাখতে পেরে।'

প্রাক্তন সতীর্থ রবিচন্দ্রন অশ্বীন গতকাল অর্শদীপের হয়ে ব্যাট ধরেছিলেন। হর্ষিতকে বসিয়ে খেলানোর দাবি তুলেছিলেন। এদিন দাবি পূরণ এবং ম্যাচের কারিগর হয়ে ওঠা। বাকিরা যখন ডেভিডদের সামনে গুটিয়ে গিয়েছে, তখনও নিজের অস্ত্রে ভরসা রেখে বাজিমাত। অর্শদীপের কথায়, আগ্রাসী ব্যাটারদের বিরুদ্ধে বোলিং উপভোগ করেন।

কৃতিত্ব দিচ্ছেন উইকেটহীন সিনিয়ার সতীর্থ জসপ্রীত বুমরাহকেও! অর্শদীপের যুক্তি, 'ব্যাটাররা বিগহিটের রাস্তায় হাঁটলে আউটের সুযোগ বাড়ে। আর উলটো দিকে বুমরাহ থাকা মানে, ব্যাটাররা সবসময় তোমার বিরুদ্ধে বিগহিটের

> "
> প্রথম এগারোয় না থাকলেও প্রস্তুতিতে ঘাম ঝরিয়েছে সবাই। সুযোগের অপেক্ষায় ছিল ওরা। ওয়াশি (সুন্দর) দুরন্ত। কখনও বোলিং তো কখনও ব্যাটিং—নিজের দক্ষতার প্রমাণ রাখছে। জিতেশও অবদান রাখল। অর্শদীপ দুর্দান্ত। আমার মনে হয়, আজকের টিম কম্বিনেশন একদম পারফেক্ট ছিল।
>
> - সূর্যকুমার যাদব

সুযোগ নেবে। আমাকে যা উইকেটে পেতে সাহায্য করে।'

সিরিজে সমতা ফেরানোর স্বস্তি নিয়ে সূর্যকুমার যাদবের মুখে দীর্ঘদিন পর টস জেতার খুশি। বলেছেন, 'টানা ১৯-২০ বার টসে হেরেছি সম্ভবত। সেদিক থেকে হারের যে রেকর্ডে ব্রেক লাগাতে পেরে ভালো লাগছে। এদিন টসে জেতাও জরুরি ছিল। আর দল যেভাবে পারফর্ম করেছে অধিনায়ক হিসেবে আমি খুশি।'

তিন পরিবর্তনে বাজিমাত, মানছেন সূর্য। বলেছেন, 'প্রথম এগারোয় না থাকলেও প্রস্তুতিতে ঘাম ঝরিয়েছে সবাই। সুযোগের অপেক্ষায় ছিল ওরা। ওয়াশি (ওয়াশিংটন সুন্দর) দুরন্ত। কখনও বোলিং তো কখনও ব্যাটিং- নিজের দক্ষতার প্রমাণ রাখছে। জিতেশ শর্মাও অবদান রাখল। অর্শদীপ দুর্দান্ত। আমার মনে হয়, আজকের টিম কম্বিনেশন একদম পারফেক্ট ছিল।'

সূর্যের মতে, শুরুতে রিংটোন সেট করে দেয় বুমরাহ-অর্শদীপের ওপেনিং স্পেল। বলেছেন, 'বুমরাহ নিঃশব্দে নিজের কাজটা সেরেছে। নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে প্রতিপক্ষকে আটকে রেখেছে। উলটো দিক থেকে অর্শদীপ সুযোগ কাজে লাগিয়েছে। ঘাতক কম্বিনেশন দুইজনের।' সিরিজ ১-১। বাকি দুই ম্যাচে জয়ের ধারা বজায় রেখে সিরিজ পকেটে পুরতে বদ্ধপরিকর সূর্যরা। জানিয়েও দিলেন, আজকের জয় আত্মবিশ্বাস জোগাবে। বাকি দুই ম্যাচে উপভোগ্য ক্রিকেট খেলবে দল।

অজি অধিনায়ক মিচেল মার্শও কৃতিত্ব দিচ্ছেন ভারতীয় বোলারদের। বলেছেন, 'আমরা ২০ রান কম করেছি। কৃতিত্বটা ওদের বোলিংয়ের প্রাপ্য। মাঠে আমরা সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এদিন জয় ভারতের প্রাপ্য ছিল। তবে টিম ডেভিড দুর্দান্ত ব্যাটিং করল। স্টোয়িনিসও অভিজ্ঞতার গুরুত্ব বোঝাল।'

শেষদিনে শতরান হাতছাড়া ঋষভের

বেঙ্গালুরু, ২ নভেম্বর : প্রথম বেসরকারি টেস্টে ৩ উইকেটে দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' দলকে হারাল ভারতের 'এ' দল। অল্পের জন্য সেঞ্চুরি মিস করলেন অধিনায়ক ঋষভ পন্থ। রবিবার ৪ উইকেটে ১১৯ রান হাতে নিয়ে খেলতে নামে ভারত। তাদের জেতার জন্য দরকার ছিল ১৫৬ রান। আগের দিন ৬৮ রানে অপরাজিত ছিলেন ঋষভ পন্থ। জয়ের জন্য তাঁর দিকেই তাকিয়েছিল ভারত। এদিন ১১৩ বলে ৯০ রান করে আউট হন ঋষভ। সামনেই দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ রয়েছে। তার আগে ঋষভের রানে ফেরাটা স্বস্তি জোগাবে কোচ গৌতম গম্ভীরকে।

জিতল ভারত 'এ'

ঋষভ আউট হওয়ার পর ইনিংসের হাল ধরেন আয়ুষ বাদোনি (৩৪) ও তনুষ কোটিয়ান (২৩)। তবে এরা দুজন আউট হওয়ার পর অষ্টম উইকেট জুটিতে অংশুল কম্বোজ (অপরাজিত ৩৭) ও মানব সুথার (অপরাজিত ২০) ৬২ রানের পার্টনারশিপ তৈরি করে ভারতকে জয় এনে দেন।

প্রথম ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকা করেছিল ৩০৯ রান। জবাবে ভারতের ইনিংস শেষ হয় ২৩৪ রানে। ৭৫ রানের লিড নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে প্রোটিয়াদের ইনিংস শেষ হয় ১৯৯ রানে। যার ফলে জয়ের জন্য ভারতের লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ২৭৫ রান। ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' দলের দ্বিতীয় বেসরকারি টেস্ট শুরু হবে ৬ নভেম্বর বেঙ্গালুরুতে।

৯০ রান করার পথে সুইপ ঋষভ পন্থের।

কুড়ির ক্রিকেট থেকে অবসর উইলিয়ামসনের

ওয়েলিংটন, ২ নভেম্বর : আচমকা টি২০ ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিলেন কেন উইলিয়ামসন। নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক কেন নিজেই আজ তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। আন্তর্জাতিক কুড়ির ক্রিকেট থেকে সরে গেলেও টেস্ট ও ওডিআই চালিয়ে যাবেন তিনি। আজ কুড়ির ক্রিকেট থেকে নিজের অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে প্রাক্তন কিউয়ি অধিনায়ক বলেছেন, 'ক্রিকেট এমন একটা খেলা, যেটা খেলতে আমি পছন্দ করি। দেশের হয়ে খেলার সুযোগ পেয়েছি বহুদিন। তিন ফর্ম্যাটেই নিয়মিত খেলেছি। সম্প্রতি আমার মনে হয়েছে, টি২০ থেকে অবসরের এটাই সেরা সময়। আগামী বছরের শুরুতেই কুড়ির বিশ্বকাপ রয়েছে। আমার সিদ্ধান্তের ফলে কোনও তরুণ প্রতিভা দলে সুযোগ পাবে।'

তরুণদের আরও বেশি করে আন্তর্জাতিক টি২০ ক্রিকেটে সুযোগ করে দেওয়ার জন্যই উইলিয়ামসনের এমন সিদ্ধান্ত। যদিও তাঁর সিদ্ধান্ত কিছুটা চমকপ্রদও। কারণ, আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে ভারতের মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপের বেশি দেরি নেই। নিউজিল্যান্ডের হয়ে ৯৩টি টি২০ ম্যাচ খেলা উইলিয়ামসন অবশ্য মনে করছেন, অবসরের এটাই সেরা সময়। উল্লেখ্য, ২০১১ সালে আন্তর্জাতিক টি২০-র আঙিনায় অভিষেক হয়েছিল উইলিয়ামসনের। ২০২৪ সালে তিনি শেষ আন্তর্জাতিক টি২০ ম্যাচ খেলেছেন।

দেশে ফিরছেন কুলদীপ

হোবার্ট, ২ নভেম্বর : হোবার্টে অজি বধের পর স্কোরলাইন ১-১।

উত্তেজক পরিণতির পথে সিরিজ। যদিও সিরিজের শেষ দুই ম্যাচে কুলদীপ যাদবকে ছাড়াই খেলার সিদ্ধান্ত ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের। দেশে ফিরেই দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে মুখোমুখি হবে ভারত। তারই প্রস্তুতি হিসেবে গৌতম গম্ভীররা চাইছেন দেশে ফিরে লাল বলে চলতি 'এ' সিরিজে অংশ নিক কুলদীপ।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কাছে এব্যাপারে অনুরোধ জানানো হয়েছিল টিমের তরফে। বিসিসিআই সবুজ সংকেত দেওয়ার পর টি২০ সিরিজের মাঝপথেই দেশে ফিরছেন কুলদীপ। সূত্রের খবর, দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ'-র বিরুদ্ধে ৬ নভেম্বর শুরু দ্বিতীয় চারদিনের ম্যাচে অংশ নেবেন ভারতীয় রিস্টস্পিনার।

টেস্টের প্রস্তুতিতে খেলবেন 'এ' সিরিজে

রবিবারই ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' দলের প্রথম ম্যাচ শেষ হয়। পায়ের চোট সারিয়ে প্রত্যাবর্তনেই ৯০ রানের ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলেছেন অধিনায়ক ঋষভ পন্থ। দ্বিতীয় ম্যাচেও টেস্ট সিরিজের প্রস্তুতি সারবেন ঋষভ, বি সাই সুদর্শনরা। ঋষভদের সঙ্গে যোগ দেবেন কুলদীপ।

হোবার্ট ম্যাচ শেষে (এই ম্যাচে প্রথম এগারোয় ছিলেন না কুলদীপ) বিসিসিআইয়ের তরফে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে কুলদীপের দেশে ফেরার কথা জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে ৬ নভেম্বর বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে অনুষ্ঠিত হতে চলা 'এ' দলের দ্বিতীয় চারদিনের ম্যাচে অংশ নেবেন কুলদীপ।

মন্থর ব্যাটিং, সামিদের দিকে তাকিয়ে বাংলা

বাংলা-৩৩৬/৯
(দ্বিতীয় দিনের শেষে)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ নভেম্বর : প্রথম দিন। ৬০ ওভার। ১৭১ রান। এক উইকেট।

দ্বিতীয় দিন। ৫৫ ওভার। ১৬৫ রান। আট উইকেট।

বৃষ্টি। মন্দ আলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মন্থর ব্যাটিং। ত্রিপুরার বিরুদ্ধে চলতি রনজি ট্রফির তিন নম্বর ম্যাচের দ্বিতীয় দিনের শেষে বাংলা শিবিরের অন্দরে স্বস্তিও রয়েছে। আবার অসন্তোষের চাপা মেঘও রয়েছে। ৩৩৬/৯ স্কোরের মধ্যে ছবিটা পুরো ধরাও পড়ছে না। বাস্তব হল, সোমবার ম্যাচের তিন নম্বর দিনে বাংলা তাকিয়ে সেই মহম্মদ সামি ম্যাজিকের দিকে। পারলে একমাত্র সামিই পারবেন ত্রিপুরার বিরুদ্ধে ম্যাচে বাংলাকে জয়ের স্বপ্ন দেখাতে।

স্বস্তির প্রথম কারণ সুদীপ ঘরামির (১০৮) শতরান। যদিও ২৫০ বলে শতরান আধুনিক ক্রিকেটে কতটা প্রশংসা দাবি করে, বিতর্ক চলবে। স্বস্তির দ্বিতীয় কারণ, হনুমা বিহারী ও বিজয় শংকর, ত্রিপুরার প্রধান দুই তারকা আজ ফিল্ডিংয়ের সময় চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন। পরে তাঁদের আর দেখা যায়নি। আগামীকাল হনুমারা চোটের কারণে ব্যাট করতে না পারলে সুবিধা বাংলার।

সাকির হাবিব গান্ধি (৯৫) সেঞ্চুরি মিস করলেও বড় রান পেয়েছেন। গতকালের ১৭১/১ থেকে শুরু করে আজ দ্বিতীয় দিনের শেষে বাংলার সংগ্রহ ৩৩৬/৯। ব্যাটাররা তাঁদের শট নির্বাচনের ব্যাপারে আরও সতর্ক হয়ে রানের গতি বজায় রাখতে পারলে মোট রানের সঙ্গে আরও অন্তত ৫০-৬০ রান যোগ হতে পারত স্কোরবোর্ডে। হয়নি। দলের নয়া অধিনায়ক অভিষেক পোড়েল (১১) ও সবচেয়ে অভিজ্ঞ ব্যাটার অনুষ্টুপ মজুমদারের (৬) আউট নিয়েও ক্ষোভ রয়েছে বাংলা দলের অন্দরে। সঙ্গে রয়েছে চাপা উদ্বেগও।

আগরতলায় ফের বৃষ্টি নামলে ম্যাচের বাকি থাকা দুই দিনের কতটা সময় খেলা হবে, কারও জানা নেই। সন্ধ্যার দিকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা আগরতলা থেকে মোবাইলে বলছিলেন, 'আরও কিছু রান হলে ভালো হত। আসলে ত্রিপুরার বোলাররা ভালো লাইনে বোলিংয়ের পাশে টানা নেগেটিভ বোলিংও করেছে। অফস্টাম্প, লেগস্টাম্পের বাইরে টানা বোলিং হলে রান করা কঠিন হয়ে যায়। দেখা যাক কাল কী হয়।' গতকাল মন্দ আলোর জন্য নির্ধারিত সময়ের অনেক আগে খেলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পরে রাতের দিকে আগরতলায় তুমুল বৃষ্টি হয়। সেই বৃষ্টির কারণে আউটফিল্ড ভিজে থাকায় আজ দিনের প্রথম সেশনে খেলাই হয়নি। বেলা সাড়ে এগারোটার পর খেলা শুরু হয়। তার মধ্যেই সুমন্ত গুপ্তদের (৫) উইকেট উপহার দেওয়ার 'বদরোগ' বাংলা দলের অন্দরে টেনশন বাড়িয়ে দিয়েছিল। অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদ (অপরাজিত ৪০) ও রনজি অভিষেক হওয়া রাহুল প্রসাদের (৩৫) ৬১ রানের পার্টনারশিপ দলের রান ৩৩৬-এ পৌঁছে দিয়েছে।

এবার সামি ম্যাজিকের অপেক্ষা।

শতরান করে বাংলাকে টানলেন সুদীপকুমার ঘরামি।

পিএসজি-র ত্রাতা র‍্যামোস

প্যারিস, ২ নভেম্বর : লিগ ওয়ানে শীর্ষস্থান ধরে রাখল প্যারিস সাঁ জাঁ। শনিবার ঘরের মাঠে নিসকে ১-০ গোলে পরাজিত করেছেন লুইস এনরিকের ছেলেরা। ম্যাচের অন্তিমলগ্নে জয়সূচক গোলটি করেছেন গঞ্জালো র‍্যামোস। এদিন প্রথম একাদশে ছিলেন না ব্যালন ডি'অর জয়ী ওসমানে ডেম্বেলে। যদিও গোল না পাওয়ায় তাঁকে পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নামাতে বাধ্য হন এনরিকে। আপাতত নিসের বিরুদ্ধে জিতে ১১ ম্যাচে ২৪ পয়েন্ট পেয়েছে পিএসজি। মঙ্গলবার ভারতীয় সময় রাতে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে বায়ার্নের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে তারা। তার আগে এই জয় বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগাবে লুই এনরিকের ছেলেদের।

আইপিএল নিলাম এবার হতে পারে আবু ধাবিতে

নয়াদিল্লি, ২ নভেম্বর : সিদ্ধান্ত বদল। পরিকল্পনায় পরিবর্তন।

ঠিক ছিল ডিসেম্বরের ১৩-১৫ তারিখের মধ্যে ২০২৬ সালের আইপিএল নিলাম হবে। আর সেই নিলামের আসর বসবে দেশেই। মাসখানেক আগের ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের পরিকল্পনায় আচমকাই বদলে গেল। আজ বিসিসিআইয়ের একটি বিশেষ সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়েই ২০২৬ সালের আইপিএল নিলামের আসর বসবে। তবে সেটা দেশে নয়, হবে বিদেশে। বড় অঘটন না হলে আবু ধাবিতে হতে পারে আইপিএল নিলামের আসর। বোর্ড সূত্রের খবর, আবু ধাবির পাশাপাশি কাতার ও ওমানের মতো দেশও আইপিএল নিলামের আসর বসানোর দৌড়ে রয়েছে প্রবলভাবে। বিসিসিআই শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে কাতার ও ওমান ক্রিকেট বোর্ডের প্রতিনিধিদের এব্যাপারে আলোচনাও হয়েছে। যদিও বিষয়টি এখনও চূড়ান্ত হয়নি। রাতের দিকের খবর, আইপিএল নিলাম দেশের বাইরেই হতে চলেছে, তা একরকম নিশ্চিত। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই বিষয়টি চূড়ান্ত হয়ে যাবে। দশ ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের প্রতিনিধিরাও ইতিমধ্যেই বিদেশে আইপিএল নিলামের ইঙ্গিত পেয়ে গিয়েছেন। কিন্তু কবে ও কোথায় হবে, সেটা এখনও নিশ্চিতভাবে জানানো হয়নি।

আইএসএলের উপর নির্ভরশীল বাগানের নয়া কোচ নির্বাচন

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

মারগাঁও, ২ নভেম্বর : সের্জিও লোবেরা, দেস বাকিংহ্যাম, আলবার্তো রোকা এবং অবশ্যই আন্তোনিও লোপেজ হাবাস।

মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের নয়া কোচের দৌড়ে একাধিক নাম ঘুরে বেড়াচ্ছে সামাজিক মাধ্যমে। যদিও এসবের সত্যতা নিয়ে প্রকাশ্যে এখনও মুখ খোলেনি মোহনবাগান ম্যানেজমেন্ট। তবে হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা যে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের আইএসএল পরিকল্পনায় নেই, এটা নিশ্চিত। সুপার কাপ থেকে বিদায়ের পরই দুই পক্ষের প্রকাশ্য চাপানউতোরে পরিষ্কার হয়ে যায় বিষয়টা। এমনকি ফেরার সময়ে মোলিনা যেভাবে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে সবার থেকে আলাদা হয়ে বসেছিলেন, সেও বড় দৃষ্টিকটু লেগেছে। কলকাতায় ফিরে এসে তিনি সোমবার স্ত্রীকে নিয়ে যাচ্ছেন মালদ্বীপ বেড়াতে। অর্থাৎ এটা পরিষ্কার যে তিনি নিজে পদত্যাগ করে চলে যাওয়ার ভাবনায় নেই। তাঁকে বিতাড়িত করতে হবে। আর সেটা করতে গেলে ক্ষতিপূরণ দিয়েই করতে হবে। তাই ৫ নভেম্বরের আগে এসব নিয়ে কোনও পদক্ষেপ কর্তারা নেবেন না বলেই খবর। কারণ আইএসএল আদৌ হবে কিনা বা হলে কীভাবে হবে, সেদিকেই তাকিয়ে তাঁরা।

মোলিনাকে কোচের পদ থেকে সরাতে হলে প্রচুর টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যা এই টালমাটাল ফুটবল মরশুমে দেওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত তা নিয়ে নিজেদের মধ্যেই

পদত্যাগ করেননি মোলিনা

আলোচনা চালাচ্ছেন সুপার জায়েন্ট কর্তারা। সুপার কাপ খেলতে গিয়ে প্রচুর অর্থ খরচ হয়েছে অথচ ফলাফল শূন্য। আইএসএল ছোট করে হলে মাত্র মাস চারেকের জন্য নতুন কোচ নিয়ে আসাও একটা বাড়তি খরচ। অন্দরের খবর, যাঁকেই আনা হোক না কেন, তাঁকে বলেই দেওয়া হবে ব্যর্থ হলে সরে যেতে হবে। কারণ এই মরশুমে আর ট্রফি বলতে ওই আইএসএল লিগ-শিল্ড ও কাপটাই আছে। তবু এসবের পরেও হয়তো নতুন কোচই নিয়ে আসা হবে আইএসএলে। মোলিনা মালদ্বীপ থেকে ফিরে এলে তাঁর এজেন্টকে নিয়ে আলোচনায় বসবে ম্যানেজমেন্ট। তারপরেই হবে মোলিনা বিদায়। তবে আপাতত যে পদত্যাগের গুজব ছড়ানো হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে জানা গেল।

মোলিনার বদলে যেসব নাম সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে তার মধ্যে বাকিংহ্যাম ইতিমধ্যেই না করে দিয়েছেন। তিনি এখন সৌদি আরবের ক্লাব আল খুলুদের কোচ। সেখান থেকে চুক্তি ভেঙে এখনই বেরিয়ে আসতে পারবেন না বলেই খবর। তেমনি রোকা কী হাবাসকে নিয়েও প্রশ্নচিহ্ন আছে তাঁদের আকাশছোঁয়া চাহিদা এবং নানারকমের বায়নাক্কার জন্য। ফলে অল্প সময়ের জন্য আপাতত লোবেরাই হয়তো প্রথম পছন্দ হতে চলেছেন মোহনবাগান কোচের হটসিটের জন্য। তবে সবকিছুই নির্ভর করছে ৫ তারিখ আইএসএলের দরপত্র খোলার উপরে। এফএসডিএলই একমাত্র কোম্পানি হিসাবে সম্ভবত দরপত্র জমা দিতে চলেছেন বলে এখনও পর্যন্ত খবর। সেক্ষেত্রে ১০ ডিসেম্বরের পর এবারের আইএসএল শুরু হওয়ার কথা। আর নতুন কোনও বিপণন সঙ্গী না পেলে এআইএফএফের পক্ষে এবারের লিগ করা আর হয়তো সম্ভবই হবে না। সেক্ষেত্রে নতুন কোচ নেওয়ারও প্রয়োজন পড়বে না মোহনবাগানের।

বিশ্বকাপ ট্রফি নিয়ে ভারতীয় দল। উৎসবে শামিল হলেন চোট পেয়ে ছিটকে যাওয়া প্রতীকা রাওয়ালও। নভি মুম্বইয়ে রবিবার।

অশ্বীনের ভবিষ্যদ্বাণীর পরই আউট শেফালি

২৪ বলে ৩৪ রানের পথে রিচা ঘোষ। নভি মুম্বইয়ে।

নভি মুম্বই, ২ নভেম্বর : সকাল থেকেই মেয়েদের বিশ্বকাপ জয়ের প্রার্থনায় গোটা দেশ। ৪৬ তম ওভারে নাদিনে ডি ক্লার্কের ক্যাচ হরমনপ্রীত কাউরের হাতে জমা পড়তেই প্রথমবারের জন্য বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে যায় উইমেন ইন ব্লু। আর গ্যালারিতে বসে থাকা রোহিত শর্মাকে দেখা গেল আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে। হয়তো তখন তিনি ভারতীয় মহিলা দলের উচ্ছ্বাসে খুঁজছিলেন ২০২৩ সালের এমনই এক নভেম্বরের (১৯ নভেম্বর) রাতে হারিয়ে যাওয়া বিশ্বকাপ ট্রফিকে।

দুপুর থেকে মুম্বইতে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টিতে অবশ্য আশঙ্কার মেঘ জমছিল। যার ধাক্কায় শুরুতেই টসের সময় আধঘণ্টা পিছিয়ে দিতে হয়। যদিও হিসেব মেলেনি। বরুণদেবের দাপটে শেষপর্যন্ত টস হয় ৪.৩২ মিনিটে। তবু মন্দের ভালো ওভার সংখ্যা কমেনি। টসের আগে মন ভালো করে বিশ্বকাপ হাতে মিতালি রাজকে সঙ্গী করে ভারতীয় ক্রিকেটের ভগবান শচীন তেন্ডুলকারের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে প্রবেশ।

এরপর দেরিতে শুরুর অপেক্ষার বিরক্তি জাতীয় সংগীত গেয়ে সুনিধি চৌহান ভুলিয়ে দেন। দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন টারিন ল্যাম্ব।

নিম্নচাপ ও ঘূর্ণাবর্তের কারণে মহারাষ্ট্রজুড়েই বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি ছিল। তারপরও ক্রিকেট উন্মাদনায় ঘাটতি দেখা যায়নি। ৩৬ ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়েও নাকি টিকিট পাননি কেউ কেউ। যার জেরে কালোবাজারিতে ১৫০ টাকার টিকিট পৌঁছে যায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকায়। যা নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের ওপর বিরক্তি চেপে রাখতে পারেননি সমর্থকরা।

তবে একবার খেলা শুরুর পর সব কিছু পেছনে চলে যেতেও সময় লাগেনি। হোবার্টে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় টি২০ ম্যাচে জয়ের পরই আইপ্যাডের সামনে গোল হয়ে গৌতম গম্ভীর, জসপ্রীত বুমরাহ, রিঙ্কু সিংদের মহিলাদের বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখতে দেখা যায়। ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে আইসিসি সভাপতি জয় শা-র পাশে খেলা দেখলেন রোহিত, ভিভিএস লক্ষ্মণের মতো ভারতীয় কিংবদন্তিরা। আবার প্রোটিয়া বোলিংয়ের বিরুদ্ধে শেফালি ভার্মার আগ্রাসী ব্যাটিং দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করে বিড়ম্বনায় পড়তে হল রবিচন্দ্রন অশ্বীনকে। সামাজিক মাধ্যমে তিনি পোস্ট করেন, 'শেফালির বড় শতরান এই ফাইনালকে ২০০৩ সালের পুরুষদের বিশ্বকাপ ফাইনালের ট্র্যাকে নিয়ে যাবে।' এই পোস্টের এক মিনিট পরই ভারতীয় ওপেনার আউট হয়ে যান। যার জন্য অশ্বীনকে নেটিজেনদের অপয়া কটাক্ষ শুনতে হয়। বাধ্য হয়ে এরপরই সামাজিক মাধ্যমে দুঃখের ইমোজি পোস্ট করেন অশ্বীন।

ভুল করা এবং বিড়ম্বনায় পড়ার এই তালিকায় শুধু ভারতীয়রাই নেই। আছেন দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতি সিরিল রামাফোসা। ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকার পোস্ট করা ভিডিওয় দেখা যায়, ফাইনালের জন্য তিনি লরা উলভারডটদের উদ্বুদ্ধ করছেন জাতীয় ফুটবল দলের জার্সি গায়ে। তারপরই সামাজিক মাধ্যমে রামাফোসাকে ট্রোল করা শুরু হয়ে যায়, 'কী করে রাষ্ট্রপতি এমন ভুল করতে পারেন?'

মহিলাদের একটি বিশ্বকাপে সর্বাধিক ছয়

ছয়ের সংখ্যা	ব্যাটার	সাল
১২	রিচা ঘোষ	২০২৫
১২	দিয়ান্দ্রা ডোটিন	২০১৩
১২	লিজেলি লি	২০১৭
১১	হরমনপ্রীত কাউর	২০১৭
১০	নাদিনে ডি ক্লার্ক	২০২৫

মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপে নকআউটে সর্বাধিক রান

ব্যাটার	ইনিংস	রান
হরমনপ্রীত কাউর	৪	৩৩১
বেলিন্ডা ক্লার্ক	৬	৩৩০
অ্যালিসা হিলি	৪	৩০৯
ন্যাট স্কিভার-ব্রান্ট	৪	২৮১
ডেব্বি হকলে	৫	২৪০

এক ওডিআই বিশ্বকাপে ভারতীয়দের সর্বাধিক রান

ব্যাটার	ম্যাচ	রান	সাল
স্মৃতি মান্ধানা	৯	৪৩৪	২০২৫
মিতালি রাজ	৯	৪০৯	২০১৭
পুনম রাউত	৯	৩৮১	২০১৭
হরমনপ্রীত কাউর	৯	৩৫৯	২০১৭
স্মৃতি মান্ধানা	৭	৩২৭	২০২১-'২২

৫ উইকেট নিয়ে দীপ্তি শর্মা। রবিবার।

বিশ্বাস ছিল এবার পারব : হরমনপ্রীত

সাফল্য মা-বাবাকে উৎসর্গ দীপ্তির

নভি মুম্বই, ২ নভেম্বর : এক, দুই, তিন।

ডিপ মিড উইকেট বাউন্ডারি থেকে অনেকটা দৌড়ে তিনবারের চেষ্টায় দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক লরা উলভারডটের ক্যাচটা ধরলেন আমনজ্যোৎ কাউর।

ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে শুরু হয়ে গেল বন্দেমাতরম কলরব। গ্যালারির বারান্দায় আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শা-র মুখে তখন স্বস্তির চিহ্ন। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মার মুখে চওড়া হাসি। আর মাঠে ততক্ষণে প্রথমবার বিশ্বকাপ জয়ের গন্ধটা পেয়ে গিয়েছেন হরমনপ্রীত কাউররা।

সামান্য সময় পর দীপ্তি শর্মার বলে ভারত অধিনায়ক হরমনপ্রীত দক্ষিণ আফ্রিকার শেষ উইকেটের ক্যাচটা ধরতেই ভারতীয় ক্রিকেটে শুরু উৎসব। মহিলা ক্রিকেটের নবজাগরণ।

সঙ্গে দলগত সংহতির সেরা উদাহরণ হিসেবে মহিলা বিশ্বকাপে ভারত উদয়ের পর হুইলচেয়ারে বসে প্রতীকা রাওয়ালের মাঠে প্রবেশ। সতীর্থদের সঙ্গে বিশ্বজয়ের উৎসবে শামিল হওয়া। বিশ্বজয়ের রাতে আবেগে ভেসে ভারত অধিনায়ক হরমনপ্রীত স্বীকার করে নিয়েছেন, সতীর্থদের উপর তাঁর আস্থা ছিল। সঙ্গে বিশ্বাস ছিল বিশ্বজয়ের। হরমনপ্রীতের কথায়, 'শেষ কয়েক বছর ধরে আমরা খুব কাছে গিয়েও সফল হচ্ছিলাম না। এবার বিশ্বাস ছিল আমরা পারব। ফাইনালের দরজাটা ভেঙে দিয়ে ট্রফি জিততে পারব। এই সাফল্য পুরো দলের। সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডেরও।'

> জানি না কীভাবে বিশ্বজয়ের অনুভূতি ব্যাখ্যা করব। অনেকদিন অপেক্ষা করেছি আমরা। আজ স্বপ্নপূরণ হল।
> – রিচা ঘোষ

রিচা ঘোষ, স্মৃতি মান্ধানা থেকে শুরু করে শেফালি ভার্মা, দীপ্তি শর্মা- সকলের জন্যই আজকের রাতটা স্পেশাল। স্মরণীয়। বিশ্বজয়ের পর বাংলার রিচা যেমন আবেগে ভেসে বলেই ফেললেন, 'জানি না কীভাবে বিশ্বজয়ের অনুভূতি ব্যাখ্যা করব। অনেকদিন অপেক্ষা করেছি আমরা। আজ স্বপ্নপূরণ হল।' স্বপ্নপূরণের আবেগে ভাসছেন ফাইনালের সেরা ক্রিকেটার শেফালিও। খেলা শুরুর আগে কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকারকে মাঠে দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ফল, ব্যাট হাতে ৮৭ রান ও বল হাতে দুই উইকেট। ফাইনালের স্মরণীয় রাতে শেফালি বলছেন, 'খেলা শুরুর আগে শচীন স্যরকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। তখনই মনে হয়েছিল, আজকের রাতটা আমার জীবনে স্মরণীয় হতে পারে। সেটাই হয়েছে। আসলে ঈশ্বর আমায় মাঠে নেমে কিছু করে দেখানোর শক্তি ও আশীর্বাদ দিয়েছিলেন। আমি সেই পথটাই অনুসরণ করেছি।'

বিশ্বকাপ ফাইনালের মঞ্চে পাঁচ উইকেট সহ প্রতিযোগিতায় মোট ২২ উইকেট নিয়ে দুনিয়াকে চমকে দিয়েছেন দীপ্তি। বিশ্বকাপের সেরা ক্রিকেটারের সম্মান পেয়ে বাবা-মাকে সাফল্য উৎসর্গ করেছেন দীপ্তি। বলেছেন, 'সতীর্থরা ভরসা দিয়েছিল। নিজের উপর আত্মবিশ্বাস ছিল। মাঠে সেরাটা দিয়েছি। স্বপ্নপূরণের মতো মনে হচ্ছে। বিশ্বকাপ জয়ের অনুভূতি প্রকাশের ভাষা জানা নেই আমার। খেলার প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ করেছি। বিশ্বাস ছিল আমরা পারব। আমরা পেরেছি।' ভারতের মহিলা ক্রিকেটে সাফল্যের এমন রাত আগে আসেনি। অতীতে দুইবার বিশ্বকাপ ফাইনালে হারতে হয়েছিল। ছবিটা আজ বদলে গিয়েছে। আগামীদিনে আরও বদলের ভিতও আজ তৈরি হয়ে গেল।

স্কোরবোর্ড

ভারত

স্মৃতি ক জাফটা বো ট্রাইওন	৪৫
শেফালি ক লুস বো খাখা	৮৭
জেমিমা ক উলভারডট বো খাখা	২৪
হরমনপ্রীত বো মালাবা	২০
দীপ্তি রান আউট	৫৮
আমনজ্যোৎ ক ও বো ডি ক্লার্ক	১২
রিচা ক ড্রেকসেন বো খাখা	৩৪
রাধা অপরাজিত	৩
অতিরিক্ত	১৫
মোট (৫০ ওভারে)	**২৯৮/৭**

উইকেট পতন : ১০৪/১, ১৬৬/২, ১৭১/৩, ২২৩/৪, ২৪৫/৫, ২৯২/৬, ২৯৮/৭।

বোলিং : ক্যাপ ১০-১-৫৯-০, খাখা ৯-০-৫৮-৩, মালাবা ১০-০-৪৭-১, ডি ক্লার্ক ৯-০-৫২-১, লুস ৫-০-৩৪-০, ট্রাইওন ৭-০-৪৬-১।

দক্ষিণ আফ্রিকা

উলভারডট ক আমনজ্যোৎ বো দীপ্তি	১০১
ব্রিৎজ রান আউট	২৩
বশ এলবিডব্লিউ বো শ্রী চরণি	০
লুস ক ও শেফালি	২৫
ক্যাপ ক রিচা বো শেফালি	৪
জাফটা ক রাধা বো দীপ্তি	১৬
ড্রেকসেন বো দীপ্তি	৩৫
ট্রাইওন এলবিডব্লিউ বো দীপ্তি	৯
ডি ক্লার্ক ক হরমনপ্রীত বো দীপ্তি	১৮
খাখা রান আউট	১
মালাবা অপরাজিত	০
অতিরিক্ত	১৪
মোট (৪৫.৩ ওভারে)	২৪৬

উইকেট পতন : ৫১/১, ৬২/২, ১১৪/৩, ১২৩/৪, ১৪৮/৫, ২০৯/৬, ২২০/৭, ২২১/৮, ২৪৬/৯, ২৪৬/১০।

বোলিং : রেণুকা ৮-০-২৮-০, গৌড় ৩-০-১৬-০, আমনজ্যোৎ ৪-০-৩৪-০, দীপ্তি ৯.৩-০-৩৯-৫, শ্রী চরণি ৯-০-৪৮-১, রাধা ৫-০-৪৫-০, শেফালি ৭-০-৩৬-২।

ফাইনালের সেরা- শেফালি ভার্মা
প্রতিযোগিতার সেরা- দীপ্তি শর্মা

একইদিনে গোল পিতা ও পুত্রের

আল নাসেরকে জেতালেন রোনাল্ডো

গোলের পর উচ্ছ্বসিত ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। দেশের জার্সিতে গোল পেল তাঁর ছেলেও।

রিয়াধ, ২ নভেম্বর : একইদিনে গোল পিতা ও পুত্রের।

শনিবার একদিকে সৌদি প্রো লিগে গোল করে আল নাসেরকে জেতালেন পিতা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। অন্যদিকে পর্তুগাল অনূর্ধ্ব-১৬ দলের হয়ে ওয়েলসের বিরুদ্ধে গোল পেলেন পুত্র ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো জুনিয়ার।

এদিন সৌদি প্রো লিগে আল ফেইয়ার বিরুদ্ধে ২-১ গোলে জিতেছে আল নাসের। ১৩ মিনিটে অবশ্য জেসনের গোলে এগিয়ে যায় আল ফেইয়া। ৩৭ মিনিটে নাসেরকে সমতায় ফেরান ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। ম্যাচের সংযোজিত সময়ে পেনাল্টি থেকে গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন পর্তুগিজ মহাতারকা। এই জয়ের সুবাদে টানা ৭ ম্যাচ জিতে ২১ পয়েন্ট নিয়ে লিগশীর্ষে থেকে গেল আল নাসের।

এদিকে, পর্তুগাল অনূর্ধ্ব-১৬ দলের হয়ে গোল পেলেন রোনাল্ডো জুনিয়ার। শনিবার ওয়েলসকে ৩-০ গোলে হারায় পর্তুগালের অনূর্ধ্ব-১৬ দল। ৪২ মিনিটে গোল করেন রোনাল্ডো-পুত্র। সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া তাঁর গোলের ভিডিও দেখে অনেক ফুটবলপ্রেমী বাবা রোনাল্ডোর সঙ্গে তাঁর মিল খুঁজে পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

টানা চার জয় রিয়ালের, জিতল বার্সাও

মাদ্রিদ, ২ নভেম্বর : লা লিগায় টানা ৪ ম্যাচ জিতল রিয়াল মাদ্রিদ। শনিবার গভীর রাতে জাবি অলন্সোর ছেলেরা ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে ভ্যালেন্সিয়াকে। ১১ ম্যাচে ৩০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষেই রইল লস ব্লাঙ্কোসরা। সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে দ্বিতীয় স্থানে থাকা বার্সেলোনার পয়েন্ট ২৫।

জয়ের পর রিয়ালের কোচ জাবি বলেছেন, 'সঠিক ছন্দে আজ খেলেছি আমরা। শুরু থেকেই আগ্রাসন দেখিয়েছি। বলের দখল নিজেদের কাছে রেখেছি। সবমিলিয়ে দারুণ একটা পারফরমেন্স।' রিয়াল প্রথমার্ধেই ৩ গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর ম্যাচের ভাগ্য ঠিক হয়ে যায়। ১৯ মিনিটে পেনাল্টি থেকে দলকে এগিয়ে দেন কিলিয়ান এমবাপে। ৩১ মিনিটে তিনি দ্বিতীয় গোল করেন। এরপর স্কোরশিটে নাম তোলেন জুড বেলিংহাম। মাঝে অবশ্য ভিনিসিয়াস জুনিয়ার পেনাল্টি না ফসকালে প্রথমার্ধেই রিয়ালের স্কোর ৪-০ হত। আলভারো কারেরাস ৮২ মিনিটে চতুর্থ গোলটি করেন।

রবিবার বার্সা ৩-১ গোলে এলচের বিরুদ্ধে জয় পায়। ৯ মিনিটে লামিনে ইয়ামাল এগিয়ে দেন তাদের। ২ মিনিট পর ব্যবধান বাড়ান ফেরান টোরেস। ৪২ মিনিটে এলচের রাফা মীর একটি গোল ফেরান। তবে ৬১ মিনিটে মার্কাস র‍্যাশফোর্ডের গোলে বার্সা ৩ পয়েন্ট নিশ্চিত করে নেয়।

সুপার কাপ থেকে বিদায় মহমেডানের

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-০
পাঞ্জাব এফসি-৩ (নিনথোই, জেলজকোভিচ ও কিপজেন)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ নভেম্বর : দ্বিতীয় ম্যাচেও হার। এবারের মতো সুপার কাপ থেকে বিদায় নিল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব।

প্রথম ম্যাচ বেঙ্গালুরু এফসি-র কাছে হারলেও মহমেডানের লড়াই আশা জাগিয়েছিল সমর্থকদের মনে। কিন্তু রবিবার দ্বিতীয় ম্যাচে পাঞ্জাব এফসি-র বিরুদ্ধে সেই লড়াইয়ের ছিটেফোঁটা দেখা গেল না। এদিন হতশ্রী ফুটবল খেলে ৩-০ গোলে হার সাদা-কালো ব্রিগেডের। রবিবার দলে কোনও পরিবর্তন আনেননি মহমেডান কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াডু। ম্যাচের শুরু থেকে পাঞ্জাবের আক্রমণাত্মক ফুটবলের কাছে একপ্রকার দিশেহারা মনে হয়েছে সাদা-কালো ব্রিগেডকে। ২৬ মিনিটে প্রথম গোল হজম করে তারা। ড্যানিয়েল রামিরেজের ডিফেন্স চেরা থ্রু পাস থেকে গোল করে যান নিনথোই। তার দুই মিনিট আগে নিনথোইয়ের দুরন্ত শট ততোধিক দক্ষতায় বাঁচিয়ে দেন মহমেডান গোলকিপার শুভজিৎ ভট্টাচার্য।

ম্যাচের ৪২ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান সামির জেলজকোভিচ। ডানদিক থেকে পাঞ্জাবের রাইট ব্যাক খাইমিংথাংয়ের ক্রস বক্সের মধ্যে হেডে নামিয়ে দেন নিনথই। সেখান থেকে গোল করতে কোনও ভুল করেননি জেলজকোভিচ। ৭২ মিনিটে লিও অগাস্টিনের পাস থেকে তৃতীয় গোলটি করে যান কিপজেন।

অপর ম্যাচে গোকুলাম কেরালা এফসি-কে ৪-০ গোলে হারিয়েছে বেঙ্গালুরু।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বাঁকুড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বাঁকুড়া - এর একজন বাসিন্দা রাহুল ধীবর - কে 09.08.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 90B 25076 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি কখনো কল্পনাও করিনি যে ভাগ্য আমার জীবনে এত বড় পরিবর্তন আনবে। একসময় যা ধরা ছোঁয়ার বাইরে মনে হত তা এখন আমার হাতের মুঠোয়। এটা সত্যিই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় উপহার। এইজন্য ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজ্ঞাপিত তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ফাইনালের সেরার মেডেল নিয়ে শেফালি ভার্মা।

সুপার ডিভিশন ক্রিকেট হয়তো ১২ তারিখ থেকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ নভেম্বর : চূড়ান্ত ঘোষণা হয়নি। তবে মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১৪ অক্টোবর কার্যনির্বাহী সমিতির সভায় সুপার ও প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগ শুরুর তারিখ পাস হয়ে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ১০ দলীয় সুপার ডিভিশন লিগ শুরুর তারিখ হিসেবে ১২ নভেম্বর নির্ধারিত হয়েছে বলে খবর। উদ্বোধনী ম্যাচে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে গতবারের চ্যাম্পিয়ন জিটিএস ক্লাব মুখোমুখি হবে শিলিগুড়ি কিশোর সংঘের। তিনটি গ্রুপ করে হওয়ার কথা রয়েছে প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগের। গ্রুপ 'এ'-তে থাকতে চলেছে তরুণ তীর্থ, রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সংঘ, রবীন্দ্র সংঘ, বিবেকানন্দ ক্লাব, শিলিগুড়ি স্পোর্টিং ইউনিয়ন, মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাব ও বান্ধব সংঘ। গ্রুপ 'বি'-তে খেলবে ইউনাইটেড ক্লাব, দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব, সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব, বিপ্লব স্মৃতি অ্যাথলেটিক ক্লাব, সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব, ভিবজিওর স্পোর্টিং ক্লাব, মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাব ও ওয়াইএমএ। গ্রুপ 'সি'-তে রাখা হচ্ছে নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব, শিলিগুড়ি উল্কা ক্লাব, সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন, বিধান স্পোর্টিং ক্লাব, নরেন্দ্রনাথ ক্লাব ও এনআরআই। শুরুর দিন হিসেবে আপাতত বেছে রাখা হয়েছে ২০ নভেম্বরকে। তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের মাঠে যেদিন নামবে তরুণ তীর্থ ও বিবেকানন্দ ক্লাব।

প্রথম ডিভিশন শুরু হতে পারে ২০ নভেম্বর

জয়ী জেমস

বাগডোগরা, ২ নভেম্বর : রাজীব গান্ধি গ্রামীণ ফুটবলে রবিবার বাগডোগরা জেমস স্পোর্টিং ইউনিয়ন ২-১ গোলে নকশালবাড়ি এফএ-কে হারিয়েছে। জেমসের গোল করেন স্বরাজ রাউথ এবং সঞ্জয় কর্মকার। নকশালবাড়ির একমাত্র গোলস্কোরার কর্ণ শৈব। সোমবার খেলবে আরএমসি বাহাদুরগঞ্জ এবং সেন্ট্রাল ফরেস্ট বস্তি।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিয়ে সুরজ রসৌলি। রবিবার।

জিতে শুরু দেশবন্ধুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় পিসি মিত্তাল, নারায়ণচন্দ্র দাস ও অজয়কুমার গুহ ট্রফি শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবল রবিবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে গতবারের চ্যাম্পিয়ন দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন ২-১ গোলে হারিয়েছে তরুণ তীর্থকে। দেশবন্ধুর হেমরাজ ভুজেল ও সুরজ রসৌলি গোল করেন। শেষলগ্নে তরুণ তীর্থের হয়ে একটি গোল ফেরান অনিকেত রাই। ম্যাচের সেরা হয়ে সুরজ পেয়েছেন বাসন্তী দে সরকার ট্রফি। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন মেয়র গৌতম দেব। উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামীও।